ভূতডামর

[তন্ত্রের মূল ও বঙ্গানুবাদসহ]

জিলা ঢাকার অন্তর্গত বুতনীগ্রাম-নিবাসী
শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীজিৎ সম্পাদিত

বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী
কলিকাতা

প্রকাশক :
বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী
১৭৬, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০০০১

মুদ্রাকর :—
এ. বি. সি. প্রিন্টার্স
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

শীল সংস্করণ
মূল্য : ২৫·০০ টাকা।

ভূতডামরের সূচী পত্র

—*:০:*—

ভূতডামরঃ।

—— *:০:* ——

ওঁ নমঃ ক্রোধভৈরবায়। ব্যোমবক্ত্রং মহাকায়ং। প্রলয়াগ্নিসম-প্রভম্। অভেদ্যভেদকং স্তৌমি ভূতডামর-নামকম্ ॥ ১ ॥

আকাশবদন বিশালশরীর প্রলয়কালীন অনলসমবিভাসম্পন্ন ও অভেদ্যভেদকারী ভূতডামর নামক উন্মত্তভৈরবকে স্তব করি॥ ১ ॥

ত্রৈলোক্যাধিপতিং রৌদ্রং সুরসিদ্ধনমস্কৃতম্।
উন্মত্তভৈরবং নত্বা পৃচ্ছত্যুন্মত্তভৈরবী ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরবী ত্রিভুবনাধীশ্বর দেবসিদ্ধসেব্য রুদ্ররূপী উন্মত্তভৈরবকে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন॥ ২ ॥

ভৈরব্যুবাচ। কথং যক্ষা নরা নাগাঃ কিন্নরাঃ প্রমথাদয়ঃ। জম্বুদ্বীপে কলৌ সিদ্ধিং যচ্ছন্ত্যেতা বরাঙ্গনাঃ ॥ ৩ ॥

ভৈরবী বলিলেন,—হে ভৈরব! কলিকালে জম্বুদ্বীপে কিরূপে যক্ষ, মানুষ, ভুজগ, কিন্নর, প্রমথ, নায়িকাদি সকলে সিদ্ধি লাভ করে?॥ ৩॥

যেঽন্যে পাপরতা মিথ্যাবাদিনঃ শীলবর্জ্জিতাঃ।
সালস্যা যে নরা স্তেভ্যঃ সাহায্যং কুরুতঃ স্বয়ম্ ॥৪ ॥

যে সকল মনুষ্য, পাপিষ্ঠ, মিথ্যাবাদী, দুঃশীল ও অলস, আপনি তাহাদিগকে রক্ষা করুন॥ ৪ ॥

কেনোপায়েন নশ্যন্তি কলৌ দুষ্টাঘরাশয়ঃ। লভ্যন্তে সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বা মোক্ষপদ্ধতয়ঃ শুভাঃ। সিদ্ধয়োঽপ্যনিমাদ্যাশ্চ মহাপাতকনাশিকাঃ ॥৫॥

কলিতে কি উপায়ে দুর্দ্দান্ত পাপসমূহ নষ্ট হয় এবং সমস্ত মঙ্গলদায়ী অভিলষিত সিদ্ধি, মোক্ষপ্রাপ্তি ও পাপরাশিনাশক অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়॥ ৫ ॥

অন্ত্যান্নাশনতঃ পাপমন্ত্যস্ত্রাগমনাদিজম্।
কথং নশ্যন্তি দেবেশ হেলয়া নরকং তমঃ ॥ ৬ ॥

হে দেবেশ! কি প্রকারে অন্ত্যজাতির অন্নভোজন ও অন্ত্যস্ত্রীগমনজনিত পাপ বিনষ্ট হয় এবং নরক ও অন্ধকার হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়? ॥ ৬ ॥

চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভো ভূত্বা তিষ্ঠেদ্রুদ্রপুরে চিরম্।
সুর-সিদ্ধ সর্প-ভূত-যক্ষ-গুহ্যক-নায়িকাঃ ॥ ৭ ॥

কিরূপে দেব, সিদ্ধ, সর্প, ভূত, যক্ষ, গুহ্যক ও নায়িকা সকল চন্দ্রসূর্য্যবৎ তেজঃসমন্বিত হইয়া রুদ্রপুরে চিরকাল অবস্থান করিতে পারে? ॥ ৭ ॥

দূরাদাগত্য কামার্ত্তা বলাদালিঙ্গয়ন্তি কম্। ব্রহ্মেশশক্রপ্রমুখা মারিতা বা কথং প্রভো। পুনঃ কেন প্রকারেণ মৃতা জীবন্তি নির্জ্জরাঃ ॥৮ ॥

কি প্রকারে কামাতুরা স্ত্রীগণ দূর হইতে আগমন করিয়া বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করে। প্রভো! কি উপায়ে ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকেও বিনষ্ট করিতে পারা যায়? কি প্রকারে মৃত ব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হইয়া অজরামর হয়? —এই সকল কৃপা করিয়া আমাকে বলুন ॥ ৮ ॥

শ্রুত্বৈতদ্বল্লভাবাক্যমুন্মত্তভৈরবোঽসকৃৎ।
সন্তুষ্টো ভৈরবীং প্রাহ সর্ব্বং বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৯ ॥

উন্মত্তভৈরব প্রিয়ার এই সকল বাক্য মুহুর্মুহু শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে ভৈরবীকে বিনয়পূর্ব্বক সমুদায় বলিলেন ॥ ৯ ॥

উন্মত্তভৈরব উবাচ। ক্রোধাধিপং ব্যোমবক্ত্রং বজ্রপাণিং সুরান্তকম্। বক্ষ্যে নত্বা ততস্তত্র ভূপতিং ভূতডামরম্। সর্ব্বপাপক্ষয়করং দুঃখদারিদ্র্য-ঘাতকম্। সর্ব্বরোগক্ষয়করং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্। মহাপ্রভাবজননং দমনং দুষ্টচেতসাম্। মহাচমৎকারকরং স্থিত্যুৎপত্তিলয়াত্মকম্। জ্ঞান-মাত্রেণ দেবেশি! ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ১০ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন। ভৈরবী! আমি নমস্কার করিয়া ক্রোধপতি, গগনমুখ, বজ্রহস্ত, ভূপতি ভূতডামর বিবৃত করিব। ইহাতে সকল পাপ নষ্ট হয়, দুঃখ ও দারিদ্র্য দূর হয়, সর্ব্বরোগ ক্ষয় হয়, সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশ হয়, মহাপ্রভাব বৃদ্ধি হয় এবং দুষ্টচিত্তসমূহের দমন হয়।

এই ভূতডামর অতি চমৎকারজনক, ইহার শক্তিতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতে পারে। এই ভূতডামরের জ্ঞানমাত্রেই ইহলোকে বিবিধ ভোগ ও পরকালে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তব স্নেহান্মহাদেবি! কথ্যতেঽকথামদ্ভুতম্। যৎসুরৈর্দুর্ল্লভং স্বর্গে মর্ত্ত্যে মর্ত্ত্যৈর্মুমুক্ষুভিঃ। নাগলোকে তথা নাগৈস্তচ্ছৃণুষ্ব মম প্রিয়ে। যস্য জ্ঞানং বিনা কাপি নারীণাং নিগ্রহো ভবেৎ। যক্ষিণ্যো নৈব গচ্ছন্তি সিদ্ধিমিষ্টাং শৃণুষ্ব তৎ ॥ ১১ ॥

মহাদেবি! আমি তোমার স্নেহের বশীভূত হইয়া এই অদ্ভুত গোপনীয় বিষয় বলিতেছি। এই ভূতডামর স্বর্গে দেবগণের; মর্ত্তে মুমুক্ষুমনুজবর্গের ও নাগলোকে নাগসমূহের দুর্লভ। প্রিয়ে! ইহা শ্রবণ কর। ইহা না জানিলে যক্ষিণীরা অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না এবং নারীদিগেরও নিগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্রে প্রথমঃ পটলঃ ॥

——:০:——

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি সুগোপ্যং মনুমুত্তমম্।
সুরাণামথ ভূতানাং মারণং যেন সিধ্যতি ॥ ১ ॥

আমি অতি গোপনীয় উত্তম মন্ত্র বলিতেছি। যাহাদ্বারা দেবতা এবং ভূতগণেরও মারণ কার্য্য সিদ্ধ হয় ॥ ১ ॥

বিষং বজ্রজ্বালেন হনযুগ্মং ততঃপরম্। সর্ব্বভূতান্ ততঃ কূর্চ্চমস্ত্রান্তং মনুমীরিতম্। অস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ ক্রোধেশাদ্রোমকূপতঃ। বজ্রজ্বালাঃ প্রজায়ন্তে শুষ্যন্তি প্রমথাদয়ঃ। ব্রহ্মেশশক্রপ্রমুখা নীতাঃ স্যুর্যম-শাসনম্ ॥২-৩॥

"ওঁ বজ্রজ্বালে হন হন সর্ব্বভূতান্ হুঁ ফট্,"—এই মন্ত্রের জ্ঞানমাত্রে ক্রোধভৈরবের রোমকূপ হইতে বজ্রজ্বালা উদ্ভূত হয় ও প্রমথাদি ভূতগণ শুষ্ক হয় এবং ব্রহ্মা, মহাদেব ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকেও যমশাসনের অধীন হইতে হয় ॥ ২—৩ ॥

ততঃ সবিস্ময়ং প্রাহুরুদ্রাদ্যাঃ ক্রোধভূপতিম্। পশ্চিমে সময়ে কালে নামীষাং নিগ্রহং কুরু। সর্ব্বে ভূতাশ্চ ভূতিন্যঃ করিষ্যন্তি ভবদ্বচঃ ॥ ৪ ॥

ক্রোধভৈরব উন্মত্তভৈরবীকে এইরূপ বলিলে, রুদ্রাদি দেবগণ বিস্মিত হইয়া ক্রোধভৈরবকে বলিলেন,—ভৈরব! এই সময়ে আপনি ইহাদিগের নিগ্রহ করিবেন না। সকল ভূত ও ভূতিনী আপনার বাক্য প্রতিপালন করিবে ॥ ৪ ॥

বিজ্ঞানাকর্ষিণী মন্ত্রং ভাষতেঽতোঽতিবিস্মিতা। তারং ব্রহ্মমুখে প্রোক্ত্বা শরযুগ্মান্তমীরিতম্। অস্য ভাষিতমাত্রেণ বজ্রজ্বালা বিনিঃসৃতাঃ ॥ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা মৃতপ্রাণপ্রদায়িনী। ভূতানাং দুরিতধ্বংসো ভবেদস্য প্রভাবতঃ ॥৫—৬ ॥

অতীব বিস্ময়জনক বিজ্ঞানাকর্ষণ মন্ত্র কথিত হইতেছে।—"ওঁ বজ্রমুখে শর শর ফট",—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র বজ্রভয় নিবারিত হয়। ইহা মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা, ইহাতে মৃতব্যক্তি জীবিত হয়। ইহার প্রভাবেই ভূতাদির ভয় বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৫—৬ ॥

অথাপরাজিতানাথো নাথপাদৌ প্রগৃহ্য চ। শিরসা বন্দয়িত্বা চ ত্রাতা ত্বং ভগবান্ পরঃ। ত্রাহি মাং ভূতনিচয়ং জম্বুদ্বীপে কলৌ যুগে ॥ ৭ ॥

অনন্তর ভূতনাথ উন্মত্তভৈরবের পাদগ্রহণ ও নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনি পরিত্রাতা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পুরুষপ্রধান। জম্বুদ্বীপে কলিযুগে প্রাণিবর্গকে ও আমাকে পরিত্রাণ করুণ ॥ ৭ ॥

রসং রসায়নং সৌখ্যং স্বর্ণ বৈদূর্য্যমৌক্তিকম্। হংসেন্দুকান্তাদিমণি-গন্ধবস্ত্রঞ্চ কাঞ্চনম্। ভোজনং কুসুমং ক্ষেমং বরং দাস্যাম ঈপ্সিতম্ ॥৮॥

উন্মত্তভৈরব বলিলেন,—রস, রসায়ন (মহৌষধি), সুখভোগ, সুবর্ণ, বিদূরপর্ব্বতজাত মণি (নীলকান্ত), মুক্তা, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি মণি, গন্ধদ্রব্য বসন, আহার্য্য, পুষ্প, মোক্ষ আদি অভীষ্ট বর আমি তোমাকে প্রদান করির ॥ ৮ ॥

ভূতিন্যশ্চেটিকাঃ ক্রোধজাপিনাং চেটকা বয়ম্। রাজা হি তস্করভয়ং জরানষ্টাঘসম্ভবম্। ভূতপ্রেতপিশাচাদান্নাশয়ামঃ প্রযত্নতঃ ॥৯॥

ক্রোধভৈরবের মন্ত্র যাঁহারা জপ করেন, আমরা তাঁহাদিগের ভৃত্য এবং ভূতিনীরা

তাঁহাদিগের দাসী। জরা অনিষ্ট ও পাপ হইতে সম্ভূত ভয়, রাজা ও তস্করভয়, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি সমস্ত অশুভ আমরা অতি যত্নপূর্ব্বক বিনষ্ট করিব ॥ ৯ ॥

যদি সিদ্ধিং ন যচ্ছন্তি ভূতিন্যঃ সাধকং প্রতি। স্ফোটয়ামি তদা নূনং ক্রোধবজ্রেণ মূর্দ্ধনি। কচিদগ্নৌ মহাঘোরে নরকে পাতয়ামি চ ॥১০॥

যদি ভূতিনী, যক্ষিণী, পিশাচাদি সাধকের প্রতি সিদ্ধি প্রদান না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ তাহাদের মস্তক ক্রোধবজ্রদ্বারা স্ফাটিত করি (ফাটাইয়া দি), কিম্বা অগ্নিতে, অথবা মহাঘোর নরকে নিক্ষেপ করি ॥ ১০ ॥

এবমস্ত্বিতি তাঃ প্রাহুর্ব্বিস্মিতাঃ ক্রোধভূপতিম্ ॥১১॥

মহাদেবাদি দেবগণ বিস্মিত হইয়া ক্রোধভৈরবকে বলিলেন,—আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই হউক ॥ ১১ ॥

ততো নৃণাং হিতার্থায় প্রমথাদ্যুপকারকম্।
ক্রোধরাজঃ পুনঃ প্রাহ মৃতসঞ্জীবনীমনুম্ ॥১২॥

অনন্তর ক্রোধভৈরব লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত পুনর্ব্বার প্রমথাদির উপকারক মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র বলিলেন ॥ ১২ ॥

পঞ্চরশ্মিং সমুদ্ধৃত্য সজ্বট্টেতি দ্বিধা পদম্। অস্য ভাষিতমাত্রেণ মূর্চ্ছিতা ভূতদেবতাঃ। স্তম্ভিতা বেপমানাশ্চ উত্তিষ্ঠন্ত্যতিবিহ্বলাঃ ॥১৩॥

"ওঁ সংঘট মৃতান্ জীবয় স্বাহা,"—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র ভূতাদি দেবতা সমস্ত মূর্চ্ছিত, স্তম্ভিত, কম্পিত এবং বিহ্বল হইয়া উঠে ॥ ১৩ ॥

অথ প্রাহ মহাদেবো ভূপতিং তং মুহুর্মুহুঃ। ক্রোধাধিপং বজ্রপাণিং হিত্বা ত্রাতা ন বিদ্যতে ॥১৪॥

অনন্তর মহাদেব ক্রোধভৈরবকে মুহুর্মুহু বলিতে লাগিলেন,—বজ্রপাণি ক্রোধভৈরব ভিন্ন ত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই ॥ ১৪ ॥

অথোবাচাশনিধরো মাভৈর্ম্মাভৈর্ম্মহেশ্বরম্। তবান্যেষাঞ্চ দেবানাং হিতার্থং ভূতনিগ্রহং। করিষ্যামি কলৌ জম্বুদ্বীপস্থানাং নৃণামপি ॥ ১৫ ॥

তাহার পর বজ্রপাণি ক্রোধভৈরব মহাদেবকে বলিলেন,—ভীত হইও না; তোমার ও

অন্যান্য দেবগণের এবং জম্বুদ্বীপস্থ মনুষ্যদিগের হিতের জন্য কলিযুগে ভূত নিগ্রহ করিব ॥ ১৫ ॥

রক্ষাস্মানসকৃৎ প্রাহুঃ প্রথমাশ্চাপ্সরোঽঙ্গনাঃ।

নাগিন্যো যক্ষকামিন্যঃ ক্রোধীশং প্রণিপত্য চ ॥১৬॥

প্রমথগণ এবং অপ্সর, নাগিনী যক্ষিণী প্রভৃতি অঙ্গনারা ক্রোধভৈরবকে প্রণাম করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিলেলেন,—এক্ষণে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

অথ বজ্রধরঃ প্রাহ ভৈরবো রোমহর্ষণঃ। সুন্দরি ত্রিপুরে ভদ্রকালি ভৈরবচণ্ডিকে। মজ্জাপিনাং নৃণাং যূয়মুপস্থানং করিষ্যথ। স্বর্ণাদ্যা-কাঙ্ক্ষিতান্নানি জাপিনেঽপি প্রদাস্যথ ॥১৭॥

অনন্তর কুলীশপাণি লোমহর্ষণ ক্রোধভৈরব বলিলেন,—সুন্দরি! ত্রিপুরে! ভদ্রকালি! ভৈরবচণ্ডিকে! তোমরা সকলে আমার জাপক নরগণের উপাসনা কর এবং তাহাদিগকে কাঞ্চন অভিলষিত ভক্ষ্যবস্তু আদি প্রদান কর ॥ ১৭ ॥

যক্ষিণ্যোঽপ্সরোদেবকন্যকানাগকন্যকাঃ। দাস্যামো দেবদেবেশ নিশ্চিতং ক্রোধজাপিনঃ। করিষ্যাম উপস্থানং দাস্যামঃ প্রার্থিতং ধনম্ ॥ যদি কুর্ম্মোঽন্যথা নষ্টাঃ ভবামঃ সকুলং প্রভো। সর্ব্বকর্ম্ম করিষ্যামো দাসত্বং ক্রোধজাপিনাম্ ॥ যদ্যন্যথা করিষ্যামো ভগবান্ মূর্দ্ধ্নি দার-য়েৎ। শতধাক্রোধবজ্রেণ নরকে বা নিপাতয়েৎ ॥১৮-২০॥

যক্ষিণী, অপ্সরা, দেবকন্যা ও নাগকন্যাগণ বলিতে লাগিলেন,—হে দেব-দেবেশ! আপনার উপাসকবর্গের উপাসনা করিব এবং তাঁহাদিগকে প্রার্থিত ধনও প্রদান করিব। প্রভো! যদি আমরা আপনার বাক্যের অন্যথা করি, তাহা হইলে যেন সবংশে বিনাশ পাই। যাঁহারা ক্রোধভৈরবের মন্ত্র উপাসনা করেন, আমরা তাঁহাদের দাসী হইয়া সর্ব্বকার্য্য সাধন করিব। আমরা যদি আপনার বাক্যের অন্যথাচরণ করি, তাহা হইলে আপনি আমাদিগের মস্তক ক্রোধবজ্রদ্বারা শতধা বিদীর্ণ করিবেন, অথবা আমাদিগকে নরকে নিপাতিত করিবেন ॥ ১৮—২০ ॥

সাধ্বিত্যুক্ত্বা বজ্রপাণিঃ পুনঃ প্রাহ সুরানিতি। করিষ্যথেত্যুপস্থানং নরাণাং ক্রোধজাপিনাম্। বৈদূর্য্যাদিমণীন্ স্বর্ণমুক্তাদ্রব্যাণি দাস্যথ ॥২১॥

অশনিধর ক্রোধরব দেবগণের প্রতি বলিলেন "তোমরা সাধু!"—নায়িকাগণ! যে সকল

মনুষ্য ক্রোধভৈরবের মন্ত্র জপ করে, তোমরা তাহাদিগের উপাসনা কর এবং নীলকান্তাদি মণি ও কনকমৌক্তিক ইত্যাদি দ্রব্য-সকল তাহাদিগকে অর্পণ কর॥ ২১॥

এবমস্ত্বিতি তং নত্বা ক্রোধরাজং সুরান্তকম্।
গতা আজ্ঞাং শিরঃ কৃত্বা স্বস্থানং যক্ষনায়িকাঃ॥২২॥

যক্ষিগণ "এইরূপই হউক" বলিয়া সুরাসুরাদিধ্বংসকারী ক্রোধভৈরবকে নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন॥ ২২॥

তেনেষ্টসিদ্ধিদাঃ সর্ব্বা জম্বুদ্বীপে কলৌ যুগে॥২৩॥

এইরূপে কলিকালে জম্বুদ্বীপে নায়িকাগণ অষ্টসিদ্ধি প্রদায়িনী হইয়াছেন॥ ২৩॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ॥

———:*:———

উন্মত্তভৈরব্যুবাচ। ভগবন্! সুন্দরীমন্ত্রসাধনং বদ মে প্রভো। মন্ত্রোদ্ধারং তথা মুদ্রামর্চ্চনং জপপদ্ধতিম্॥১॥

উন্মত্তভৈরবী কহিলেন, ভগবন্! সুন্দরী দেবতার মন্ত্রসাধন, মন্ত্রোদ্ধার, মুদ্রা ও অর্চ্চনা-পদ্ধতি আমাকে বলুন॥ ১॥

উন্মত্তভৈরব উবাচ। একবৃক্ষে দেবগেহে বনে বজ্রধরালয়ে। নিম্নগাসঙ্গমে বাপি পিতৃভূমাবথাপি বা। সিধ্যান্ত ভূতভূতিন্যো নৃণামিষ্টফলপ্রদাঃ॥২॥

উন্মত্তভৈরব কহিলেন, তরুতল, দেবালয়, বন, শিবমন্দির, নদীসঙ্গমস্থল অথবা শ্মশান, এই সকল স্থানে উপাসনা করিলে, ভূত ভূতিনী আদি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতেই মনুষ্যেরা ইষ্টফল প্রাপ্ত হয়॥ ২॥

মন্ত্রোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি যথাবদবধারয়। আদিবীজং সমুদ্ধৃত্য মহাপদমনন্তরম্। ভূতশব্দাৎ কুলপদং সুন্দরীকূর্চ্চসংযুতম্ (১)। অনাদিবীজমুচ্চার্য্য ততো বিজয়সুন্দরী। ততো রুদ্রবধূবীজং কলাযুক্তং দ্বিতীয়কং (২) আদিবীজং সমুদ্ধৃত্য বিমলেতি পদন্ততঃ। সুন্দরীতি পদং পাশঃ সবিসর্গস্তৃতীয়কঃ (৩)। ব্রহ্মবীজং সমুদ্ধৃত্য সুন্দরী পদমুদ্ধরেৎ। ষড়ক্ষরো মনুঃ প্রোক্তঃ সকূর্চ্চযুগলোমতঃ (৪)। হালাহলং সমুদ্ধৃত্য মনোহরী পদন্ততঃ। সুন্দরীধীঃ সমাযুক্তঃ পঞ্চমোহয়ং মহামনুঃ (৫)। বহুরূপিণমাভাষ্য ভূষণেতি পদন্ততঃ। সুন্দরী পদমাভাষ্য কামবীজং পরো মনুঃ (৬)। হালাহলং সমাদায় ততো ধবলসুন্দরী। ততঃ প্রাথমিকং বীজং সবিসর্গন্তু সপ্তমঃ (৭)। বিষাচ্চক্ষুমধুপদং ততো মত্তপদং লিখেৎ। সুন্দরীপদতো বহ্নিজায়া চণ্ডিকয়ান্বিতা (৮) ॥৩॥

অনন্তর যথাবৎ মন্ত্রোদ্ধার বলিব, মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর। ওঁ মহাভূত কুলসুন্দরী হুঁ (১) ওঁ বিজয়সুন্দরী হ্রীং অং (২), ওঁ বিমলসুন্দরী আঃ (৩), ওঁ সুন্দরী হুঁ হুঁ (৪), ওঁ মনোহরী সুন্দরী ধীঃ (৫), ওঁ ভূষণসুন্দরী ক্লীং (৬) ওঁ ধবলসুন্দরী হ্রীঁ (৭) ওঁ মধুমত্তসুন্দরী স্বাহা হ্রীং, এই সকল মন্ত্রের কার্য্য পরে কথিত হইবে (৮) ॥ ৩ ॥

এবমষ্টৌ মহাভূতরাজ্ঞোবজ্রধরোদিতাঃ।
এষাং গ্রহণমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ ॥ ৪ ॥

এই অষ্টপ্রকার মহামন্ত্র নৃপতি বজ্রহস্ত উন্মত্তভৈরব কহিলেন। এই মন্ত্র সকল গ্রহণমাত্র সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয় ॥ ৪ ॥

ইষ্টসিদ্ধিং প্রযচ্ছামো ভূতিনী সহিতাবয়ং।
ইত্যাহুর্যক্ষগন্ধর্ব্বাপরাজিতপুরঃসরাঃ ॥ ৫ ॥

যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপরাজিত (ভৈরব) আদি সকলে কহিলেন,—আমরা ভূতিনীর সহিত সাধকের ইষ্টসিদ্ধি প্রদান করিব ॥ ৫ ॥

ভৈরব উবাচ। যদি কালমতিক্রম্য যূয়ং স্থাস্যথ নির্ভয়াঃ। তদা সকুলগোত্রং বো ঘাতয়ামি ন সংশয়ঃ ॥৬॥

ভৈরব বলিলেন, যদি কাল বৃথা যাপন করিয়া তোমরা নির্ভয়ে হইয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে সবংশে নাশ করিব ॥ ৬ ॥

অথাপরাজিতঃ প্রাহ ভূতবৃন্দসমন্বিতঃ। মুদ্রামন্ত্রাভিধানেন সুসিদ্ধিং ক্রোধজাপিনে। যদি নাহং প্রযচ্ছামি ভবামি কুলনাশকঃ। দারয়িষ্যথ মাং মূর্দ্ধি নরকে পাতয়িষ্যথ ॥ ৭ ॥

অনন্তর ভূতগণে পরিবৃত হইয়া ভূতনাথ অপরাজিত বলিলেন,—ক্রোধভৈরবের উপাসককে মুদ্রামন্ত্রাদিদ্বারা যদি আমি সুসিদ্ধি প্রদান না করি, তাহা হইলে আমি কুলনাশক হইব এবং আপনি আমার মস্তক বিদীর্ণ করিবেন ও নরকে পাতিত করিবেন ॥ ৭ ॥

অথ মুদ্রাবিধিং বক্ষ্যে ভূতিনীমন্ত্রসাধনং। বামমুষ্টিং দৃঢ়ং বদ্ধা মধ্যমাস্তু প্রসারয়েৎ। আবাহ্ পূজনী মুদ্রা উত্তমাঙ্গুলিসাধিনী ॥ ৮ ॥

অনন্তর ভূতিনীমন্ত্র সাধনার্থ মুদ্রাবিধি বলিতেছি। বাম হস্তে দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলি প্রসারিত করিবে। ইহার নাম পূজনীমুদ্রা। এই মুদ্রায় অঙ্গুলির উত্তমতা হয় ॥ ৮ ॥

অন্যোঽন্যমুষ্টিসংযুক্তা তর্জ্জনীস্তু প্রসারয়েৎ।
সিদ্ধ্যতে তৎক্ষণাদেব ভূতিনী সত্যপালিনী ॥ ৯ ॥

উভয় হস্তের মুষ্টি পরস্পর সংযুক্ত করিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি প্রসারিত করিবে। এই মুদ্রায় তৎক্ষণাৎ ভূতিনী সিদ্ধি হয় ॥ ৯ ॥

বামহস্তে দৃঢ়াং মুষ্টিং কনিষ্ঠাস্তু প্রসারয়েৎ।
ভূতিন্যাকর্ষিণী মুদ্রা সান্নিধ্যাকর্ষিণী স্মৃতা ॥ ১০ ॥

বামহস্তে দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারিত করিবে, ইহার নাম আকর্ষণীমুদ্রা এই মুদ্রায় দেবতার সন্নিধান হয় ॥ ১০ ॥

প্রসার্য্য বামহস্তস্থ তর্জ্জনীং কুটিলাকৃতিং।
জ্যেষ্ঠয়াঙ্গুলিনাবদ্ধা ভূতিনীবশকারিণী ॥ ১১ ॥

বামহস্তের সমস্ত অঙ্গুলি প্রসারিত করিবে কেবল কনিষ্ঠাঙ্গুলি কুণ্ডলাকৃতি করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিবে, এই মুদ্রায় ভূতিনী বশীভূতা হয় ॥ ১১ ॥

বামমুষ্টিং দৃঢ়াং কৃত্বা নামিকাস্তু প্রসারয়েৎ।
ভূতিন্যাকর্ষিণীমুদ্রা সর্ববিঘ্নবিঘাতিনী ॥ ১২ ॥

বামহস্তে দৃঢ়মুষ্টি বন্ধন করিয়া অনামিকাঙ্গুলি প্রসারিত করিবে। এই ভূতিনী আকর্ষণীমুদ্রা সর্ব্ব বিঘ্ন নিবারণ করে ॥ ১২ ॥

বামহস্তে দৃঢ়াং মুষ্টিং জ্যেষ্ঠাঙ্গুলীং প্রসারয়েৎ।
সম্মুখীকরণমুদ্রেয়ং সর্ব্বদুষ্টভয়ঙ্করী ॥ ১৩ ॥

বামহস্তে দৃঢ়রূপ মুষ্টিবন্ধন করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রসারিত করিবে। এই সম্মুখীকরণ মুদ্রা সর্ব্ব দুষ্টের ভয় উৎপাদন করেন ॥ ১৩ ॥

বামহস্তে দৃঢ়াং মুষ্টিং কনিষ্ঠাস্তু প্রসারয়েৎ।
ভূতিনী সময়োমুদ্রা শীঘ্রানয়নকারিণী ॥ ১৪ ॥

বামহস্তে দৃঢ়রূপে মুষ্টিবন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারিত করিবে। ইহার নাম ভূতিনী মুদ্রা, এই মুদ্রা প্রদর্শনে দেবতা শীঘ্র আগমন করে ॥ ১৪ ॥

যদি শীঘ্রং ন চায়াতি ম্রিয়তে শুষ্যতি ধ্রুবং। চক্ষুঃ স্ফুটতি ভূতিন্যাঃ শিরঃ স্ফুটাত নিশ্চিতং। তথাপি যদি নায়াতি ভূতিনীকালমাক্রমেৎ। ক্রোধেনানেন চাকৃষ্য জপেদষ্টসহস্রকং ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত মুদ্রা সকল করিলেও যদি ভূতিনী আগমন না করেন, তবে নিশ্চয় ভূতিনীর চক্ষু ও শির স্ফুটিত হয়। তথাপিও আগমন না করিয়া যদি কাল অতিক্রম করে, তবে ক্রোধমন্ত্রে আকর্ষণ করিয়া অষ্টাধিক সহস্রবা মন্ত্র জপকরিবে ॥ ১৫ ॥

আদিবীজং দ্বিধাচাস্ত্রং কূর্চ্চং লজ্জা মতঃ পরং। অমুক ভূতিনী কূর্চ্চাস্ত্র-দ্বিঠসংপুটিতো মনুঃ। অক্ষি মূর্দ্ধ্ন স্ফুটত্যেব যদি নায়াতি সত্বরং। শুষ্যতে ম্রিয়তে বাপি নরকে পততি ধ্রুবং ॥ ১৬ ॥

ক্রোধমন্ত্রো যথা।—ওঁ ফট্ ফট্ হুঁ হ্রীঁ অমুকভূতিনী হুঁ ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্র জপ করিলেও যদি শীঘ্র আগমন না করে, তবে চক্ষু ও মস্তক স্ফুটিত হয়, শরীর শুষ্ক হয়, প্রাণ-বিয়োগ হয় ও নরকে গতি হয় ॥ ১৬ ॥

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ভূতিনীসিদ্ধিসাধনং। নদীসঙ্গমমাসাদ্য মণ্ডলং চন্দনাত্মকং ॥ কৃত্বা পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য গুগ্‌গুলুনা প্রধূপয়েৎ। জপেদষ্ট-সহস্রন্তু সিদ্ধা স্যাৎ কুলসুন্দরী ॥ ১৭ ॥

অনন্তর ভূতিনীসিদ্ধি প্রকরণ বলিব। কোন নদীসঙ্গমস্থলে গমন করিয়া রক্তচন্দনদ্বারা মণ্ডল করিবে এবং গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া গুগ্‌গুলুদ্বারা ধূপ দিবে। তৎপরে অষ্টসহস্র জপ করিলে কুলসুন্দরী সিদ্ধা হইবে। মন্ত্র পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

ততঃ ক্রোধমনুং স্মৃত্বা সহস্রং প্রজপেন্নিশি। আয়াতি নিশ্চিতং দদ্যাদর্ঘ্যং জাম্বূদকেন চ। ততঃ কাময়িতব্যা সা ভার্য্যা ভবতি নিশ্চিতং। ত্যক্ত্বা স্বর্ণপলং যাতি প্রভাতে চ দিনে দিনে। মাসাভ্যন্তর এবন্তু সিধ্যতে কুলসুন্দরী ॥ ১৮ ॥

তৎপরে ক্রোধমন্ত্র স্মরণকরিয়া রাত্রিতে সহস্রবার জপকরিবে। এইরূপ করিলে কুলসুন্দরী নিশ্চয় আগমন করিবে, তদনন্তর জাতীফলোদক দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইহাতে কুল-সুন্দরী তুষ্টা হইয়া নিশ্চয় ভর্য্যা হন। সমস্ত রাত্রি ভার্য্যারূপে সাধকের নিকট থাকিয়া প্রভাতকালে এক পল (৮ তোলা) স্বর্ণ প্রদানকরিয়া গমনকরেন। এই প্রকারে একমাস ব্যবহার করিলেই কুলসুন্দরী সিদ্ধা হয় ॥ ১৮ ॥

নীচগাসঙ্গমং গত্বা চন্দনেন চ মণ্ডলং। দধিভক্তিং নিবেদ্যাথ জপেদষ্ট-সহস্রকং। যাবৎ সপ্তদিনান্তেন আয়াতি দিবসেঽষ্টমে। চন্দনেন নিবেদ্যার্ঘং বদেত্তুষ্টা বরং বৃণু। সাধকেন তু বক্তব্যং রাজ্যং মে দেহি সুন্দরী। রাজ্যং দদাতি সা নিত্যং বস্ত্রালঙ্কারভোজনং। স্বয়ং যচ্ছতি দেবীয়ং তুষ্টা বিজয়সুন্দরী ॥ ১৯ ॥

কোন নদীর সঙ্গমস্থলে গমন করিয়া চন্দনদ্বারা মণ্ডল করিবে এবং দধি ও অন্নদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অষ্টাধিক সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে সপ্তদিবস অর্চ্চনা ও জপ করিলে অষ্টম-দিবসে দেবী আগমন করিবেন। তখন চন্দনদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিলে দেবী তুষ্টা হইয়া বর গ্রহণ করিতে বলিবেন। সাধক সেই সময়ে বলিবে, হে দেবি! আমাকে রাজ্য প্রদান করুন, দেবী তৎক্ষণৎ রাজ্যপ্রদান করেন এবং প্রতিদিন বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিতে থাকেন, বিজয়সুন্দরী সিদ্ধা হইলে স্বয়ং রাজ্যাদি প্রদান করেন ॥ ১৯ ॥

বজ্রপাণিগৃহং প্রাপ্য শুভ্রচন্দনমণ্ডলে। হয়মারপ্রসূনৈশ্চ সংপূজ্য ধূপয়েত্ততঃ। গুগ্‌গুলুনা জপেদষ্টসহস্র সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। সহস্রং হি জপেদ্রাত্রৌ পুনরাগচ্ছতি ধ্রুবম্। দত্বা পুষ্পাণি বক্তব্যং স্বাগতং হৃষ্ট-মানসঃ। তুষ্টা ভবতি সা ভার্য্যা দিব্যাম্বর রসায়নম্। ধনং দদাতি শত্রুণাং করোতি নিধনং ধ্রুবম্। ত্রিদিবং পৃষ্ঠমারোপ্য নয়তীষ্টং প্রযচ্ছতি। দশবর্ষসহস্রাণি সুন্দরী প্রীতি সাধকং ॥ ২০ ॥

কোন শিবমন্দিরে গমন করিয়া শ্বেতচন্দনকৃতমণ্ডলে অশ্বত্থপুষ্পদ্বারা পূজাকরিয়া গুগ্‌গুলু-

দ্বারা ধূপ দিবে এবং অষ্টোত্তর সহস্র মন্ত্র জপকরিয়া দেবীকে সিদ্ধিকরিবে। পুনর্ব্বার রাত্রিতে সহস্রবার জপ করিলে দেবী আগমন করিবেন, সেই সময় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া হৃষ্টমনে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিবে। এইরূপ করিলে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া তাহার ভার্য্যা হনএবং দিব্য বস্ত্র ও ধনাদি দানকরেন ও শত্রু বিনাশ করেন। সাধককে স্বর্গপুরে লইয়া গিয়া অভীষ্ট বস্তু অর্পণকরেন। সুন্দরী দেবী এইরূপে দশসহস্রবর্ষপর্য্যন্ত প্রসন্না থাকেন॥ ২০॥

গত্বা নদীতটং কৃত্বা মণ্ডলং গন্ধবারিণা। গন্ধেন সিতপুষ্পেন অর্ঘ্যং গুগ্‌গুলুনা পুনঃ। ধূপয়িত্বা জপেদষ্টসহস্রং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। সহস্রং হি পুনারাত্রৌ জপেদাগচ্ছতি ধ্রুবম। দত্ত্বা পুষ্পোদকেনার্ঘ্যং বক্তব্যা ভগিনী ভব। ভূত্বা তু ভগিনী নিত্য মিষ্টদ্রব্যাণি যচ্ছতি। রসং রসায়নংকাম্যং স্বয়ং যচ্ছতি সুন্দরী॥ ২১॥

নদীতীরে গমন করিয়া গন্ধোদকদ্বারা মণ্ডল করিয়া তাহাতে শ্বেতপুষ্প ও গন্ধদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে এবং গুগ্‌গুলু দ্বারা ধূপ দিয়া অষ্টসহস্র জপকরিবে, এইরূপ করিলে সুন্দরী সিদ্ধি হন। পুনর্ব্বার রাত্রিতে সহস্র জপ করিলেই সুন্দরী দেবী আগমন করেন, তৎকালে পুষ্পোদকদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া বলিবে দেবি! তুমি আমার ভগিনী হও, দেবী তৎক্ষনাৎ ভগিনীর ন্যায় হইয়া বিবিধ দ্রব্য প্রদান করিতে থাকেন। নানাপ্রকার রস ও অভিলষিত বস্তু দেবী স্বয়ং অর্পণ করেন॥ ২১॥

শূন্যং দেবালয়ং গত্বা বলিং দত্ত্বা যথোচিতম্। জপেদষ্ট সহস্রন্তু সিদ্ধা গচ্ছতি সন্নিধিং। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা রাজ্যং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্। স্বর্গং নয়তি সা তুষ্টা পৃষ্ঠমারোপ্য দুর্ল্লভম্। রাজকন্যাং সমাদায় নিযচ্ছতি দিনে দিনে। দীনারার্ণাঃ সহস্রন্তু প্রদদাতি মনোহরা। পঞ্চ বর্ষসহস্রানি ভুক্ত্বা ভোগং মহীতলে। মৃতে রাজকুলে জন্ম পুনর্ভবতি নিশ্চিতং॥ ২২॥

নির্জন দেবালয়ে গমন করিয়া যথাযোগ্য বলি প্রদান ও পূজা করিয়া অষ্টাধিক সহস্র জপ করিলে সুন্দরী সিদ্ধা হইয়া নিকটে আগমন করেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া রাজ্য ও বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিয়া স্বীয় পৃষ্ঠে করিয়া সাধককে স্বর্গে লইয়া যান এবং প্রতিদিন শত শত রাজকন্যা আনিয়া দেন। প্রতিদিন এক একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। সাধক এইরূপে পৃথিবীতে পঞ্চসহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকার ভোগ করিয়া মরণান্তর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে॥ ২২॥

নীচগাসঙ্গমং প্রাপ্য মণ্ডলং পরিকল্পয়েৎ। দত্ত্বামিষোপহারঞ্চ করবীর প্রসূনকং। ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। সিদ্ধা ভবতি কামিন্যাং পুনঃ পূজাং সমাচরেৎ। প্রজ্বাল্য ঘৃতদীপঞ্চ সহস্রং প্রজপেন্মনুং। নূপুরস্য তু শব্দেন দেবী ভূষণসুন্দরী। সহস্রার্দ্ধপরিবারৈর্যুক্তা গচ্ছতি সন্নিধিং। কামিতা তুষ্টিভাবেন ভার্য্যা ভবতি নান্যথা ভার্য্যাত্বেচ পরিহারে অরিনাশো ভবেদ্ ধ্রুবং। প্রত্যহং পৃষ্ঠমারোপ্য সূর্য্যলোকং নয়ত্যপি। পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ভুক্ত্বা ভোগমনুত্তমং। মৃতে রাজকুলে জন্ম ভবতিতী ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

কোন নদীসঙ্গমস্থলে গমন করিয়া মণ্ডল নির্ম্মাণপূর্ব্বক মাংসোপহারে ও করবীর পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। পরে গুগ্‌গুলু দ্বারা ধূপ প্রদান করিয়া অষ্টাধিক সহস্র মন্ত্র জপ করিলে দেবী ভূষণসুন্দরী সিদ্ধা হইবেন। এই রূপে মন্ত্র সিদ্ধি হইলে পুনর্ব্বার রাত্রিতে বিবিধ উপহার দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। এবং ঘৃত প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া সহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে দেবী ভূষণসুন্দরী সহস্রার্দ্ধ পরিবার সমভিব্যাহারে নূপুরধ্বনি করিয়া নিকটে উপস্থিত হন। তুষ্টিভাবে কামনাপুর্ণ করিলে তৎক্ষণাৎ সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন। এবং প্রতিদিন পৃষ্ঠে করিয়া সূর্য্যলোকে লইয়া যান। এইরূপে পঞ্চসহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকার ভোগ করিয়া মরণান্তর ভূপতিকুলে জন্মগ্রহণ করে ॥ ২৩ ॥

কুঙ্কুমেন বিধায়াৎ মণ্ডলং নীচগাতটে। ধূপঞ্চাত্রাহগুরুং দত্ত্বা বলিং দদ্যাদ্ যথোচিতম্। জপেদষ্টসহস্রন্তু পুনারাত্রা বতস্রিতঃ। প্রাগ্বৎ পূজাং বিধায়াথ সহস্রং প্রজপেন্মনুং। আগতা চেত্ততো দদ্যাদর্ঘং চন্দনবারিণা। হৃষ্টা ক্রতে বরং ক্রমিস্বয়ং ধবলসুন্দরী। সাধকেন তু বক্তব্যং মাতৃবৎ পরিপালয়। সহস্রার্দ্ধপরিবারং বস্ত্রালঙ্কারভোজনৈঃ। নিত্যং তোষয়তে দেবী বাঞ্ছিতার্থং প্রযচ্ছতি। দশবর্ষসহস্রাণি ভোগ্যং ভুক্ত্বা মৃতোভবেৎ। পুনর্ব্বিপ্রকুলে জন্ম ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

কোন নদীতীরে বসিয়া কুঙ্কুমদ্বারা মণ্ডল করিবে। তৎপরে অগুরুদ্বারা ধূপ ও যথাবিধি বলি প্রদান করিয়া অষ্টাধিকসহস্র মন্ত্র জপ করিলে, পুনর্ব্বার রজনীযোগে পূর্ব্ববৎ পূজা ও বলি প্রদান করিয়া সহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে। দেবী আগমন করিলে চন্দনবারিদ্বারা অর্ঘ্য দিবে এইরূপে দেবী ধবলসুন্দরী তুষ্টা হইয়া স্বয়ং বরগ্রহণ করিতে আদেশ করেন। তখন সাধক

বলিবেন, হে দেবি! আমাকে মাতৃবৎ প্রতিপালন করুন। এইরূপে সিদ্ধা হইলে সহস্রার্দ্ধ পরিবারের সহিত সাধককে প্রত্যহ বস্ত্র অলঙ্কার, ভোজনদ্রব্য ও অভিলষিত অর্থ প্রদানে সন্তুষ্ট করেন। এইরূপে দশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকারে ভোগ করিয়া মরণান্তর বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করে॥ ২৪॥

নীচগাসঙ্গমং গত্বা কৃত্বা পূজামনুত্তমাং। প্রজ্বাল্য ঘৃতদীপঞ্চ বলিং দত্ত্বা প্রযত্নতঃ। প্রজপেৎ সকলাং রাত্রিং একচিত্তো ভয়োজ্‌ঝিতঃ। ততো হৰ্দ্ধরাত্রসময়ে সমাগচ্ছতি সন্নিধিং। কর্ত্তব্যং কিং ময়া ধীর বদ ত্বং নিজ-বাঞ্ছিতম্। সাধকেন চ বক্তব্যং রাজ্যং মে দেহি সুন্দরি। রাজ্যং যচ্ছতি সা তুষ্টা দানারাণাং সহস্রকম্। দিনে দিনেপি বা লক্ষং দদাতি ম্রিয়তে যাদ। সার্ব্বভৌমকুলে জন্ম বজ্রপাণিপ্রসাদতঃ। এতা অষ্টৌ মহাভূতরাজ্ঞোঽভীষ্টফলপ্রদাঃ। ক্রোধাধিপভয়াৎ সিদ্ধিং প্রয়চ্ছন্তি কলৌ যুগে॥ ২৫॥

নদীসঙ্গমস্থলে বসিয়া উত্তমরূপে পূজা করিবে। পরে ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া যত্নসহকারে সমস্ত রাত্রি নির্ভয়চিত্তে জপ করিবে। এইরূপে জপ করিলে রাত্রিশেষে দেবী আগমন করিয়া সাধককে জিজ্ঞাসা করেন যে তোমার কি অভীষ্ট কার্য্য করিতে হইবে বল। তখন সাধক বলিবে, হে সুন্দরি! আমাকে রাজ্যপ্রদান করুন। দেবী সন্তুষ্টা হইয়া রাজ্য ও সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন। এইরূপে দিন দিন লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে থাকেন। ইহাতে সাধক বজ্রপাণি ক্রোধভৈরবের অনুগ্রহে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্ব কথিত অষ্টপ্রকার মহাভূত কলিযুগে ক্রোধভৈরবের ভয়ে সাধককে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন॥ ২৫॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্রে সুন্দরীসাধনং তৃতীয়ঃ পটলঃ॥

—:০:—

উন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ সুরাসুরভয়প্রদ।
শ্মশানবাসিনীং ব্রূহি যদি তুষ্টোঽসি ভৈরব ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী বলিতেছেন, হে দেবদেবেশ্বর! তুমি সুরাসুর সকলের ভয়প্রদান কর, এইক্ষণ যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে শ্মশানবসিনীর মন্ত্রাদি আমার নিকট বল ॥ ১ ॥

ভৈরব উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি পিতৃভূবাসিনীমনুং।
দীনানামুপকারায় নত্বাগ্রে ক্রোধভূপতিং ॥ ২ ॥

ভৈরব বলিতেছেন, আমি ক্রোধভূপতিকে নমস্কার করিয়া দীন ব্যক্তিদিগের উপকারার্থ শ্মশানবাসিনীর মন্ত্র বলিতেছি ॥ ॥

বিষং প্রাথমিকং কালবীজং দ্বিগুণমীরিতং। প্রালেয়মথভূতেশবীজং কটুদ্বয়ং পুনঃ। ততঃ সর্ব্বভূতিনীনাং পদং ভগবতঃ পদং। বজ্রধরস্য সময় মনুপালয় সংলখেৎ। হনবধাক্রমণদং সমুদ্ধৃত্য দ্বয়ং দ্বয়ং। ভোভো রাত্রাবিতিপদাৎ শ্মশানবাসিনীপদম্। আগচ্ছ শীঘ্রং কুর্চ্চাস্ত্রং ভূতিন্যাহ্ব নরুম্মনুঃ ॥ ৩ ॥

ওঁ হ্রীঁ হুঁ হুঁ ওঁ হ্রীঁ কটু কটু সর্ব্বভূতিনীনাং ভগবতো বজ্রধরস্য সময় মনুপালয় হন হন বধ বধ আক্রম আক্রম ভো ভো রাত্রৌ শ্মশানবাসিনী আগচ্ছ শীঘ্রং হুঁ ফট, এই মন্ত্র ভূতিনীর আবাহন কারক ॥ ৩ ॥

তারং জ্বলযুগং পশ্চাদ্‌বিধূনৈব চলদ্বয়ম্। চালয়প্রবিশৌ প্রাগ্বজ্জ্বল-তিষ্ঠ দ্বয়ং দ্বয়ং ॥ সময়মনুপালয় পদং ভোভো রাত্রাবুদারয়েৎ শ্মশান-

বাসিনী কালদ্বয়াদন্ত্রদ্বয়ং দ্বিঠঃ। অসৌ শ্মশানবাসিন্যা মন্ত্রঃ সময়সংজ্ঞকঃ। শ্মশানবাসিনীমন্ত্রমতো বক্ষ্যে যথাক্রমং ॥ ৪ ॥

ওঁ জল জল বিধুন চল চল চালয় চালয় প্রবিশ প্রবিশ জল জল তিষ্ঠ তিষ্ঠ সময় মনুপালয় ভো ভো রাত্রৌ শ্মশানবাসিনী হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ স্বাহা, এই শ্মশানবাসিনীর সময়সংজ্ঞক মন্ত্র কথিত হইল॥ ৪ ॥

পঞ্চরশ্মিং সমুদ্ধৃত্য চলদ্বয় পঠদ্বয়ং। মহাপদমতো লেখ্যং ভূতিনীং সাধয়েতি চ। কুলে প্রিয়ে স্ফুরযুগং তদ্বদ্বিস্থুর কটুচ। ততঃ প্রতি-হতপদং জয়বিজয় যুগ্মকং। তর্জ্জযুগ্মং কালযুগ্মং ফট্যুগ্মঞ্চ প্রথদ্বয়ং। বিষমাগ্ন প্রিয়াস্তেয়ং প্রোক্তা দংষ্ট্রাকরালিনী ॥৫॥

ওঁ চল চল পঠ পঠ মহাভূতিনীং সাধয় কুলে প্রিয়ে স্ফুর স্ফুর বিস্থুর বিস্থুর কটু কটু প্রতিহত জয় জয় বিজয় বিজয় তর্জ্জ তর্জ্জ হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ প্রথ প্রথ ওঁ স্বাহা। এই মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ॥ ৫ ॥

প্রালেয়ং প্রথমং গৃহ্য ততো ঘোরমুখীপদং। শ্মশানবাসিনীশব্দাৎ সাধকানুপদাত্ততঃ। কুলেঽপ্রতিতপদং সিদ্ধিদায়ক ইত্যপি। অনাদি-স্থিতিত্রিতয়ং নতিস্বলনবল্লভা। ইদং ঘোরমুখীমন্ত্র মুক্তমিষ্টার্থসাধকম্ ॥৬॥

ওঁ ঘোরমুখি শ্মশানবাসিনী সাধকানুকুলেঽপ্রভৃতিহতসিদ্ধিকায়িকে ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ নমঃ স্বাহা। এই মন্ত্র সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদান করে এবং ঘোরমুখি মন্ত্রে ইষ্টার্থ সাধন হয় ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মসূত্রং সমুদ্ধৃত্য তদন্তে তর্জ্জনীমুখী। বিষদ্বয়ং সমাভাষ্য ততো বিশ্বাচতাচিতে। সর্ব্বশক্রপদাদগৃহ্য ভয়ঙ্করিপদন্ততঃ। হনদ্বয় দহযুগং পচমারয় দ্বয়ং দ্বয়ং। ততো মমাকারপদং গৃহ্য মৃত্যুক্ষয়ঙ্করী। সর্ব্বনাগ-পদাদ্যক্ষভক্ষ অট্টহাসিনি। সর্ব্বভূতেশ্বরী কূর্চ্চহতাদ্বিষ শিখিপ্রিয়া ॥৭॥

ওঁ তর্জ্জনীমুখি ওঁ ওঁ বিশ্বচিতাচিতে সর্ব্বশত্রুভয়ঙ্করি হন হন দহ দহ পচ পচ মারয় মারয় মমাকারস্থ মৃত্যুক্ষয়ঙ্করি সর্ব্বনাগ যক্ষ ভক্ষ অট্টহাসিনী সর্ব্বভূতেশ্বরি হুঁ হত ওঁ স্বাহা ॥ ৭ ॥

বেদাদিতোহগ্নেশ্চ প্রিয়ান্তা তর্জ্জনীমুখী। অনাদিবীজমাভাষ্য ততঃ কমললোচনি। মনুষ্যবৎসলে সর্ব্বপদাদ্দুঃখবিনাশিনি! সাধকানুপদাৎ কূলে প্রিয়ে জয় পদদ্বয়ং। দ্বেগৃহ্য চ কালবীজ মন্ত্রং গৃহ্য পদং নতিঃ। বহ্নিপ্রিয়ান্তযুক্তেয়ং দেবী কমললোচনী ॥ ৮ ॥

ওঁ কমললোচনি মনুষ্যবৎসলে সর্ব্বদুঃখবিনাশিনি সাধকানুকুলে প্রিয়ে জয় জয় হুঁ হুঁ ফট্ নমঃ স্বাহা। এই কমললোচনী মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক ॥ ৮ ॥

বিষাদ্যা বিকটমুখি ততোদংষ্ট্রা করালিনি। জ্বলদ্বয়পদাদগৃহ্য সর্ব্বযক্ষভয়ঙ্করি। ধীরধীরপদং গৃহ্য গচ্ছগচ্ছ পদং ততঃ। ভোভোঃ সাধকপদং কিমাজ্ঞাপয়সীত্যপি। শিবোক্তাচেরিতা দেবি বিকটাস্যেষ্টসিদ্ধিদা। ॥ ৯ ॥

ওঁ বিকটমুখি দংষ্ট্রাকরালিনি জ্বল জ্বল সর্ব্বযক্ষভয়ঙ্করি ধীর ধীর গচ্ছ গচ্ছ ভোভোঃ সাধক কিমাজ্ঞাপয়সি হুঁ। এই বিকটা মন্ত্র ইষ্টসিদ্ধি প্রদান করে॥ ৯ ॥

বিষং ধ্রুবিপদং কর্ণপিশাচিনি ততঃপরং। কটুদ্বয়ং ধূনযুগং মহাসুরপদং ততঃ। পূজিতে ভিন্দযুগলং মহাকর্ণপিশাচিনি। ভোভোঃ সাধকেতি পদং কিং করোম্যুদ্ধরেত্ততঃ। লজ্জাবীজং বিসর্গান্তং কালাদস্ত্রযুগং লিখেৎ। বহ্নিপ্রিয়ান্তমিত্যুক্তমুদ্ধরেন্মনুবিগ্রহং ॥ ১০ ॥

ওঁ ধ্রুবি কর্ণপিশাচিনি কটু কটু ধূন ধূন মহাসুরপূজিতে ভিন্দ ভিন্দ মহাকর্ণপিশাচিনি ভোভোঃ সাধক কিঙ্করোমি হ্রীঁ অঃ হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ স্বাহা। এই কর্ণপিশাচিনী মন্ত্র সর্ব্বজ্ঞানপ্রদ ॥ ১০ ॥

বিষং ধ্রুবিপদং লেখ্যং সরুকটুদ্বয়ং দ্বয়ং। স্তম্ভয়দ্বয়মাভাষ্য চালয়দ্বয়মীরয়েৎ। মোহয়দ্বয়তো বিদ্যুৎকরালী পদমুদ্ধরেৎ। অতিভূত চরস্যাগ্রে বিলিখেৎ সিদ্ধিদায়িকে॥ হুঁ ফেঁ ভয়ঙ্করী বীজমস্ত্রাগ্নিদয়িতান্বিতম্। ইতিবিদ্যুৎকরাল্যুক্তা বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী ॥ ১১ ॥

ওঁ ধ্রুবি সরু সরু কটু কটু স্তম্ভয় স্তম্ভয় চালয় চালয় মোহয় মোহয় বিদ্যুৎকরালিনি অতিভূতচরস্য সিদ্ধিদায়িকে হুঁ ফেঁ ভয়ঙ্করী ফট্ স্বাহা। এই বিদ্যুৎকরালী মন্ত্র বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করে॥ ১১ ॥

বিষং সৌম্যমুখীং গৃহ্যাকর্ষয়দ্বয়মুদ্ধরেৎ। ততঃ সর্ব্বভূতিনীনাং জয়দ্বয়মুদীরয়েৎ। ভোভোস্ততঃ সাধকেতি পদং তিষ্ঠদ্বয়ং ততঃ। সময়মন্বিতি-পদং পালয়েতি পদং ততঃ। সাধু সাধু ততোভোভোঃ কিমাজ্ঞাপয়-সিদ্বয়ং। কিলিদ্বয়াগ্নিজায়ান্তঃ প্রোক্তঃ সৌম্যমুখীমনুঃ ॥১২॥

ওঁ সৌম্যমুখি আকর্ষয় আকর্ষয় সর্ব্বভূতিনীনাং জয় জয় ভোঃ ভোঃ সাধক তিষ্ঠ তিষ্ঠ সময়মনুপালয় সাধু সাধু ভোভোঃ কিমাজ্ঞাপয়সি কিলি কিলি স্বাহা। এই সৌম্যমুখীমন্ত্র সাধকের সিদ্ধি প্রদান করে॥ ১২॥

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি পিতৃভূমিনিবাসিনীং।
কর্ণপৈশাচিকীং মুদ্রাং যয়া সিদ্ধিরনুত্তমা॥ ১৩॥

অনন্তর শ্মশানবাসিনী কর্ণপিশাচী দেবীর মুদ্রা বলিতেছি, এই মুদ্রা দ্বারা সাধকের সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয়॥ ১৩॥

কৃত্বান্যোন্যন্ততোমুষ্টিং কনিষ্ঠে বেষ্টয়েদ্ধুভে। ততঃ প্রসার্য্য তর্জ্জন্যৌ বক্ত্রদেশে নিয়োজয়েৎ। দংষ্ট্রাকরালিনী মুদ্রা কথিতা সা মহাপ্রভা॥ ১৪॥

উভয় হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিবে, তৎপর তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া মুখে সংযুক্ত করিবে, ইহার নাম দংষ্ট্রাকরালিনী মুদ্রা এই মুদ্রা সর্ব্ব কার্য্য সাধন করে॥ ১৪॥

কৃত্বা বামকরে মুষ্টিং মধ্যমান্তু প্রসারয়েৎ।
তর্জ্জন্যৌ বা প্রসার্য্যোভে মুদ্রাঘোরমুখীমতা॥ ১৫॥

বাম হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া মধ্যমা ও তর্জনী প্রসারিত করিবে, ইহার নাম ঘোরমুখী মুদ্রা॥ ১৫॥

বদ্ধান্যোন্যং ততোমুষ্টিং কনিষ্ঠে দ্বেচ বেষ্টয়েৎ। ততঃ প্রসার্য্য

তর্জ্জন্যৌ বক্ষ্যদেশে নিবেশয়েৎ। কথিতাতর্জ্জনী মুদ্রা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী ॥ ১৬ ॥

উভয় হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া পরস্পর কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় বেষ্টন করিবে এবং তর্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া বক্ষ্যদেশে সংযুক্ত করিবে। ইহার নাম তর্জনীমুদ্রা এই মুদ্রা সাধকের সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে॥ ১৬॥

অস্যা এবচ মুদ্রায়া ভগ্না কার্য্যাতু মধ্যমা।
প্রসার্য্যানামিকা মুদ্রা প্রোক্তা কমললোচনী ॥ ১৭ ॥

তর্জনীমুদ্রাতে কেবল মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় বক্র রাখিয়া অনামিকাদ্বয় প্রসারিত করিলে কমল-লোচনী মুদ্রা হয়॥ ১৭॥

অস্যা এবতু মুদ্রায়াঃ প্রবেশ্যানামিকাপুনঃ।
কনিষ্টাস্তু প্রসার্য্যাসৌ বিকটাস্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৮ ॥

কমললোচনী মুদ্রাতে অনামিকাদ্বয় মুষ্টিমধ্যে প্রবেশিত করিয়া কনিষ্ঠাদ্বয় প্রসারিত করিবে ইহার নাম বিকটাস্যামুদ্রা॥ ১৮॥

দক্ষপাণিকৃতা মুষ্টি স্তর্জ্জনীন্তু প্রসারয়েৎ।
খ্যাতৈষারুন্ধতী মুদ্রা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনী ॥১৯ ॥

দক্ষিণ হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া তর্জনী অঙ্গুলী প্রসারিত করিবে, ইহার নাম অরুন্ধতীমুদ্রা, এই মুদ্রায় সাধকের অভীষ্ট সাধন হয়॥ ১৯॥

অস্যা এব তু মুদ্রায়াস্তর্জ্জন্যাকৃষ্য মধ্যমাং।
প্রসার্য্য দর্শয়েদেষা মুদ্রাবিদ্যুৎকরালিনী ॥২০॥

অরুন্ধতী মুদ্রায় তর্জনীদ্বারা মধ্যমাকে আকর্ষণ করিয়া প্রসারিত করিলে বিদ্যুৎ-করালিনী মুদ্রা হয়॥ ২০॥

দক্ষমুষ্টিং বিধায়াথ কনিষ্ঠান্তু প্রসারয়েৎ।
প্রোক্তা সৌম্যমুখী মুদ্রা বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদা ॥২১॥

দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারিত করিবে, ইহার নাম সৌম্যমুখী মুদ্রা,এই মুদ্রা সাধকের বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করে॥ ২১ ॥

অথাসাং সাধনং বক্ষ্যে দরিদ্রাণাং হিতায় চ।
কুর্ব্বিরে চেটিকাকর্ম্ম দেব্যোঽমূঃ সাধকস্য চ ॥২২॥

পূর্ব্বে যে সকল দেবতার মন্ত্র বলা হইয়াছে এইক্ষণ তাঁহাদের সাধন-বিধান বলিতেছি, এইরূপ সাধন করিলে দেবীগণ সাধকের দাসত্ব স্বীকার করেন॥ ২২ ॥

গত্বা শ্মশানং প্রজপেন্মনুমষ্টসহস্রকং। সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং পূর্ব্বমেষা পুরস্ক্রিয়া। পিতৃভূমৌ সমাস্থায় দধিক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতং হুনেদষ্টসহস্রন্তু খাদিরং সমিধং সুধীঃ। সিদ্ধে হোমে সমাগত্য পিতৃভূবাসিনী বদেৎ। কিংকরোমি বদ ত্বং মে সন্তুষ্টা সাধকং প্রতি। সাধকেনাপি বক্তব্যং কিঙ্করী চেটিকা ভব। যচ্ছতীহ দীনারঞ্চ ক্ষেত্রকর্ম্ম করোতি চ। মৎস্যমাংসং বলিং ক্ষেত্রবাটিকায়াং প্রদাপয়েৎ। যত্রৈকবিংশরাত্রিশ্চ চেটীকর্ম্ম করোতি চ॥ ২৩ ॥

শ্মশানে গমন করিয়া তত্তদ্দেবতার মন্ত্র অষ্ট সহস্র জপ করিবে। সকল প্রকার মন্ত্র সিদ্ধিতেই প্রথমত এইরূপ জপ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে ঐ স্থানে থাকিয়াই দধি, ঘৃত ও মধুর সহিত খদির কাষ্ঠদ্বারা অষ্টসহস্র হোম করিবে। এইরূপে জপ ও হোম সমাপন হইলে শ্মশানবাসিনী দেবী সাধকের সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া সাধককে বলেন, আমি তোমার কি কার্য্য করিব? তাহা বল, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তখন সাধক বলিবে, তুমি আমার দাসী হইয়া থাক। এই প্রকারে সিদ্ধি হইলে দেবী সাধককে সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া তাহার ক্ষেত্র কর্ম্ম করিতে থাকেন। তৎপর সাধক ক্ষেত্রবাটীতে মৎস্য মাংসদ্বারা বলিপ্রদান করিবে। এইরূপে এক :বিংশতি দিবস পর্য্যন্ত সাধন করিলে ঐ দেবী গুপ্তভাবে সাধকের ক্ষেত্রকর্ম্ম করিয়া থাকেন॥ ২৩ ॥

অথবা প্রজপেদ্রাত্রৌ শ্মশানেঽষ্টসহস্রকং। দশমদিক্‌সহায়াঢ্যা ভূতিন্যায়াতি বক্তি চ। কিংকরোমীতি তচ্ছ্রুত্বা সাধকোভাষতে পুনঃ। কিঙ্করী ভব দাসী ত্বং গৃহকর্ম্ম কুরুষ্ব মে ॥ ২৪ ॥

অথবা রাত্রিতে শ্মশানে বসিয়া অষ্ট সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে ভূতিনী, লক্ষ পরিবারগণের সাহত আগমন করেন এবং সাধককে বলেন যে, তোমার কি কর্ম্ম করিব? সাধক তাহা শ্রবণ করিয়া বলিবে, তুমি আমার কিঙ্করী হইয়া গৃহকর্ম্ম কর ॥ ২৪ ॥

পিতৃভূমৌ তু যামিন্যাং জপেদষ্টসহস্রকং। দিগ্দশম্নসহায়াঢ্যা ভূতিন্যায়াতি সন্নিধিং। মৎস্যমাংসৌদনবলিং গৃহ্য হৃষ্টা প্রযচ্ছতি। বাসোযুগ্মমলঙ্কারং দীনারং প্রতিবাসরং। সহস্রযোজনাদ্দিব্যনারীমানীয় যচ্ছতি। স্বগুপ্তং চেটিকাকর্ম্ম যাবজ্জীবং করোতি চ ॥ ২৫ ॥

রাত্রিকালে শ্মশানে উপবেশন করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপ সাধন করিলে ভূতিনী লক্ষপরিবারগণের সহিত আগমন করেন, তৎক্ষণাৎ সাধক মৎস্যমাংসাদি উপহারের সহিত অন্নভোগ প্রদান করিবে, তাহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া প্রতি দিবস সাধককে বস্ত্রযুগ্ম ও সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন। এবং সহস্র যোজন অন্তর হইতে দিব্য কামিনী আনিয়া সাধককে দেন, ঐ কামিনী যাবজ্জীবন তাহার দাস্য কর্ম্ম করে ॥ ২৫ ॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্রে পিশাচিনী চেটিকা সাধনং

নাম চতুর্থঃ পটলঃ।

উন্মত্তভৈরব উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ প্রমথাদ্যৈর্নমস্কৃত। যদি তুষ্টোসি দেবেশ চণ্ডকাত্যায়নীং বদ। চণ্ডকাত্যায়নী রৌদ্রী ভূতিনী যা প্রকীর্ত্তিতা। মনুং তস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি নত্বা ক্রোধাধিপং পুনঃ। বীজং হালাহলং কূর্চ্চনতিমস্ত্রদ্বয়ং শিবঃ। সুরকাত্যায়নীমন্ত্র মীরিতশ্চাতিদুর্ল্লভং ॥১॥

উন্মত্তভৈরবী বলিতেছেন, হে সর্ব্বভূতেশ্বর! প্রমথগণ তোমাকে সর্ব্বদা নমস্কার করিয়া থাকে। যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক তবে চণ্ডকাত্যায়নীর মন্ত্রাদি আমার নিকট বল ॥ ১ ॥

বিষং কালং বদেদ্বীজং জ্বালান্তং কূর্চ্চসংস্থিতং।
অস্ত্রান্তোয়ং ময়া প্রোক্তো মহাকাত্যায়নীমনুঃ ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন, চণ্ডকাত্যায়নী, রৌদ্রী ও ভূতিনী প্রভৃতি দেবতা কথিত আছে। আমি ক্রোধভৈরবকে নমস্কার করিয়া সেই সকল দেবতার মন্ত্র তোমার নিকট বলিতেছি ॥ ২ ॥

বিষ দ্রৌদ্রযুগং কালযুগ্মং হালাহলন্ততঃ। চামুণ্ডালিঙ্গিতং ব্যোম-দ্বয়ংমন্ত্রদ্বয়ং শিবঃ। রৌদ্রকাত্যায়নী প্রোক্তা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥৩॥

ওঁ হুঁ নমোনমঃ হৌঁ এই কাত্যায়নী দেবীর মন্ত্র তোমার নিকট বলিলাম। এই মন্ত্র অতি দুর্ল্লভ। ওঁ হুঁ জ্বালা হুঁ ফট্! এই মহাকাত্যায়নীর মন্ত্র আমি তোমার নিকট বলিলাম।
ওঁ হৌঁ হৌঁ হুঁ হুঁ ওঁ ঈঁ ঈঁঃ ফট্ ফট্ স্বাহা। এই রৌদ্রকাত্যায়নীমন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে ॥ ৩ ॥

আদি বীজং সমুদ্ধৃত্য ততো রুদ্রভয়ঙ্করী। অট্টহাসিনি সাধকপ্রিয়ে পদমুদ্ধরেৎ। মহাবিচিত্ররূপকরি সুবর্ণহস্ত ইত্যপি। যমনিকৃন্তনিপদং সর্ব্বদুঃখপদন্ততঃ। প্রশমনীপদমুচ্চার্য্য ত্রিবিষং হুঁ চতুষ্টয়ং। ততঃ শীঘ্রঞ্চ সিদ্ধিং মে প্রযচ্ছেতি পদং ততঃ। রৌদ্রবীজং বিসর্গাঢ্যং ততশ্চ

বহ্নিসুন্দরী। চণ্ডকাত্যায়নী প্রোক্তা মহাভূতেশ্বরীমনুঃ। প্রোক্তা-ভীষ্টপ্রদা লোকে জম্বুদ্বীপে কলৌ যুগে ॥৪॥

ওঁ রুদ্রভয়ঙ্করী অট্টহাসিনি সাধকপ্রিয়ে মহাবিচিত্ররূপকরি সুবর্ণহস্তে যমনিকৃন্তনি সর্ব্বদুঃখপ্রশমনি ওঁ ওঁ ওঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ শীঘ্রং সিদ্ধিং মে প্রযচ্ছ হৌঁ অঃ স্বাহা। মহাভূতেশ্বরী চণ্ডকাত্যায়নীর এই মন্ত্র কথিত হইল। এই মন্ত্র কলিযুগে জম্বুদ্বীপে সাধকের সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে॥ ৪॥

হালাহালং সমুদ্ধৃত্য ততোযমনিকৃন্তনি। অকালমৃত্যুনাশিনীতি খড়্গাত্রিশূলতঃ পুনঃ। হস্তে শীঘ্রপদং প্রোক্ত্বা সিদ্ধিং মে দেহি ভোঃ পদং। সাধকং সমাজ্ঞাপয় বীজং প্রাথমিকং ততঃ। দ্বিঠান্তোয়ং ময়া প্রোক্তা বজ্রকাত্যায়নীমনুঃ॥ ৫॥

ওঁ যমনিকৃন্তনি অকালমৃত্যুনাশিনি খড়্গাত্রিশূলহস্তে শীঘ্রং সিদ্ধিং মে দেহি ভোঃ সাধকং সমাজ্ঞাপয় হ্রীঁ স্বাহা,। এই বজ্রকাত্যায়নীরমন্ত্র তোমার নিকট বলিলাম॥ ৫॥

পঞ্চরশ্মিং সমুদ্ধৃত্য হেমকুণ্ডলিনী পদং। ধীরদ্বয়ং জ্বলযুগং ততো দিব্যমহাপদং। কুণ্ডলবিভূষিতপদং বারণমথনীতি চ। ভগবন্নাজ্ঞাপয়সি চ শিবোহন্তমনুমুদ্ধরেৎ। ইতি কুণ্ডলপূর্ব্বশ্চ প্রোক্তঃ কাত্যায়নীমনুঃ॥৬॥

ওঁ হেমকুণ্ডলিনী ধীর ধীর জ্বল জ্বল দিব্যমহাকুণ্ডলবিভূষিতে বারণমথিনি ভগবন্নাজ্ঞাপয়সি স্বাহা। এই কুণ্ডলকাত্যায়নীমন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ॥ ৬॥

বিষমুদ্ধৃত্য দ্বিকুটীদ্বিঠঃ কুটুযুগং ততঃ। ধীরযুগ্মং জ্বলযুগং স্বাহা কুলমুখী ততঃ। গচ্ছ বেতাল উপরি অনিশম্পদতঃ পুনঃ। কুণ্ডলদ্বয়-মতঃ পাশদ্বয়ং ভগবান্ পদং আজ্ঞাপয় ততো রৌদ্রং সবিসর্গং সমুদ্ধরেৎ। বহ্নিপ্রিয়ান্তঃ কথিতো জয়কাত্যায়নীমনুঃ॥৭॥

ওঁ কুটী কুটি স্বাহা কটু কটু ধীর ধীর জ্বল জ্বল স্বাহাশনিমুখি গচ্ছ বেতাল উপরি অনিশং কুণ্ডল কুণ্ডল, আঃ আং আং ভগবন্ আজ্ঞাপয় অঃ স্বাহা। এই জয়কাত্যায়নীমন্ত্র কথিত হইল॥ ৭॥

বিষমুদ্ধৃত্যাপি সুরতপ্রিয়ে দিব্যলোচনি। কামেশ্বরী জগন্মোহিনি ততশ্চ সুভগে পদং। ততঃ কাঞ্চনমালেতি ভূষণীতি পদং বদেৎ। ততো নূপুরশব্দেন প্রবিশদ্বয়মুদ্ধরেৎ। ততঃ পুরদ্বয়ং সাধকপ্রিয়ে পদমুদ্ধরেৎ। আদিবীজং বিসর্গাঢ্যং শিবোঽন্তো ভূতিনীমনুঃ ॥৮॥

ওঁ সুরতপ্রিয়ে দিব্যলোচনি কামেশ্বরি জগন্মোহিনী সুভগে কাঞ্চনমালে ভূষণি নূপুরশব্দেন প্রবিশ প্রবিশ পুর পুর সাধকপ্রিয়ে ওঁ অঃ স্বাহা। এই ভূতিনীমন্ত্র কথিত হইল; ইহদ্বারা সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয় ॥ ৮ ॥

বিষং মাতৃপদাদ্‌ভ্রাতৃমদ্ভগিনীপদমুদ্ধরেৎ। ততঃ কটুদ্বয়ং প্রোক্তং জয়যুগ্মং সমুদ্ধরেৎ। সর্ব্বাসুরপদাৎ প্রেতপূজিতে সমুদীরয়েৎ। হালাহলং ব্যোমবক্ত্রং সবিসর্গং সমুদ্ধরেৎ। বহ্নিজায়ান্ত উক্তোঽসৌ শুভকাত্যায়নী মনুঃ ॥ ৯ ॥

ওঁ মাতৃ ভ্রাতৃ মদ্ভগিনী কটু কটু জয় জয় সর্ব্বাসুরপ্রেতপূজিতে ওঁ হুঁ অঃ স্বাহা, এই শুভকাত্যায়নীমন্ত্র, এই মন্ত্রে উক্ত দেবতা সিদ্ধি হয় ॥ ৯ ॥

ইয়ং কাত্যায়নী বিদ্যা স্মৃতা সিদ্ধিপ্রদায়িনী।
অস্যা মুদ্রাবিধিং বক্ষে ভূতিনীসিদ্ধিদায়কং ॥ ১০ ॥

এইকাত্যায়নীবিদ্যা কথিত হইল। এই বিদ্যা সাধকের সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিপ্রদান করেন। অনন্তর এই কাত্যায়নীবিদ্যার মুদ্রাবিধি বলিতেছি। এই মুদ্রায় ভূতিনীর সিদ্ধি হয় ॥ ১০ ॥

মুষ্টিমন্যোন্যমাস্থায়াঙ্গুলীনাবেষ্ট্য ততঃ পরং। প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েত্তত্র তর্জ্জনীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। দেহে মন্ত্রে চ সিদ্ধে চ মনাবাকর্ষকর্ম্মণি। ভূতিনীমাকর্ষয়েৎ ক্রোধমন্ত্রযোগসহস্রকং জুহুয়াদ্দাশ্যতাং যাতি ভূতিনী নাত্র সংশয়ঃ। শ্রদ্ধাভক্তিযুতোঽনেন মন্ত্রেণাবাহয়েদমুং। সুরকাত্যায়নী মুদ্রা অসাধ্যার্থপ্রদায়িনী ॥ ১১ ॥

উভয়হস্তে মুষ্টি সংযুক্ত করিয়া পরস্পর অঙ্গুলি সকল বেষ্টন করিবে, তৎপর তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিবে। এই মুদ্রায় সিদ্ধি লাভ হয়। দেহশোধন, মন্ত্রসিদ্ধি ও আকর্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে এই মুদ্রা প্রশস্ত। ক্রোধমন্ত্র সহস্র জপ করিয়া এই মুদ্রা

প্রদর্শন করিলে ভূতিনীর আকর্ষণ সিদ্ধি হয়। তৎপরে হোমাদি করিলে ভূতিনী বশীভূতা হন। ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ক্রোধমন্ত্রে ভূতিনীর আবাহন করিতে হইবে। এই সুরকাত্যা-য়নীমুদ্রার অসাধ্যার্থ সাধন হয়॥ ১১॥

মুষ্টিং বিধায় চান্যোন্যং কুঞ্চয়েত্তর্জ্জনীদ্বয়ং।

ইয়ং কাত্যায়নীমুদ্রা ভূতিনী সর্ব্বসিদ্ধিদা॥ ১২॥

উভয়হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া রাখিবে, ইহার নাম কাত্যায়নীমুদ্রা, এই মুদ্রায় ভূতিনী সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন॥ ১২॥

অস্যা এব তু মুদ্রায়া মধ্যমে মুখসঙ্গতে। কনিষ্ঠে দ্বে নিবেশ্যাথ নির্দ্দিষ্টা সাধকপ্রিয়া। কুলভূতেশ্বরীমুদ্রা ভূতিনী কুলবাসিনী। অনয়া বদ্ধয়া শীঘ্রং সিদ্ধিং যচ্ছতি ভূতিনী॥১৩॥

উক্ত কাত্যায়নীমুদ্রাতে মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় সংযুক্ত করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় নিবিষ্ট করিয়া রাখিবে। এই মুদ্রা সাধকের অতিশয়প্রিয়কার্য্য সাধন করে। ইহার নাম কুলভূতেশ্বরীমুদ্রা, এই মুদ্রা বন্ধন করিলে কুলবাসিনী ভূতিনী শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন॥ ১৩॥

মুষ্টিদ্বয়ং পৃথক্‌কৃত্বা তর্জ্জনীঞ্চ প্রসারয়েৎ।

ভদ্রকাত্যায়নীমুদ্রা অভিপ্রেতপ্রদায়িনী॥১৪॥

উভয়হস্তে পৃথক্ পৃথক্ মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিবে। ভদ্রকাত্যায়নী মুদ্রা সাধকের অভিলষিত সিদ্ধি প্রদান করে॥১৪॥

উভে মুষ্টিং বিধায়াথ বেষ্টয়েত্তর্জ্জনীদ্বয়ং। কুলকাত্যায়নীমুদ্রা ভূতিনীরক্ষণক্ষমা। খ্যাতেয়ং চণ্ডপূর্ব্বায়া জয়মুখ্যার্থসাধিনী। দ্রাবিণী কুলগোত্রাণাং সর্ব্বভূতভয়ঙ্করী॥ ১৫।

উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিবে। ইহার নাম কুলকাত্যায়নী মুদ্রা, এই মুদ্রায় ভূতিনী রক্ষা করেন। চণ্ডকাত্যায়নীসাধনেও এই মুদ্রা প্রশস্ত। এই মুদ্রা সর্ব্বশত্রুর কুলগোত্রাদির বিদ্রাবণ ও সর্ব্বভূতের ভয়বর্দ্ধন করে॥ ১৫॥

বদ্ধা মুষ্টিং ততোঽন্যোন্যং কনিষ্ঠে বেষ্টয়েচ্চুভে। প্রসার্য্যোতে চ তর্জ্জন্যৌ প্রকুর্য্যাৎ কুণ্ডলাকৃতী। ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী মুদ্রা সা রুদ্রব্রহ্ম-সাধিনী। কিং পুনঃ সর্ব্বভূতিন্যাঃ সিদ্ধিরস্যাঃ প্রসাদতঃ। শুভকাত্যায়নী মুদ্রা প্রোক্তেয়ং বজ্রপাণিনা। পূজিতাগন্ধপুষ্পাদ্যৈ র্ম্মৎস্যমাংসাদি-ভিস্তথা। সিদ্ধিং যাস্যন্তি ভূতিন্যো দাস্যতাং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥

উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া পরস্পর কনিষ্ঠাদ্বয় বেষ্টন করিবে, তৎপরে তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া কুণ্ডলাকৃতি করিবে। এই মুদ্রায় ত্রিভুবন আকর্ষণ করিতে পারে, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পর্য্যন্ত সিদ্ধ হন। এই মুদ্রাপ্রসাদে ভূতিনীসিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহার নাম শুভকাত্যায়নীমুদ্রা, এই মুদ্রা দেবরাজ বজ্রপাণি বলিয়াছেন। এই মুদ্রাদ্বারা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, মৎস্য ও মাংসাদি উপহারে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ ভূতিনী সিদ্ধি হইয়া দাস্যতা স্বীকার করেন ॥ ১৬ ॥

অথ বক্ষে দরিদ্রাণাং হিতায় ক্রোধভূপতিং। ভূতকাত্যায়নীসিদ্ধি-সাধনং পরমাদ্ভুতং। পিতৃভূমৌ ত্র্যহং স্থিত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। ভূত-কাত্যায়নী দেবী শীঘ্র মায়াতি সন্নিধিং। রক্তপূর্ণকপালেন ভক্তিতোঽর্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ। কিঙ্করোমি বদেত্তুষ্টা ভব মাতেতি সাধকঃ। রাজ্যং দদাতি ভোগ্যঞ্চ সর্ব্বাশাঃ পূরয়ত্যপি। পালয়ে ন্মাতৃবৎপঞ্চসহস্রাব্দানি জীবতি। মৃতে রাজকুলে জন্ম নান্যথা ক্রোধভাষিতং ॥ ১৭ ॥

অনন্তর দরিদ্রদিগের হিতসাধনের নিমিত্তে ভূতকাত্যায়নীর পরমাদ্ভুত সিদ্ধি সাধন বলিতেছি। শ্মশানস্থানে তিন দিবস বাস করিয়া অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে দেবী ভূতকাত্যায়নী শীঘ্র সাধকের নিকট আগমন করেন। তৎপর সাধক রক্তপূর্ণ মনুষ্যমস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইহাতে দেবী তুষ্টা হইয়া সাধককে বলেন যে, তোমার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা বল। তখন সাধক বলিবে—দেবি! আমাকে রাজ্য ও ভোগ্য প্রদান কর এবং আমার সমস্ত আশা পরিপূর্ণ হউক। এইরূপে সিদ্ধি হইলে দেবী সাধককে মাতৃবৎ প্রতিপালন করেন এবং সাধক পঞ্চসহস্রবৎসর জীবিত থাকে। তৎপরে মরণানন্তর রাজকুলে সাধকের জন্ম হয়, ইহার অন্যথা হয় না। ইহা ক্রোধভূপতি বলিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

বজ্রপাণিগৃহং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। ক্রোধরাজং নমস্কৃত্য দিবা কুর্য্যাৎ পুরস্ক্রিয়াং। ততো রাত্রবেকলিঙ্গং গত্বা সংপূজ্য ভক্তিতঃ। জপেদষ্টসহস্রন্তু দিব্যপুষ্পং প্রযচ্ছতি। প্রার্থিতং যচ্ছতি দেবী ক্রোধভূপ-প্রসাদতঃ ॥ ১৮ ॥

বজ্রপাণির গৃহে গমন করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপে দিবাতে পূর্ব্বকৃত্য সমাধান করিয়া, রাত্রিতে শিবলিঙ্গের নিকটে গমন করিয়া ক্রোধরাজকে নমস্কারপূর্ব্বক অষ্টসহস্র জপ করিবে, এবং দিব্যপুষ্প প্রদান করিয়া দেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে। দেবী ক্রোধভূপতির প্রসাদতঃ সাধককে প্রার্থিত বরপ্রদান করেন ॥ ১৮ ॥

গত্বৈকলিঙ্গং যামিন্যাং জপেদষ্টসহস্রকং। মঞ্জীরশব্দিতং তত্র শ্রূয়তে প্রথমে দিনে। দৃশ্যতে চ দ্বিতীয়েঽহ্নি দৃষ্টব্যা ন চ ভাষতে। তৃতীয়ে যচ্ছতে বাচং কিমিচ্ছসি বদ স্ফুটং। ভয়োপস্থাপিকা যাবজ্জীব-মিত্যাহ সাধকঃ। ধনান্যানীয় দিব্যাং স্ত্রীং কন্যাং রাজাঙ্গনামপি। সুমেরুশৃঙ্গং নয়তি পৃষ্ঠমারোপ্য জীবতি। সহস্রার্দ্ধঞ্চ বর্ষাণাং জন্মরাজকুলে পুনঃ ॥ ১৯ ॥

রাত্রিকালে শিবলিঙ্গের নিকট বসিয়া অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ জপ করিলে প্রথম দিবস সাধক নূপুর শব্দ শুনিতে পায়। দ্বিতীয় দিবসে ঐরূপ জপ করিলে দেবীর দর্শন পায়, কিন্তু দেবী সেই দিবসে কোন কথা বলেন না। তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার ঐরূপ জপ করিলে দেবী সাধককে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে থাকেন,—অহে সাধক! তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ? তখন সাধক বলিবে—তুমি আমার জীবনপর্য্যন্ত পরিচারিকা হইয়া থাক। তাহাতে দেবী সাধকের বাধ্য হইয়া ধনরত্নাদি ও দিব্যস্ত্রী আনয়ন করিয়া সাধককে অর্পণ করেন, এবং পৃষ্ঠে আরোহিত করাইয়া সুমেরুশৃঙ্গে লইয়া যান। এইরূপে সিদ্ধ হইলে সাধক পঞ্চশত বৎসর জীবিত থাকিয়া মরণানন্তর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৯ ॥

নীচগাসঙ্গমং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। পরিবারান্বিতা দিব্যং ভূতিন্যা-য়াতি সন্নিধিং। আগতা মন্ত্রিতা তু স্ত্রী ভাবেনাপি চ কামিতা। উপস্থায়ী ভবেন্নিত্যং দীনারদ্বয়দায়িনী।

গত্বোদ্যানঞ্চ যামিন্যাং জপেদষ্টসহস্রকং। দিনানি ত্রীণি মঞ্জীরশব্দস্য শ্রবণং ভবেৎ। চতুর্থে দৃশ্যতে দেবীং পঞ্চমে দৃশ্যতে পুনঃ। ষষ্ঠসংখ্যাদিনে পঞ্চদীনারাণি প্রযচ্ছতি। সপ্তমেঽহ্নি শিবস্থানে বিধায় মণ্ডলং শুভং। ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং দত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। ভূতিনী কন্যকাগত্য গৃহং স্বাগতমাচরেৎ। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা প্রত্যহং রতিমাচরেৎ। মুক্তাহারং পরিত্যজ্য শয়নে যাতি নিত্যশঃ। গৃহীতরাং

ন তদ্দারং গ্রহণাভাবতোঽপি চ। পঞ্চবিংশতিদীনারং বস্ত্রদ্বয়মনুত্তমং। শত্রুং নাশয়তে শীঘ্রং সহস্রায়ুঃ করোতি চ। মৃতে রাজকুলে জন্ম সাধকস্য ন সংশয়॥ ২০॥

কোন নদীতীরে গমন করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিবে, এইরূপ করিলে পরিবারগণে বেষ্টিত হইয়া ভূতিনী দেবী সাধকের নিকট আগমন করেন এবং স্ত্রীভাবে সাধকের পরিচারিকা হইয়া প্রতিদিন দুইটি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন।

কোন উদ্যানমধ্যে গমন করিয়া যামিনীযোগে অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপে তিন রাত্রি জপ করিলে নূপুরশব্দ শ্রুত হয়, চতুর্থ দিবসে দেবীর দর্শন হয় এবং পঞ্চম দিবসেও পুনর্ব্বার দেবীর দর্শন হইয়া থাকে এবং ষষ্ঠ দিবসে দেবী সাধককে পঞ্চ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। তৎপর সপ্তম দিবসে শিবলিঙ্গের নিকট দিব্য ভূষণাদি ও ধূপ, দীপ স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার অষ্টসহস্র জপ করিবে। ইহাতে ভূতিনী যুবতীবেশে গৃহে আগমন করিয়া সাধকের মঙ্গলাচরণ করেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া প্রতিদিবস রাত্রিতে তাহার সহিত বিবিধ বিহারে কালযাপন করিয়া থাকেন। প্রতিদিন প্রভাতকালে শয্যাতে মুক্তাহার পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন এবং প্রতিদিন এইরূপে দেবী আগমন করিয়া থাকেন। দেবী প্রত্যহ সাধককে পঞ্চবিংশতি সুবর্ণমুদ্রা ও বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করেন, সাধকের সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া থাকেন। সাধক এইরূপে সহস্রবর্ষ জীবিত থাকিয়া মরণানন্তর নিঃসংশয় রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে॥ ২০॥

বজ্রপাণিগৃহং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। অন্যং দেবালয়ং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। পুনারাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রং ত্র্যহমেব চ। শতাষ্টপরিবারাঢ্যা শীঘ্রমায়াতি ভূতিনী। স তোয়চন্দনার্ঘ্যেণ তুষ্টা যচ্ছতি কামিকং। পরিবারশতান্যষ্টবস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ। রসৈ রসায়নং পঞ্চসহস্রাব্দানি জীবতি। মৃতে রাজকুলে জন্ম ভবেৎ ক্রোধপ্রসাদতঃ॥ ২১॥

বজ্রপাণির গৃহে গমন করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিয়া অন্য দেবালয়ে অষ্টসহস্র জপ করিবে, তৎপর রজনীযোগে অষ্টসহস্র জপ করিবে, এইরূপে তিন দিবস সাধন করিলে এবং একশত অষ্ট পরিবারের সহিত ভূতিনী আগমন করেন। সাধক দেবীকে জল ও চন্দনাদিদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিলে দেবী তুষ্টা হইয়া শত শত পরিবারের সহিত বস্ত্রালঙ্কারদ্বারা সাধকের কামনা পরিপূর্ণ করেন। সাধক এইরূপে পঞ্চসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত নানাবিধ রসকেলিতে সুখ ভোগ করিয়া জীবিত থাকে এবং মরণানন্তর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে॥ ২১॥

বজ্রপাণিগৃহং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। পূর্ব্বসেবাভবেদস্যাঃ পুরশ্চরণ-পূর্ব্বিকা। দ্বিতীয়ায়াং সমারভ্য চতুর্থ্যান্তু সমাপয়েৎ। রাত্রিযোগে চ পঞ্চম্যাং হুনেদষ্টসহস্রকং। করবীরভবৈর্ব্বহ্নৌ দধিক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতৈঃ। মালতীকুসুমৈরষ্টসহস্রৈকং শতদ্বয়ং। সহস্রার্দ্ধসহায়াঢ্যা মহাভূতেশ্বরী দ্রুতং। এতে নূপুরশব্দেন দেয়োঽর্ঘ্যঃ পুষ্পবারিণা। জননী ভগিনী ভার্য্যা স্বেচ্ছয়া কামিতা ভবেৎ। মাতা স্বর্ণাদ্যলঙ্কারং ভোজনঞ্চ প্রযচ্ছতি। ভগিনী স্ত্রিয়মানীয় রাজ্যং যচ্ছতি কামিকং। দিব্যা রূপা ভবেদ্ভার্য্যা সর্ব্বাশাঃ পূরয়ত্যপি। দদাতি ভোজনঞ্চায়ুর্দ্দশবর্ষসহস্রকং। মৃতে রাজকুলে জন্ম বজ্রপাণিপ্রসাদতঃ। অযুতং হি জপেন্মন্ত্রং পৌর্ণমাস্যাং পুরস্ক্রিয়া। রাত্রৌ দেবালয়ং গত্বা দ্বারপূজাং বিধায় চ। সকলাং প্রজপে-দ্রাত্রিং প্রাতরাগচ্ছতি ধ্রুবং। দত্বার্ঘ্যং রুধিরেণৈব তুষ্টা ভবতি কিঙ্করী। প্রত্যহং ভোজনং পঞ্চ দীনারাণি প্রযচ্ছতি। শতমেকং পঞ্চবর্ষং জীবতীতি ন সংশয়ঃ॥ ২২॥

বজ্রপাণির গৃহে গমন করিয়া রাত্রিকালে অষ্টসহস্র জপ করিবে এবং বিধানক্রমে পুরশ্চরণ-পূর্ব্বক দ্বিতীয়াতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থীতে জপ সমাপন করিতে হইবে, তৎপর পঞ্চমীর রাত্রিতে দধি, মধু ও ঘৃতযুক্ত করবীপুষ্প দ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র এবং মালতীপুষ্প দ্বারা ১২ শত সংখ্যক হোম করিবে। এইরূপে জপহোমাদি করিলে অর্দ্ধসহস্র পরিবারে আবৃত হইয়া মহা-ভূতেশ্বরী নূপুরধ্বনিপূর্ব্বক শীঘ্র আগমন করেন। ভূতেশ্বরীর আগমন মাত্রে তাহাকে পুষ্প ও জলদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ঐ সময় সাধক ইচ্ছানুসারে জননী, ভগিনী কিম্বা ভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিবে। মাতৃ সম্বোধনে ভূতিনী সুবর্ণাদি অলঙ্কার ও নানাবিধ ভোজনীয় দ্রব্য এবং ভগিনী সম্বোধনে উত্তমাস্ত্রী ও ভোজ্যবস্তু প্রদান করেন॥ ভার্য্যা বলিয়া ভূতিনীকে আহ্বান করিলে সাধকের সকল আশা পরিপূর্ণ করিয়া উত্তমোত্তম ভোজনীয় দ্রব্য আনিয়া দেন। এইরূপে ভূতিনী সিদ্ধি হইলে সাধক দশাধিক সহস্র বর্ষ জীবিত থাকে এবং মরণান্তর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে। পরে পূর্ণীমাতে দশসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। ইহাই এই মন্ত্রসাধনের পূর্ব্বকৃত্য। রাত্রিতে দেবালয়ে গমন করিয়া দ্বার পূজা করিবে, তৎপরে সকল রাত্রি মন্ত্র জপ করিলে প্রভাতকালে দেবী আগমন করেন ঐ সময়ে রুধির দ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান করিলে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের কিঙ্করী হন। এবং প্রতিদিবস বিবিধ ভোজন ও পঞ্চসুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করেন। এইরূপ সিদ্ধি হইলে সাধক একশত পাঁচ বৎসর জীবিত থাকে॥ ২২॥

বিষবীজং ততো বর্ম্ম তোয়মস্ত্রঞ্চ সমুদ্ধরেৎ। মাংসং মে পদমাভাষ্য প্রয়চ্ছানলবল্লভা। রাত্রৌ পিতৃভুবং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। পিশিতাকর্ষিণী দেবী সিদ্ধা ভবতি নিশ্চিতং। নীত্বা মাংসপলান্যষ্টৌ বিলোক্য চ চতুর্দ্দিশং। যোষিদ্রক্ষস্বরূপেণ পুরস্তিষ্ঠতি ভূতিনী। ততো মাংসং প্রদাতব্যং ভুক্ত্বা মাংসং প্রয়চ্ছতি। মংসাদানেন ম্রিয়তে অক্ষি কুক্ষিঃ স্ফুটত্যপি॥ ২৩॥

ওঁ তোরন্নং মাংসং মে প্রয়চ্ছ স্বাহা, রাত্রিকালে শ্মশানে বসিয়া উক্ত মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপ জপ করিলে মাংসাকর্ষিণী ভূতিনী দেবী সিদ্ধা হন। তৎপরে সাধক অষ্টপল অর্থাৎ ৬৪ তোলা পরিমিত মাংস হস্তে করিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলে সম্মুখে ভূতিনীকে দেখিতে পায়, তৎক্ষণাৎ দেবীকে মাংস প্রদান করিবে, এই সময়ে মাংস প্রদান না করিলে সাধকের মৃত্যু কিম্বা চক্ষু ও কুক্ষি স্ফুটিত হয়॥ ২৩॥

ইতি ভূতডামরে অষ্টকাত্যায়নীসাধনং নাম পঞ্চমঃ পটলঃ।

—*:০:*—

উন্মত্তভৈরব্যুবাচ। সুরাসুরজগদ্বন্দ্য জগতামুপকারক। শ্রীমহামণ্ডলং ব্রূহি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং। উন্মত্তভৈরব উবাচ। বিদ্যাধরোহপ্সরোযক্ষপ্রেতগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ। মহোরগৈঃ পরিবৃতো মহাদেবস্ত্রিলোচনঃ। ক্রোধং প্রদক্ষিণী কৃত্য নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ। পাদৌ শিরে বিধায়াথ ভাষতে ক্রোধভূপতিং। ক্রোধীশ ত্বং মহাভূতদুষ্টগ্রহবিমর্দ্দক। কটপূতনবেতালক্লেশবিঘ্নবিঘাতক। প্রসীদ দেবদেবেশ সংসারার্ণবতরক। পশ্চিমে সময়ে কালে জম্বুদ্বীপে কলৌ যুগে। মর্ত্ত্যানামুপকারার্থং দুষ্টদুর্জ্জননিগ্রহং। ভূতিনী-যক্ষিণী-নাগকন্যকা-সাধনং বদ। বোধিসত্ত্বো

মহাদেবং সাধুসাধ্বিতি পূজয়ন। মহামণ্ডলমাখ্যাতং সুব্যক্তং সুরপাদপং॥ ১॥

উন্মত্তভৈরবী বলিতেছেন, হে ভৈরব! তুমি সুরাসুরাদি জগতের পূজনীয় ও জগতের উপকারক, অতএব মহাসিদ্ধিপ্রদায়ক মহামণ্ডল আমার নিকট বল। উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন, মহাদেব বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ, প্রেত, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ও সর্পগণে পরিবৃত হইয়া ক্রোধভূপতিকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ নমস্কারানন্তর পাদদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া ক্রোধভূপতিকে বলিলেন! হে ক্রোধেশ্বর; তুমি মহাভূত ও দুষ্টগ্রহাদির বিনাশক॥ দেবাদিদেব ও সংসারস্বরূপ সমুদ্র-তারক; এইক্ষণ এই কলিযুগে নরলোকের উপকারার্থ দুষ্টজন নিগ্রহকারক ভূতিনী, যক্ষিণী ও নাগকন্যাদি সাধন আমার নিকট বল। ক্রোধপতি মহাদেবকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিতেছেন॥ ১॥

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মহামণ্ডলমুত্তমং। চতুরস্রং চতুর্দ্বারং চতুষ্কোণবিভূষিতং। সবৈঃ ষোড়শভির্যুক্তং বপ্রপ্রাকারশোভিতং। তত্র মধ্যে ন্যসেদ্ভীমং ততো জ্বালাসমাকুলং। সাট্টহাসং মহারৌদ্রং ভিন্নাঞ্জন-চয়োপমং। প্রত্যালীঢ়ং চতুর্ব্বাহুং দক্ষিণে বজ্রধারিণং। তর্জ্জনীং বাম-হস্তেন তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা করালিনং। কপালরত্নমুকুটং ত্রৈলোক্যস্যারিনাশনং। আদিত্যকোটিসঙ্কাশমষ্টানগবিভূষিতং। অপরাজিতপদাক্রান্তং মুদ্রাবন্ধেন তিষ্ঠতি। অনামিকাদ্বয়ং বেষ্ট্য আকুঞ্চ্য তর্জ্জনীদ্বয়ং। কনিষ্ঠাং মধ্য-মাঞ্চৈব জ্যেষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন চ ক্রমাৎ। এবং মুদ্রাধরঃ শ্রীমান্ ত্রৈলোক্যসাধ্য-সাধকঃ। উমাপতিং লিখেৎ ক্রোধপুরো বিষ্ণুচ দক্ষিণে। রক্ষোদেবং পশ্চিমে তু কার্ত্তিকেয়ং তথোত্তরে। ঈশানে চ গণাধিপমাদিত্যং বহ্নি-সংস্থিতং। নৈর্ঋতে তু লিখেদ্রাহুং বায়ুকোণে নটেশ্বরং। চন্দ্রং সং-পূজয়েদ্বামে ক্রোধরাজস্য ভূপতেঃ। প্রভাদেবীং সুবর্ণাভাং সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতাং। ঈষদ্ধসিতবদনাং ক্রোধবামে সদা লিখেৎ। ক্রোধাগ্রে পুষ্পহস্তাঞ্চ শ্রীদেবীং পরিভাবয়েৎ। সালঙ্কারাং ধূপহস্তাং ক্রোধদক্ষে তিলোত্তমাং। ক্রোধস্য পৃষ্ঠভাগে চ দীপহস্তামলঙ্কৃতাং। দিব্যরূপাং শচীং দেবীং দ্বিজরাজমুখীং তথা। আগ্নেয্যাঞ্চ ন্যসেদ্রম্ভাং দিব্যকুণ্ডল-মণ্ডিতাং। গৃহীতগন্ধহস্তাঞ্চ রত্নভূষণভূষিতাং। বিন্যসেদ্রক্ষঃ কোষ্ঠারাং

বীণাযুক্তাং সরস্বতীং। বায়ব্যাং যক্ষিণীং রত্নমালাঢ্যাং সুরসুন্দরীং। ঈশানে চ বিশালাক্ষীং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং। রূপযৌবনসম্পন্নাং স্বর্ণবর্ণাং সমালিখেৎ। ইন্দ্রোবহ্নির্যমোরক্ষো বরুণো বায়ুরেব চ। কুবেরশ্চ শশীশানো বাহ্যপ্রাচ্যাদিমণ্ডলে ॥ ২ ॥

অতঃপর আমি মহামণ্ডল বলিতেছি শ্রবণ কর। চতুরস্র ও চতুর্দ্বার, চতুষ্কোণ, ষোড়শদল পদ্ম ও বপ্রপ্রাকারাদি শোভিত মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ভীমমূর্ত্তি বিন্যাস করিবে। ভীমমূর্ত্তির আকার এইরূপ; অতিশয় তেজীয়ান, অট্টহাসযুক্ত, মহাভয়ঙ্কর, অঞ্জনের ন্যায় দেহকান্তি অগ্রে দক্ষিণ পদ, চতুর্ব্বাহুধারী, দক্ষিণহস্তে বজ্র, বাম হস্তে তর্জ্জনীমুদ্রা, তীক্ষ্ণদন্তে ভয়ঙ্করাকার, মনুষ্য মস্তক ও রত্নমুকুটধারী ত্রিভুবনের শত্রুবিনাশক, কোটিসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, অষ্টনাগ বিভূষিত এবং মুদ্রা বন্ধন করিয়া স্থিত আছেন। অনন্তর মুদ্রা কথিত হইতেছে অনামিকাঙ্গুলীদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় আকুঞ্চিত করিবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা মধ্যমা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীকে আবদ্ধ করিবে, এইরূপ মুদ্রাধর শ্রীমান্ ক্রোধপতি ত্রিভুবনের সিদ্ধি প্রদান করেন। ক্রোধপতির অগ্রভাগে দক্ষিণে বিষ্ণুমূর্ত্তি লিখিবে। মণ্ডলের পশ্চিমে কুবের। উত্তরে কার্ত্তিকেয়, ঈশানকোণে গণেশ, দক্ষিণে সূর্য্য, নৈঋতকোণে রাহু ও বায়ুকোণে নিঋতি ও ক্রোধ ভূপতির বামে চন্দ্রমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবে। ক্রোধরাজের বামে সুবর্ণবর্ণা সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা ও কিঞ্চিৎ হাস্যবদনা প্রভা দেবীর মূর্ত্তি লিখিবে। ক্রোধরাজের অগ্রে পুষ্পহস্তা লক্ষ্মীদেবী, দক্ষিণ ভাগে সালঙ্কারা ধূপহস্তা তিলোত্তমা, পৃষ্ঠভাগে দীপহস্তা, সালঙ্কারা বিদ্যাধরীরূপা চন্দ্রমুখী শশীদেবী, অগ্নিকোণে দিব্যকুণ্ডলধারিণী গন্ধহস্তা রত্নভূষণ ভূষিতা ভদ্রাদেবী, উত্তর কোষ্ঠাতে বীণাযুক্তা সরস্বতী, বায়ুকোণে রত্নমালা-বিভূষিতা সুন্দরসুন্দরীরূপা বিদ্যাধরী, ঈশানকোণে সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা বিশালাক্ষি এবং মণ্ডলের পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান এই সকলের মূর্ত্তি লিখিয়া আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে ॥ ২ ॥

অথ দীক্ষাবিধিং বক্ষ্যেপ্রাণিনাং দুরিতাপহং। ক্রোধমুদ্রাধরং শিষ্যং নীলবস্ত্রযুগেন চ। ছাদিতং ক্রোধগং চিত্তং গুরুর্মন্ত্রং নিশাময়েৎ ॥৩॥

অনন্তর প্রাণিবর্গের সর্ব্বপাপনাশক দীক্ষাবিধি কথিত হইতেছে। শিষ্যকে ক্রোধ মুদ্রাবদ্ধ করিয়া নীলবস্ত্রযুগ দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। তৎপরে গুরুদেব ক্রোধমন্ত্র শ্রবণ করাইবেন ॥ ৩ ॥

অথ ক্রোধমনুং বক্ষ্যে অসাধ্যং যেন সিধ্যতি। বীজং হালাহলং গৃহ্য ক্রুং ক্রোং বীজমতঃপরং। ভয়ঙ্করার্ণমাভাষ্যাসিতাঙ্গং ক্ষতজং স্থিতম্। প্রলয়াগ্নিমহাজ্বালা মাভাষ্য মনুমুদ্ধরেৎ। এবমুচ্চারিতে ক্রোধঃ স্বয়মেব প্রবিশ্যতি। বদ্ধাতু ক্রোধনীং মুদ্রাং শিরস্যাস্যে চ বক্ষসি। স্বয়ং বজ্রধরো ভূত্বা তাবত্তিষ্ঠেৎস্বয়ং পুনঃ। আভাষ্য পাতয়েত্তোয়ং বজ্রদেহো ভবেন্নরঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তর ক্রোধভূপতির মন্ত্র বলিতেছি। এই মন্ত্রে মনুষ্য অসাধ্য সাধন করিতে পারে। ওঁ হুঁ বজ্র ফট্ ক্রুঁ ক্রোঁ ক্রুঁ ক্রুঁ হুঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে ক্রোধভৈরব স্বয়ং আগমন করেন। শিষ্যের মস্তকে হৃদয়ে ও মুখে ক্রোধমুদ্রা বন্ধনপূর্ব্বক উক্ত মন্ত্রে জল অভিমন্ত্রিত করিয়া শিষ্যমস্তকাদিতে সিঞ্চন করিলে শিষ্যদেহ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয় ॥ ৪ ॥

বিসর্গাৎ প্রবিশক্রোধকূর্চ্চযুগ্মমুদীরয়েৎ। বিশেদনেন মন্ত্রেণ ক্রোধেনাভ্যর্চ্চয়েত্ত্রিধা। নীলবস্ত্রং পরিত্যজ্য দর্শয়েৎ কুলদেবতাং। ততোঽভিষেচনার্থঞ্চ মুদ্রামন্ত্রং জলে ক্ষিপেৎ। তেনাভিষিঞ্চিতঃ শিষ্যো গুরুং সন্তোষয়েত্ততঃ ॥ ৫ ॥

অঃ প্রবিশ ক্রোধ হুঁ হুঁ এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া ক্রোধ ভূপতিকে অর্চ্চনা করিবে এবং শিষ্যের মস্তক হইতে নীলবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কুলদেবতা প্রদর্শন করিবে। তৎপরে অভিষেকার্থে জলে মুদ্রামন্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই জলদ্বারা শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবে শিষ্য গুরুকে দক্ষিণাদি প্রদান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিবে ॥ ৫ ॥

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ক্রোধমন্ত্রস্য সাধনং। যেন সাধিতমাত্রেণ সিদ্ধিঃ সর্ব্ববিধা ভবেৎ। ধৃত্বা হস্তদ্বয়েনাসৌ ভাবয়েচ্চন্দ্রমণ্ডলং। বিষং ভয়ঙ্করং বীজং জ্বালামালাকুলং হৃদি। ধ্যাত্বা জপেদমুং মন্ত্রং বক্ষ্যমাণং শৃণুষ্ব তৎ। বিষং হনযুগং গৃহ্য বিধ্বংসয়দ্বয়ান্বিতং। নাশয়েতি ততঃ পাপং কালমন্ত্রান্বিতোমনুঃ। শূন্যং স্বমন্তরং চিন্ত্যং হৃদয়ং ক্রোধমণ্ডিতং। জ্বালামালাকুলং তস্য মধ্যে ধ্যায়েন্নিরঞ্জনং। অনেন ক্রোধমন্ত্রেণ চিন্তয়েৎ ক্রোধভূপতিং। তারাৎ ক্রোধাবেশয়াবেশয় কূর্চ্চান্বিতং মনুং। সঞ্চিন্ত্য

বজ্রপাণিঞ্চ ক্রোধাধীশংস্মরেদ্বুধঃ। হালাহলাল্লিখেদ্বজ্রং ক্রোধাবেশ প্রশাময়। কালবীজান্তমুচ্চার্য্য চিন্তয়েচ্চ স্বদেবতাং। ততস্তু ক্রোধ-মন্ত্রেণ ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ। বিষং বজ্রযুতং বোধিমহাকালংন্যসেদ্ধৃদি। বিষং হনযুগং বজ্রং কূর্চ্চাদ্যং বিন্যসেৎ শিরঃ। হালাহলং দহযুগং বজ্রং কালং ন্যসেৎ শিখাং। বিষমন্ত্রযুতং বজ্র মন্ত্রঞ্চ কবচং ন্যসেৎ। তারং দীপ্তযুতং বজ্র মহাকালঞ্চ নেত্রয়োঃ। বিষং হনযুগং গৃহ্য দহযুগ্মপদান্বিতং। ক্রোধবজ্রপদং তদ্বৎ সর্ব্বদুষ্টানতঃ পরং। ততো মারয় বর্ম্মাস্ত্রং দিগ্বন্ধনান্তং ষড়ঙ্গকং। অন্যোন্যান্তরিতাং মুষ্টিং কুঞ্চয়েত্তর্জ্জনীযুগং। বিখ্যাতা ক্রোধমুদ্রেয়ং হৃদয়াৎ ক্রোধমাহ্বয়েৎ। বিষং বজ্র ধরাদ্গৃহ্য মহাক্রোধপদং ততঃ। শময়েতিপদাদ্গৃহ্য অনুপালয় মুদ্ধরেৎ। শীঘ্র-মাগচ্ছসি পদং বর্ম্মাস্ত্রং জ্বলনপ্রিয়া। অনেন মণ্ডলে স্থাপ্যং ততোঽর্ঘ্যং মনুমুদ্ধরেৎ। বিষং সর্ব্বপদাদ্দেবতাপদং সমুদীরয়েৎ। প্রসীদ কাল-বীজান্তাং সবিসর্গান্ত চণ্ডিকাং। অনেন দাপয়েদর্ঘ্যং পূজার্থং মনুমুদ্ধরেৎ। বিষবীজং সমুদ্ধৃত্য নাশয়েতি পদং ততঃ। সর্ব্বদুষ্টান্ হনযুগং পচ ভস্মী ততঃ কুরু। মহাকালদ্বয়ং চাস্ত্রং শিবোক্তমর্চ্চনীমনুঃ। তারাদ্বজ্রং সমুদ্ধৃত্য মহাচণ্ডিপদং ততঃ। বন্ধদ্বয়ং ততো দত্বা দশদিশো নিরূঢ়-দ্বয়ং। দ্বিগ্বন্ধনমনুঃ প্রোক্তা বক্ষ্যে মাহেশ্বরং মনুং। শিবো ব্যাহৃতয়ঃ স্বাহা মহাদেবমনুর্ম্মতঃ। বিষং বিকালিকাযুক্তামুদ্ধরেৎ কুলভৈরবীং। শ্রীচক্রপাণিনে দ্বিঠোঽয়ং বৈষ্ণো মনুঃ। বিষং বিষ্ণুর্দ্দেব গুরুপদ-মাভাষ্য তৎপরং। দেবকায় শিবোন্তোঽয়ং প্রজাপতি মনুর্ম্মতঃ। বিষং রৌদ্র ক্রোধপদং ধারিণে চ ততঃ পরং। বহ্নিকান্তাস্ত্রযুক্তোঽয়ং মনুঃ কৌমাররূপিণঃ। বীজং হালাহলং গৃহ্য গণপতয়ে পদং ততঃ। দ্বিঠা-ন্তোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তো গাণপত্যোয় মীরিতঃ। সান্তং সানন্ত মুদ্ধৃত্য নাদবিন্দুসমন্বিতং। ততঃ প্রাথমিকং ধূম্রং ধ্বজমাদর সংযুতং। সহস্র-কিরণায়েতিপদাজ্জলনবল্লভা। হালাহলাদিরুক্তোঽসৌ মনুরাদিত্য রূপিণঃ। স্থিতি বীজং সমুদ্ধৃত্য চন্দ্রসূর্য্যপদং ততঃ। পরাক্রমায় বর্ম্মাস্ত্রং দ্বিঠোরাহোর্ম্মনুং স্মৃতঃ। বিষং নটেশ্বরপদং নটদ্বয়মতঃ পরং।

বিষং ভূতেশ্বরং বীজং শিবোন্তোঽসৌ নটেশ্বরঃ। হালাহলং সমুদ্ধৃত্য চন্দ্রায়পদমীরয়েৎ। বহ্নিপ্রিয়ান্তমিত্যুক্তো মনুশ্চন্দ্রমসঃ স্মৃতঃ। বিষং সৌভ্রমনুং প্রোক্ত্বা নত্যন্তাসৌ প্রভেশ্বরী। তারং বিষ্ণুপ্রিয়াবীজং নমোঽন্তঃশ্রীমনুঃ স্মৃতঃ। বিষং হরিপ্রিয়াবীজং হাংনতিশ্রীতিলোত্তমা। পঞ্চরশ্মিরমাবীজং নত্যন্তা চ শশীমতাঃ। বিষ বীজং জগন্মান্যাং সনত্যন্তং সমুদ্ধরেৎ। রম্ভামনুরয়ং প্রোক্তো মণ্ডলে ক্রোধভূপতেঃ। হালাহালং সমুদ্ধৃত্য সরস্বত্যৈ পদং ততঃ। গাহয়দ্বয় সর্ব্বাংশ্চ দ্বিঠঃ সারস্বতো মনুঃ। বিষং যক্ষেশ্বরীবীজং ধূম্রভৈরব্যলঙ্কৃতং। বহ্নিপ্রিয়াযুতোঽন্তোয়ং প্রোক্তো যক্ষেশ্বরী মনুঃ। হালাহলং সমুদ্ধৃত্য ভূতিনীপদসংযুতং। ততঃ প্রাথমিকং বহ্নিপ্রিয়ান্তো ভূতিনীমনুঃ। ভূতিন্যষ্টৌ মহাদ্বার পালিন্যঃ সমুদীরিতাঃ। বিষং নিরঞ্জনং গৃহ্য তিষ্ঠ সুবাসিনীপদং। শিরোনতিশ্চ ভূতিন্যা মন্ত্রোয়ং হৃদয়াহ্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর ক্রোধ মন্ত্রে সাধন বলিতেছি। যেরূপে সাধন করিবামাত্র সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সিদ্ধি হয়। হস্তদ্বয়ে মুদ্রা ধারণ করিয়া চন্দ্রমণ্ডল চিন্তা করিবে। ওঁ আলাসমাকুলং নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র সকল জপ করিবে। ওঁ হন হন বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় নাশয় নাশয় পাপং হুঁ ফট্ স্বাহা এই মন্ত্র জপ করিয়া হৃদয়ে ক্রোধভৈরবকে চিন্তা করিবে। ওঁ ক্রোধ আবেশয় আবেশয় এই মন্ত্র বজ্রপাণি ক্রোধভূপতিকে স্বীয় হৃদে ভাবনা করিবে। ওঁ বজ্রক্রোধাবেশয় প্রণাময় হুঁ, এই মন্ত্রে স্বীয় দেবতার চিন্তা করিবে। তৎপরে ক্রোধ মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে। ওঁ বজ্রবোধি হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হন হন বজ্র হুঁ স্বাহা। ওঁ দহ দহবজ্র হু শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ফট্ বজ্র ফট্ কবচায় হুঁ। ওঁ দীপ্ত বজ্র হুঁ নেত্রত্রয়ায় বৌট। ওঁ হন হন দহ দহ ক্রোধ বজ্র সর্ব্বদুষ্টান্ মারয় মারয় হুঁ ফট্ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ এইরূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া দিগ্বন্ধন করিবে। উভয় হস্তের মুষ্টি পরস্পর সংযুক্ত করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় আকুঞ্চিত করিবে, এই বিখ্যাত ক্রোধ মুদ্রাদ্বারা হৃদয়দেশে ক্রোধরাজকে আবাহন করিবে। ওঁ বজ্রধর মহাক্রোধ সময়মনুপালয় শীঘ্রমাগচ্ছসি ত্বং হুঁ ফট স্বাহা এই মন্ত্রে মণ্ডলে দেবতাকে স্থাপিত করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে, অর্ঘ্য প্রদানের মন্ত্র এই ওঁ সর্ব্বদেবতা প্রসীদ হুঁ অঃ হ্রীঁ। এই মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রাদান করিবে। ওঁ নাশয় সর্ব্বদুষ্টান্ হন হন পচ পচ ভস্মীকুরু হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে পূজা করিবে। ওঁ বজ্র মহাচণ্ডি বন্ধ বন্ধদশদিশে নিরূঢ় এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিবে। ওঁ ভূর্ভুব স্বঃ স্বাহা এই মন্ত্রে মহাদেবের পূজা করিবে। ওঁ অং আং অসিচক্রপাণিনে স্বাহা এই মন্ত্রে বিষ্ণুর পূজা করিবে এবং ওঁ বিষ্ণুর্দ্দেবগুরু দেবকায় স্বাহা এই মন্ত্রে ব্রহ্মার ওঁ হৌঁ ক্রোধ-

ধারিণে স্বাহা এই মন্ত্রে কার্ত্তিকেয়ের, ওঁ গণপতয়ে স্বাহা এই মন্ত্রে গণেশের, ওঁ হ্রীঁ হং সঃ সহস্র-কিরণায় স্বাহা এই মন্ত্রে সূর্য্যের, ওঁ চন্দ্র সূর্য্যায় পরাক্রমায় হুঁ ফট স্বাহা এই মন্ত্রে রাহুর, ওঁ নটেশ্বরায়, নট নট ওঁ হ্রীঁ স্বাহা এই মন্ত্রে নটেশ্বরের, ওঁ চন্দ্রায় স্বাহা এই মন্ত্রে চন্দ্রের, ওঁ হ্রীঁ নমঃ এই মন্ত্রে প্রভাদেবীর, ওঁ শ্রীঁ নমঃ এই মন্ত্রে লক্ষ্মীর,ওঁ শ্রীঁ হ্রাঁ নমঃ এই মন্ত্রে তিলোত্তমার, ওঁ শ্রীঁ নমঃ এই মন্ত্রে শচীদেবীর, ওঁ জগন্মাত্রায়ৈ নম এই মন্ত্রে ক্রোধমণ্ডলে রম্ভাদেবীর পূজা করিবে। ওঁ সরস্বত্যৈ গাহয় গাহয় সর্ব্বান্ স্বাহা এই মন্ত্রে সরস্বতীর পূজা করিবে, ওঁ হ্রীঁ স্বাহা, ইহা যক্ষেশ্বরীর পূজন মন্ত্র। ওঁ ভূতিনী হ্রীঁ স্বাহা এই ভূতিনী মন্ত্রে মণ্ডলের অষ্টদ্বারে অষ্টভূতিনীর পূজা করিবে। ওঁ সুবাসিন্যৈ স্বাহা নমঃ এই মন্ত্রে পুনর্ব্বার মণ্ডলে ভূতিনীর পূজা করিতে হইবে ॥ ৬ ॥

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মুদ্রাং পরমদুর্লভাং। যয়া বিজ্ঞাতয়া ক্রোধঃ স্বয়ং সিদ্ধ্যতি নান্যথা। অন্যোন্যমঙ্গুলীং বেষ্ট্য দ্বে তর্জ্জন্যৌ প্রসারয়েৎ। তর্জ্জনীং কুণ্ডলীং কৃত্বা মুদ্রা পাপপ্রণাশিনী ॥ ৭ ॥

অনন্তর পরম দুর্লভ মুদ্রা বলিতেছি, যে মুদ্রার বিজ্ঞানমাত্রে স্বয়ং ক্রোধপতি ভূতনাথ সিদ্ধ হন, ইহার অন্যথা হয় না। উভয়হস্তের অন্যান্য অঙ্গুলি সকল পরস্পর বেষ্টন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া কুণ্ডলাকার করিবে, এই মুদ্রা সর্ব্বপ্রকার পাপ নাশ করে ॥ ৭ ॥

অন্যোন্যমুষ্টি মাস্থায় বেষ্টয়েত্তর্জনীদ্বয়ং।
ক্রোধস্য খড়্গমুদ্রেয়ং ত্রৈলোক্যক্ষয়কারিণী ॥ ৮ ॥

উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিবে, ইহার নাম ক্রোধরাজের খড়্গমুদ্রা, এই মুদ্রা ত্রিভুবন ক্ষয় করিতে পারে ॥ ৮ ॥

কৃত্বা মুষ্টিং ততোঽন্যোন্যং মধ্যমে দ্বে প্রসারয়েৎ।
প্রোক্তা মহাশিবো মুদ্রা সদ্যঃ সিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৯ ॥

অস্যা এবচ মুদ্রায়া মধ্যাঙ্গুল্যৌ প্রসারয়েৎ।
তর্জ্জন্যৌ চ দৃঢ়ীকৃত্বা শিখামুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১০ ॥

অস্যা এব চ মুদ্রায়াঃ প্রসার্য্য তর্জ্জনীদ্বয়ং।

তর্জ্জন্যা মধ্যমাং স্পৃষ্ট্বা কনিষ্ঠানামিকে তথা।
ধেন্বাখ্যেয়ং মহামুদ্রা নিযুক্তাচার্য্যকর্ম্মণি ॥ ১১ ॥

উভয় হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় প্রসারিত করিবে। ইহার নাম মহাশিব মুদ্রা এই মুদ্রা সদা সিদ্ধি প্রদান করে। উক্তরূপ মুদ্রা করিয়া অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিবে ইহার নাম শিখা মুদ্রা। উক্ত শিখা মুদ্রাতে তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া তদ্বারা মধ্যমা কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে স্পর্শ করিবে, ইহার নাম ধেনু মুদ্রা এই মুদ্রা সর্ব্বপ্রকার আচার্য্যকার্য্যে নিযুক্ত করিবে ॥ ৯—১১ ॥

মুষ্টিমন্যোন্য মাস্থায় অঙ্গুষ্ঠৌ চ প্রসারয়েৎ।
ধূপাখ্যেয়ং মহামুদ্রা নিযুক্তা ধূপকর্ম্মণি ॥ ১২ ॥

উভয় হস্তে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় প্রসারিত করিবে। ইহার নাম ধূপ মুদ্রা, এই মুদ্রা ধূপপ্রদানে প্রশস্ত ॥ ১২ ॥

পৃথগন্যোন্যমাস্থায় প্রসার্য্য বামতর্জ্জনীং।
প্রধানাবাহনীমুদ্রা যুক্তাবাহনকর্ম্মণি ॥ ১৩ ॥

পৃথক্‌রূপে উভয় মুষ্টি বন্ধন করিয়া বাম হস্তের তর্জ্জনী প্রসারিত করিবে, এই মুদ্রা আবাহন কার্য্যে নিয়োগ করিবে ॥ ১৩ ॥

স্বদক্ষহস্তাঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠানখমাক্রমেৎ। শেষাঙ্গুলীঃ প্রসার্য্যাথ বাহুমূলে প্রবিন্যসেৎ। তস্মাৎ ক্ষিপেদিমং মুদ্রা দিগ্বন্ধনকরী স্মৃতা ॥১৪॥

স্বীয় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গুলী আক্রমণ করিবে, অবশিষ্টাঙ্গুলি সকল প্রসারিত করিয়া বাহুমূলে স্থাপন করিবে, এই মুদ্রা দিগ্বন্ধনকার্য্যে প্রশস্ত ॥ ১৪ ॥

উত্তানা অঙ্গুলীঃ কার্য্যা ভিন্নতর্জন্যনামিকাঃ। ইয়ং মুদ্রা মহারৌদ্রবজ্রকর্ম্মণি পূজিতা। উত্তানা অঙ্গুলীঃ কৃত্বা তর্জ্জনীং বেষ্ট্য কুঞ্চয়েৎ। শঙ্খমুদ্রেতি কথিতা দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ১৫ ॥

তর্জ্জনী ও অনামিকা ভিন্ন অপর সমস্ত অঙ্গুলী উত্তান করিবে, এই মুদ্রা ক্রোধভৈরবের পূজাদিতে নিযুক্ত করিবে॥

সকল অঙ্গুলি উত্তান করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলী বেষ্টন করতঃ কুঞ্চিত করিবে, ইহার নাম শঙ্খমুদ্রা, এই মুদ্রা বিষ্ণু পূজাতে প্রশস্ত॥ ১৫॥

অন্যোন্যমঙ্গুলীং বেষ্ট্য কনিষ্ঠাঞ্চ প্রসারয়েৎ।
কমণ্ডলু বিধানাখ্যা মুদ্রেয়ং পরিকীর্ত্তিতা॥ ১৬॥

পরস্পর অঙ্গুলি সকল বেষ্টন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারিত করিবে ইহার নাম কমণ্ডলুমুদ্রা॥ ১৬॥

বামমুষ্টিং বিধায়াথ তর্জনীমধ্যমে ততঃ।
প্রসার্য্য তর্জনীমুদ্রা নির্দ্দিষ্টা বজ্ররূপিণঃ॥ ১৭॥

বামহস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী প্রসারিত করিবে, এই মুদ্রা ব্রহ্মার পূজাদিকার্য্যে নিযুক্ত করিবে॥ ১৭॥

বামপাণিকৃতা মুষ্টির্ম্মধ্যমা মপি তর্জনীং। প্রসার্য্য তর্জনীং কুঞ্চ্য মধ্যমাঞ্চাপি বেষ্টয়েৎ। কনিষ্ঠাঞ্চ প্রসার্য্যাথ মধ্যপর্ব্বণি ধারয়েৎ। খ্যাতা গৌরীতি মুদ্রেয়ং বিশুদ্ধা শুদ্ধকর্ম্মণি॥ ১৮॥

বামহস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া মধ্যমা ও তর্জ্জনী প্রসারিত করিবে এবং তর্জ্জনীর দ্বারা মধ্যমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিবে এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া মধ্য পর্ব্বে ধারণ করিবে, ইহার নাম গৌরীমুদ্রা এই মুদ্রা সর্ব্বকার্য্যে বিশুদ্ধ॥ ১৮॥

উত্তানা অঙ্গুলীঃ কৃত্বা মুষ্টিং তত্র চ ধারয়েৎ। বামাং কনীয়সীং ভগ্নামঙ্গুষ্ঠৌ মুষ্টিসংস্থিতৌ। বামাঙ্গুষ্ঠং পর্ব্বগতং দক্ষিণেন চ সংগতং। আদিত্যরথমুদ্রেয়ং প্রোক্তা ক্রোধাধিপেন চ॥ ১৯॥

অঙ্গলী সকল উত্তান করিয়া মুষ্টি বদ্ধ করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় মুষ্টির উপরে স্থাপিত

করিয়া বামাঙ্গুষ্ঠের পর্ব্ব পর্য্যন্ত মুষ্টি মধ্যে বিন্যাস করিবে, ইহার নাম আদিত্যরথমুদ্রা এই মুদ্রা স্বয়ং ক্রোধরাজ বলিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

প্রসার্য্য দক্ষিণং পানিং ভগ্নং তর্জ্জন্যনামিকাং।
বিধায় রাহুমুদ্রেয়ং ক্রোধরাজেন ভাষিতা ॥ ২০ ॥

দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া তর্জ্জনী ও অনামিকাকে ভগ্ন করিয়া রাখিবে এই রাহুমুদ্রা স্বয়ং ক্রোধরাজ বলিয়াছেন ॥ ২০ ॥

নাট্যাকারং দক্ষকরং কৃত্বা মুষ্টিং বিনিক্ষিপেৎ। তর্জ্জনীং দক্ষিণাং বামে মুষ্টিঞ্চাপি প্রসারয়েৎ। জ্যেষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন চ তথা কনিষ্ঠানথমাক্রমেৎ। নটেশ্বরস্য মুদ্রেয়ং নির্দ্দিষ্টা সিদ্ধিদায়িনী ॥ ২১ ॥

নটাকারে দক্ষিণ হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া বামহস্তের তর্জ্জনী প্রসারিত করিবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা কনিষ্ঠাকে আক্রমণ করিবে। এই নটেশ্বর মুদ্রা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে ॥ ২১ ॥

কনিষ্ঠান্যোন্যমাবেষ্ট্য মুষ্টিং কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্। উমাখ্যেয়ং মহামুদ্রা প্রভেশ্বর্য্যা ইহ শৃণু। করাবুভৌ ভগাকারৌ ক্ষিপেন্মূর্দ্ধ্নি প্রভেশ্বরী। অঙ্গুলীসংপুটৌ মূর্দ্ধ্নি ক্ষিপেন্মুদ্রা শ্রিয়ঃ স্মৃতা ॥ ২২ ॥

পৃথক্‌রূপে মুষ্টি বন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাদ্বয় বেষ্টন করিবে ইহার নাম উমামুদ্রা। অতঃপর প্রভাদেবীর মুদ্রা বলিতেছি শ্রবণ কর, উভয় হস্ত ভগাকার করিয়া মস্তকে নিক্ষেপ করিবে, ইহার নাম প্রভেশ্বরী মুদ্রা; অঙ্গুলী সকল পুটিত করিয়া মস্তকে ক্ষেপণ করিবে, এই মুদ্রা লক্ষ্মীদেবীর অতি প্রিয় এবং এই মুদ্রাদ্বারা লক্ষ্মীর পূজা করিবে ॥ ২২ ॥

অন্যোন্যমুষ্টি মাস্থায় কনিষ্ঠাং তর্জ্জনীং তথা। বেষ্টয়েচ্চ শিরোদীপে শিখাকারেণ ভ্রাময়েৎ। মুদ্রেয়ং শ্রীশশীদেব্যা দর্শনেনৈব সিধ্যতি ॥ ২৩ ॥

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া কনিষ্ঠা ও তর্জ্জনী বেষ্টনকরিবে। এই মুদ্রা দর্শন-মাত্রে শশীদেবী সিদ্ধা হন ॥ ২৩ ॥

মুষ্টিমন্তো নামাস্থায় জ্যেষ্ঠাঙ্গুল্যঃ প্রসারয়েৎ। তর্জ্জন্যাং স্থাপয়েন্মূলে মুদ্রা সারস্বতী স্মৃতা। কৃতাঞ্জলিং ন্যসেন্মূর্দ্ধ্নি জ্ঞেয়া মুদ্রা তিলোত্তমা ॥ ২৪ ॥

উভয়হস্তের মুষ্টি পরস্পর যুক্ত করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রসারিত করিবে, এবং তর্জ্জনীকে মূলে স্থাপন করিবে এই মুদ্রাদ্বারা সরস্বতীর পূজাদি করিবে। উভয়হস্তের অঞ্জলি মস্তকে ধারণ করিলে তিলোত্তমা মুদ্রা হয় ॥ ২৪ ॥

হস্তান্যোন্যং পুটাকারং কৃত্বা সংস্থাপয়েদ্‌হৃদি।
ইয়ং মুদ্রা মহাদেব্যা রম্ভায়াঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২৫ ॥

উভয়হস্ত পুটাকার করিয়া হৃদয়ে স্থাপন করিবে। এই মুদ্রা মহাদেবী রম্ভার পূজাদি-কার্য্যে নিযুক্ত করিবে ॥ ২৫ ॥

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মহামণ্ডলবর্ত্তিনীং। ইন্দ্রাদিলোকপালানাং মন্ত্রমিষ্টার্থসাধনং। হালাহলঞ্চ শক্রায় শিরঃ শক্রমনুর্ম্মতঃ ॥ ২৬ ॥

অনন্তর মহামণ্ডমধ্যবর্ত্তি ইন্দ্রাদি লোকপালের সর্ব্বার্থসাধনমন্ত্র বলিতেছি ওঁ শক্রায় স্বাহা এই মন্ত্রে ইন্দ্রের পূজা করিবে ॥ ২৬ ॥

পঞ্চরশ্মিরগ্নয় ইতি শিরোঽন্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তারোযমায়েতি শিরঃ প্রোক্তো যাম্যো মহামনুঃ ॥২৭॥

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা এই মন্ত্রে অগ্নির ওঁ যমায় স্বাহা এই মন্ত্রে যমের পূজা করিবে ॥ ২৭ ॥

বিষবীজং সমুদ্ধৃত্য রাক্ষসাধিপতিস্ততঃ।
পতয়ে জয় যুগ্মঞ্চ দ্বিঠান্তো নৈঋতোমনুঃ ॥ ২৮ ॥

ভেস্তং বরুণমাভাষ্য জলাধিপতয়ে ততঃ।
হরদ্বয়ং শিরোস্তোয়ং তারাদিবরুণোমনুঃ ॥ ২৯ ॥

ওঁ রাক্ষসাধিপতয়ে জয় জয় স্বাহা এই মন্ত্রে নিঋতির ও বরুণায় জলাধিপতয়ে হর হর স্বাহা এই মন্ত্রে বরুণের পূজা করিবে ॥ ২৮—২৯ ॥

আদিবীজং সমুদ্ধৃত্য বায়বে তারযুগ্মকং।
বহ্নিজায়ান্ত উক্তোয়ং মনুর্ব্বায়োর্ম্মহাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

বিষবীজং সমুদ্ধৃত্য কুবেরায় পদং ততঃ।
যক্ষাধিপতয়ে স্বাহা কুবেরস্য মনুঃ স্মৃতঃ ॥ ৩১ ॥

তারং চন্দ্রায়েতিশিরঃ সৌম্য ঈশানগোমনুঃ ॥৩২ ॥

আদিবীজং সমুদ্ধৃত্য ঈশানায় দ্বিঠস্ততঃ।
ঈশানস্য মনুঃ প্রোক্তঃ ঈশানদিশি সংস্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥

ওঁ বায়বে তার তার স্বাহা এই মহাত্মা বায়ুর মন্ত্র, ওঁ কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে স্বাহা এই মন্ত্র কুবেরের, ওঁ চন্দ্রায় স্বাহা এই মন্ত্র সোমের, ওঁ ঈশানায় স্বাহা এই মন্ত্র ঈশানের ॥ ৩০—৩৩ ॥

মুদ্রা সর্ব্বেশ্বরীপূর্ব্বং সুন্দর্য্যা অপি কথ্যতে ॥ যয়া বিজ্ঞাতয়া নূনং সিদ্ধিঃ সর্ব্ববিধা ভবেৎ। অন্যোন্য মুষ্টিমাস্থায় কনিষ্ঠাঞ্চ প্রসারয়েৎ। কনিষ্ঠা কুণ্ডলাকারা মুদ্রেয়ং সুন্দরী স্মৃতা ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর সর্ব্বেশ্বরী সুন্দরীর মুদ্রা কথিত হইতেছে, যে মুদ্রা পরিজ্ঞান মাত্রে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি হইয়া থাকে। উভয় হস্তের মুষ্টি পরস্পর সংযুক্ত করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলী প্রসারিত করিবে এবং ঐ কনিষ্ঠাকে কুণ্ডলাকার করিয়া রাখিবে এই মুদ্রায় সুন্দরীদেবী প্রসন্না হন ॥ ৩৪ ॥

মুষ্টিমন্যোন্য মাস্থায় কনিষ্ঠা বেষ্টয়ে দ্রুভে।
তর্জ্জনীং কুণ্ডলাং কৃত্বা মুদ্রেয়ং ভূতনায়িকা ॥ ৩৫ ॥

উভয় হস্তের মুষ্টি পরস্পর সংযোজিত করিয়া উভয় কনিষ্ঠা বেষ্টন করিবে এবং তর্জ্জনীকে কুণ্ডলাকার করিয়া রাখিবে। এই মুদ্রা ভূতনায়িকার ॥ ৩৫ ॥

অন্যোন্যং মুষ্টিমাস্থায় তর্জ্জনীং বেষ্টয়েৎ পৃথক্। মুদ্রেয়ং দ্বার-পালিন্যা অষ্টভাঃ পরিকীর্ত্তিতা। ইন্দ্রস্য পূজনে বজ্রমুদ্রেয়ং পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩৬ ॥

পরস্পর মুষ্টি বদ্ধ করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় বেষ্টন করিবে। এই মুদ্রায় অষ্টদ্বার পালিনী ভূতিনী ও ইন্দ্রের পূজাদি করিবে ॥ ৩৬ ॥

কৃত্বোত্তানং দক্ষহস্তং তর্জ্জনীন্তু প্রসারয়েৎ। আগ্নেয়ীয়ং মহামুদ্রা যাম্যানির্দ্দিশ্যতে ততঃ। কৃত্বা মুষ্টিং দক্ষহস্তে তর্জ্জনীঞ্চ প্রসারয়েৎ। যাম্যাখ্যেয়ং মহামুদ্রা প্রোক্তাতোনৈঋতিং শৃণু। কৃত্বা মুষ্টিং দক্ষহস্তে খড়্গাখ্যেয়ন্তু রাক্ষসী ॥ ৩৭ ॥

দক্ষিণ হস্ত উত্তান করিয়া তর্জনী অঙ্গুলী প্রসারিত করিবে এই মুদ্রা অগ্নিদেবের। অনন্তর যমের মুদ্রা কথিত হইতেছে,দক্ষিণ হস্তে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া তর্জনী অঙ্গুলী প্রসারিত করিবে,ইহাকে যম নামক মহামুদ্রা বলে। এইক্ষণ নিঋতি :মুদ্রা শ্রবণ কর, দক্ষিণ হস্তে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া খড়্গাকার করিবে ইহার নাম নিঋতি মুদ্রা ॥ ৩৭ ॥

বামমুষ্টিং বিধায়াথ তর্জ্জনীন্তু প্রসারয়েৎ।
তামেব কুণ্ডলাকারা মুদ্রেয়ং বারুণী স্মৃতা ॥ ৩৮ ॥

বামহস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলী প্রসারিত করিবে। ঐ তর্জ্জনীকে কুণ্ডলাকার করিয়া রাখিবে, ইহার নাম বারুণী মুদ্রা ॥ ৩৮ ॥

মুষ্টিং বামকরে কৃত্বা মধ্যমামপিতর্জ্জনীং।
প্রসার্য্যেয়ং পতাকাখ্যা বায়োর্ম্মুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৯ ॥

বামকরে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া মধ্যমা ও তর্জ্জনী প্রসারিত করিবে, ইহার নাম বায়ু মুদ্রা ॥ ৩৯ ॥

মুষ্টিং দক্ষকরে কৃত্বা অঙ্গুষ্ঠন্তু প্রসারয়েৎ।
প্রোক্তাবৈশ্রবণী মুদ্রা ধনাদ্যাকর্ষণক্ষমা ॥ ৪০ ॥

দক্ষিণ করে মুষ্টি বন্ধন করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রসারিত করিবে, এই কুবের মুদ্রাদ্বারা ধনাদি আকর্ষণ করা যায় ॥ ৪০ ॥

কৃত্বান্যোন্যকরে মুষ্টিং তর্জ্জনীঞ্চাপি বেষ্টয়েৎ।
সৌম্যাখ্যেয়ং মহামুদ্রা সোমস্য পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৪১ ॥

উভয় হস্তের মুষ্টি পরস্পর যুক্ত করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় বেষ্টন করিবে, ইহার নাম সৌম্যমুদ্রা, এই মুদ্রায় সোমের পূজাদি করিবে ॥ ৪১ ॥

বামমুষ্টিং বিধায়াথ জ্যেষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকনীয়সা।
নখমাক্রম্য শেষাশ্চ প্রসার্য্যৈশী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪২ ॥

বামহস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলীকে আক্রমন করিবে ইহার নাম ঈশান মুদ্রা ॥ ৪২ ॥

সৃষ্টিবীজং সিদ্ধিবজ্রপদাদাপূরয়দ্বয়ং। বজ্রবীজং নতিশ্চান্তে পূর্ণাখ্যোয়ং মহামনুঃ। স্থিতিবীজাদ্বজ্রক্রোধ মহামন্ত্রপদাত্ততঃ। সিদ্ধাকর্ষণমন্ত্রোহয়ং মহামণ্ডলমধ্যগঃ। সংপুটাবঞ্জলিং কৃত্বা পুনর্ম্মুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ওঁ সিদ্ধিবজ্র পূরয় পূরয় হুঁ এই ক্রোধপতির পূর্ণ মন্ত্র। ওঁ বজ্র হুঁ এই সিদ্ধাকর্ষণ মন্ত্র। মহামণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ক্রোধরাজকে উক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। তৎপরে করযোড়ে পুনর্ব্বার মুদ্রা প্রদর্শন করিবে ॥ ৪৩ - ৪৪ ॥

মুষ্টিমন্যোন্য মাস্থায় কনিষ্ঠৌ বেষ্টয়েৎ দ্বুভে। প্রসার্য্য কুণ্ডলাকারং বিধায় তর্জ্জনীদ্বয়ং। সিদ্ধাকর্ষণ মুদ্রেয়ং সিদ্ধমাকর্ষয়েদ্ধ্রুবং ॥ ৪৫ ॥

উভয় হস্তের মুষ্টি পরস্পর যুক্ত করিয়া উভয় কনিষ্ঠা বেষ্টন করিবে, এবং তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া কুণ্ডলাকার করিবে। এই সিদ্ধাকর্ষণ মুদ্রায় সর্ব্বাকর্ষণ হয় ॥ ৪৫ ।

তারশ্চ ক্রোধশময় সাধনে পদমুদ্ধরেৎ। সিধ্যতীতি পদাৎ সর্ব্বদেবতানুপদং ততঃ। মেশীঘ্রং সিধ্যতুপদং মনূত্তমপদং ততঃ। বদ্ধা তু বজ্রমুদ্রাখ্য মিমমুচ্চারয়েন্মনুং ॥ ৪৬ ॥

ওঁ ক্রোধ শময় সাধনে সিধ্যতি সর্ব্ব দেবতানু মে শীঘ্রং সিধ্যতু এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বজ্রমুদ্রা বন্ধন করিবে ॥ ৪৬ ॥

বজ্রভূতাশনী মুদ্রা লক্ষণং কথয়াম্যহং। কৃষ্ণোত্তানং বামহস্তং সচ্ছিদ্রাঙ্গুষ্ঠমীরিতং। দক্ষমুষ্টেঃ সমুত্তীর্য্যাঙ্গুষ্ঠং দক্ষাঙ্গসংস্থিতং। অপরাজিত মাক্রম্য মুদ্রেয়ং পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর বজ্রভূতাশনী মুদ্রার লক্ষণ বলিতেছি, বাম হস্ত উত্তান করিয়া দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি তাহাতে সংযুক্ত করিবে ॥৪৭॥

প্রালেয়ং বীজমুদ্ধৃত্য জয়দ্বয় মহাপদাৎ। ক্রোধাদি পদ ইত্যুক্ত্বা ক্রোধরাজপদাত্ততঃ। ইদং ভূতাসনং প্রোক্ত্বা দর্শয়দ্বয়মীরয়েৎ। মর্দয়দ্বয় মাভাষ্য প্রতিগৃহ্ণপদাদ্দ্বিঠঃ। মহামণ্ডল মাভাষ্য ভূতাশনমনুঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৮ ॥

ওঁ জয় জয় ক্রোধাধিপ ক্রোধরাজ! ইদং ভূতাসনং দর্শয় দর্শয় মর্দয় মর্দয় প্রতি গৃহ্ণ স্বাহা, এই ভূতাসন মন্ত্র কথিত হইল ॥ ৪৮ ॥

সংপুটামঞ্জলিং কৃত্বাঙ্গুলীনাং বিধৃতিস্থিতিঃ।
পদ্মমুদ্রেয় মাখ্যাতা বিসর্জ্জনমনুং শৃণু ॥ ৪৯ ॥

অঞ্জলিদ্বয় পুটিত করিয়া অঙ্গুলী সকল সমভাবে রাখিবে। ইহার নাম পদ্মমুদ্রা। অনন্তর বিসর্জনমুদ্রা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৯ ॥

বিম্বাৎ পদ্মোদ্ভবপদং নিলয়েতি পদং ততঃ। সর্ব্বদেবাসনায়েতি শিরোঽন্তোমনুরীরিতঃ। তারং সর্ব্বসিদ্ধিপদং সিদ্ধিং দেহি পদং ততঃ। গচ্ছতি পদমাভাষ্য দেবদেবং বিসর্জ্জয়েৎ। ভূতাধিপোমহাক্রোধঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ। দত্ত্বাভিলষিতং দেব গচ্ছ গচ্ছ যথা সুখং। অনেন বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫০ ॥

ওঁ পদ্মোদ্ভব নিলয় সর্ব্ব দেবতাসনং স্বাহা।

ওঁ সর্ব্বসিদ্ধি সিদ্ধিং দেহি গচ্ছ ওঁ ভূতাধিপো মহাক্রোধ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক দত্তাভিলষিতং দেব গচ্ছ গচ্ছ যথা সুখং এইমন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে ॥ ৫০ ॥

ক্রোধমন্ত্রস্য জাপেন মণ্ডলস্য চ দর্শনাৎ। স্মরণাৎ ক্রোধরাজস্য রাজ্যং ত্রৈধাতুকং ভবেৎ। চেটকাঃ সর্ব্বভূতাঃ সূর্যযক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ। ক্রোধমন্ত্রেণ নশ্যন্তি সর্ব্বলৌকিকদেবতাঃ। ক্রোধার্ণোচ্চারণাদ্দেবা পলায়ন্তে সমন্ততঃ। প্রজপেদাত্মরক্ষার্থমেকলক্ষং মহামনুং। বজ্রমন্ত্রস্য

জাপেন ভবেদ্বজ্রসমং বপুঃ। সিদ্ধিকামো জপেৎ পৌর্ণমাস্যামভ্যর্চ্চ যত্নতঃ। ক্রোধমুদ্রাং বিধায়াথ প্রজপেৎ সকলাং নিশাং। প্রভাতসময়ে ভূতানুকম্পা জায়তে ধ্রুবং। মুদ্রাজ্বলতি সর্ব্বত্র তয়া জ্বলিতয়া পুনঃ অজরামররূপী চ ভবেৎ ক্রোধসমো নরঃ। এবমারাধিতো বজ্রো বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কঃ ॥ ৫১ ॥

ক্রোধভৈরবের মন্ত্র জপ ও ক্রোধমণ্ডল দর্শন করিলে ত্রিলোকের রাজা হইতে পারে। এবং যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃতি দেবযোনিগণ তাহার দাস হয়। ক্রোধ মন্ত্রে সকল লৌকিক দেবতা নাশ হইয়া থাকে। ক্রোধ মন্ত্র উচ্চারণমাত্রে পিশাচাদি লৌকিক দেবগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে। আত্মরক্ষার্থ ক্রোধমন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে। ক্রোধ মন্ত্র জপে সাধকের দেহ বজ্রসমান দৃঢ় হয়। এই মন্ত্র সিদ্ধিকামী ব্যক্তি পূর্ণিমার রাত্রিতে অর্চ্চনা করিয়া ক্রোধমুদ্রা বন্ধনপূর্ব্বক সকল রাত্রি জপ করিবে। এইরূপে জপ করিলে প্রভাত সময়ে ক্রোধরাজের অনুকম্পা হয়। ক্রোধরাজ সিদ্ধি হইলে সাধক অজরামর হইয়া ক্রোধরাজের তুল্য হয়। এইরূপে ক্রোধরাজের আরাধনায় অভিলষিত কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

ইতি ভূতডামরে প্রমথাধিপক্রোধরাজ সাধনং নাম ষষ্ঠঃ পটলঃ।

—:*:—

উন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

ত্রিজগদ্বন্দ্য দেবেশ সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর।
দেবতামারণং ব্রূহি বীরং সিধ্যন্তি সাধনে ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী বলিতেছেন, হে দেবেশ্বর! তুমি সর্ব্বলোকের ভয় উৎপাদন কর এবং ত্রিজগতের পূজনীয়, আমার নিকট দেবতামারণ বল, যাহাতে বীরগণ সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরব উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যেন সিদ্ধির্ভবেদ্‌ধ্রুবং।
দেবতা ম্রিয়তে বাপি মূর্দ্ধ্নি স্ফুটতি শুষ্যতি ॥২॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন, অনন্তর সিদ্ধিবিধান বলিতেছি, যাহাতে দেবগণের মারণ ও মস্তক স্ফুটিত হয় এবং শরীর শুষ্ক হইয়া যায় ॥ ২ ॥

সংপূজ্য অযুতং বামপাদেনাক্রম্য সংজপেৎ। স্বয়মায়াত্যুমা দেবী ভার্য্যাভবতি যচ্ছতি। রসং রসায়নং দিব্যং দিব্যকামিকভোজনং। সিদ্ধাদ্যদানপক্ষে তু লেপয়েদ্বৃষভধ্বজং ॥ ৩ ॥

বামপাদদ্বারা আক্রমণ করিয়া পূজা ও দশসহস্র জপ করিবে, ইহাতে উমা দেবী স্বয়ং আগমন করিয়া নানা রসযুক্ত অভিলষিত ভোজনদ্রব্য প্রদান করেন ॥ ৩ ॥

আক্রম্য বামপাদেন মন্ত্রমুচ্চারয়েদমূং। আদি বীজং জ্বলযুগং বজ্রেণেতি পদং ততঃ। মারয়দ্বয়মাভাষ্য সকর্ম্মসাধ্যমুদ্ধরেৎ। ততঃ ক্রোধদ্বয়ং চাস্ত্রং জপেদষ্টসহস্রকং। জপমাত্রেণ সিধ্যন্তি ভূতিন্যো ম্রিয়তে তথা ॥ ৪ ॥

বামপাদদ্বারা আক্রমণ করিয়া ওঁ জ্বল জ্বল বজ্রেণ মারয় মারয় অমুকং ভূতিনীং কুঁ কুঁ ফট্, এই মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে এই মন্ত্র জপ করামাত্র ভূতিনীসিদ্ধি হয়, এই মন্ত্রে সিদ্ধি না হইলে ভূতিনীর মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শ্রীদেবীং বামপাদেনাক্রম্য মন্ত্রাযুতং জপেৎ। শ্রীদেব্যায়াতি দদ্যাচ্চ কুসুমাসনমুত্তমং। বক্তব্যং স্বাগতং ভার্য্যা কামিতা রাজ্যদা ভবেৎ ॥৫॥

গোরোচনাদ্বারা লক্ষ্মীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহা বামপাদদ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক দশসহস্র জপ করিবে, এইরূপে জপ করিলে; লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং আগমন করেন, তৎক্ষণাৎ পুষ্পাসন প্রদান করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসানন্তর ভার্য্যা সম্বোধন করিবে, দেবী সাধকের কামনা পরিপূর্ণ করত রাজ্যপ্রদান করেন ॥ ৫ ॥

ভৈরবীং বামপাদেনাক্রম্য মন্ত্রাযুতং জপেৎ।
ভৈরবী শীঘ্রমাগত্য চেটীকর্ম্ম করোতি চ ॥ ৬ ॥

ভৈরবীকে বামপাদে আক্রমণ করত দশসহস্র মন্ত্র জপ করিবে, এইরূপে জপ করিলে তৎক্ষণাৎ আগমণ করিয়া দাসী হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

চামুণ্ডাং বামপাদেনাক্রম্য মন্ত্রাযুতং জপেৎ।
শীঘ্রমাগত্য চামুণ্ডা দাসীবদ্বশ্যতা মিয়াৎ ॥ ৭ ॥

চামুণ্ডাকে বামপাদদ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক দশসহস্র মন্ত্র জপ করিবে, এইপ্রকারে জপ শেষ হইলে তৎক্ষণাৎ চামুণ্ডা দেবী আগমণ করেন এবং দাসীর ন্যায় বশীভূতা হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

অনেনৈব বিধানেন পূজয়েৎ সর্ব্বদেবতাং। গত্বৈকলিঙ্গং সংপূজ্য জপেদষ্টসহস্রকং। বামপাদেন চাক্রম্যাম্বহং সপ্তদিনানি চ। মহাদেবঃ সমাগত্য রাজ্যং যচ্ছতি কামিকং। যদি যচ্ছতি নাগত্য ম্রিয়তে শুষ্যতে ধ্রুবং ॥ ৮ ॥

উক্তরূপ বিধানে সর্ব্বদেবতার পূজা করিবে এবং শিবলিঙ্গের নিকট গমন করত দেবতার পূজাপূর্ব্বক অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপে বামপাদে আক্রমণ করিয়া সপ্তদিন পর্য্যন্ত জপ করিলে মহাদেব স্বয়ং আগমন করিয়া সাধকের কামনা পরিপূরণপূর্ব্বক রাজ্য প্রদান করেন, ইহার অন্যথা হইলে দেবতার মৃত্যু অথবা শরীর শুষ্ক হয় ॥ ৮ ॥

জপেজষ্টসহস্রন্তু প্রাগ্বৎ সপ্তদিনানি চ। নারায়ণং বামপাদেনাক্রম্যা-য়াতি যচ্ছতি। প্রার্থিতং কিঙ্করো ভূত্বা ম্রিয়তে শুষ্যতেপি চ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্ববৎ সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রতি দিন বামপাদে আক্রমণ করত নারায়ণমন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপ জপ করিলে সাধকের দাস হইয়া প্রার্থিত বস্তু প্রদান করেন ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মাণং বামপাদেনাক্রম্য প্রাগ্বৎ জপেৎ সদা।
আগত্য কিঙ্করঃ স স্যাদন্যথা ম্রিয়তে ধ্রুবং ॥ ১০ ॥

পূর্ব্ববৎ বামপদদ্বারা আক্রমণ করিয়া ব্রহ্মার মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে ব্রহ্মা সাধকের দাস হইয়া থাকেন॥ ১০॥

আদিত্যং বামপাদেনাক্রম্য সপ্তদিনানি চ। জপেদষ্টসহস্রন্থাগত্য সিদ্ধিং প্রযচ্ছতি। অন্যথা ম্রিয়তে জপ্ত এবং চন্দ্রঃ প্রয়চ্ছতি। শতং স্বর্ণপলং দদ্যাদন্যথা ম্রিয়তে ধ্রুবং॥ ১১॥

বামপাদে আক্রমণ করত সপ্তদিন পর্য্যন্ত আদিত্য মন্ত্র জপ করিবে, ইহাতে আদিত্য দাসবৎ হইয়া থাকেন। এইরূপ চন্দ্রমন্ত্র জপ করিলে তৎক্ষণাৎ চন্দ্র সিদ্ধ হইয়া প্রতিদিন এক পল সুবর্ণ প্রদান করেন নচেৎ দেবতার মৃত্যু হইবে॥ ১১॥

ভৈরবং বামপাদেনাক্রম্য সপ্তদিনানি চ। জপেদষ্টসহস্রন্তু পূজয়েচ্চ প্রযত্নতঃ। দীপং মনুষ্যতৈলেন ধূপং মাংসেন দাপয়েৎ। আমিষেণৈব নৈবেদ্যং কৃত্বা মন্ত্রং জপেৎ পুনঃ। অর্দ্ধরাত্র ব্যতীতে তু মহানাদং বিমুঞ্চতি। কুরুতেঽট্টহাসঞ্চ বদেত্তং ভক্ষয়াম্যহং। ভয়ং তত্র ন কর্ত্তব্যং ক্রোধবীজমনুস্মরেৎ। মন্ত্রোচ্চারণমাত্রেণ সুস্থঃ সাধ্যোত্র ভৈরবঃ। দদ্যাত্ত্রৈধাতুকং রাজ্যং সর্ব্বাশাঃ পূরয়ত্যপি। ক্রোধভীত্যা বিনশ্যন্তি সর্ব্বলৌকিকদেবতাঃ॥ ১২॥

বামপাদদ্বারা আক্রমণ করিয়া ভৈরবমন্ত্র সপ্তদিন জপ করিবে, অষ্টসহস্র জপ হইলে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে এবং মনুষ্যতৈলদ্বারা প্রদীপ ও মনুষ্যমাংসদ্বারা ধূপ দিবে এবং আমিষদ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ জপ করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্রি অবসানে একটি মহাশব্দ শ্রুত হয় তৎপরে অতি উচ্চ হাস্য করত সাধককে বলেন, আমি ভক্ষণ করিব, তাহাতে সাধক ভীত না হইয়া ক্রোধ মন্ত্র স্মরণ করিবে। মন্ত্র স্মরণমাত্র দেব শান্তি হইয়া সাধকের সকল আশা পরিপূর্ণ করিয়া ত্রিলোকের রাজত্ব প্রদান করেন। এইরূপে সিদ্ধ হইলে ক্রোধরাজের ভয়ে সমস্ত লৌকিক দেবতা বিনাশ হয়॥ ১২॥

বামপাদেন চাক্রম্য নটেশং পূর্ব্ববজ্জপেৎ।
আগত্য কিঙ্করঃ স স্যাদন্যথা ম্রিয়তে ধ্রুবং॥ ১৩॥

বামপাদদ্বারা আক্রমণ করিয়া পূর্ব্ববৎ নটেশ্বরের মন্ত্র জপ করিবে। তৎক্ষণাৎ নটেশ্বর আগমন করিয়া সাধকের দাস হইয়া থাকেন নচেৎ দেবতার মৃত্যু হইবে॥ ১৩।

মহাকালং বামপাদেনাক্রম্যাষ্টসহস্রকং। দিনানি সপ্ত প্রজপেদা-গচ্ছতি গণান্বিতঃ। চেটকো ভবতি ক্ষিপ্রমন্যথা ম্রিয়তে ক্ষণাৎ॥ ১৪॥

বামপাদদ্বারা আক্রমণ করিয়া মহাকালের মন্ত্র জপ করিবে। সপ্তাহ পর্য্যন্ত অষ্ট সহস্র জপ করিলে মহাকাল স্বীয় পরিবারগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করেন এবং সাধকের দাস হইয়া থাকেন। ইহার অন্যথা করিলে তৎক্ষণাৎ মহাকালের মৃত্যু হয়॥ ১৪॥

ঈশ্বরায়তনং গত্বাযুতং সপ্ত দিনানি চ। জপেচ্চতুর্ম্মুখং বামপাদেনা-ক্রম্য সাধকঃ। আগত্য পরিবারাঢ্যঃ কিঙ্করো ভবতি ক্ষণাৎ। আরোপ্য পৃষ্ঠে ত্রিদিবং দর্শয়ত্যপি যচ্ছতি। সমানীয়োর্ব্বশীং দেবীং ভোজ্যং কাম্যং রসায়নং। অন্যথা ম্রিয়তে প্রাহ স্বয়ং ক্রোধাধিপোঽসকৃৎ। এবং সংসাধয়েৎ সিদ্ধিং কৈঙ্করীং ক্রোধভক্তিতঃ॥ ১৫॥

শিবালয়ে গমন করত সপ্তদিন পর্য্যন্ত চতুর্ম্মুখকে বামপাদে আক্রমণ করিয়া দশ সহস্র জপ করিবে। এইরূপ জপ করিলে চতুর্ম্মুখ স্বীয় পরিবারগণের সহিত আগমন করিয়া সাধকের কিঙ্কর হইয়া থাকেন এবং সাধককে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া স্বর্গপুরে গমন করেন, উর্ব্বসী প্রভৃতি স্বর্গীয় যুবতীগণকে আনিয়া দেন, নানাবিধ ভোজ্য প্রদান করেন। ইহার অন্যথা করিলে তৎক্ষণাৎ চতুর্ম্মুখের মৃত্যু হয়। ক্রোধরাজের প্রতি ভক্তি করিয়া এই সকল সিদ্ধি করিতে হইবে॥ ১৫॥

ইতি ভূতডামরে কৈঙ্করীসাধনং নাম সপ্তমঃ পটলঃ॥

—*:•:*—

উন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

প্রমথেশ মহাদেব বহ্নীন্দ্বর্ক ত্রিলোচন।
যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ চেটিকা সাধনং বদ ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী বলিতেছেন, হে প্রমথেশ্বর মহাদেব! তোমার ত্রিনয়নে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি আছেন। তুমি যদি আমায় প্রতি তুষ্ট হইয়া থাক, তবে চেটিকা সাধন আমায় নিকট বল ॥ ১॥

উন্মত্তভৈরব উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চেটিকাসিদ্ধিসাধনং। মনুষ্যানাং হিতার্থায় ক্রোধভূপেন ভাষিতং। আলস্যপাপযুক্তানামাচার্য্যগুরুঘাতিনাং। ত্রৈধাতুকং ভবেদ্রাজ্যং যেন ক্রোধপ্রসাদতঃ। ভূতিনী যক্ষিণী নাগকন্যকা গণভঞ্জিকাঃ। ভূত্বা চেট্যোঽবতিষ্ঠন্তি ক্রোধমন্ত্রস্য জাপিনঃ। মন্ত্রজাপেন সিধ্যন্তি নান্যথা যদি চেটিকাঃ। ক্রোধসংপুটিতো জপ্যো মনুরাসাঞ্চ সিধ্যতি ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন। অনন্তর আমি চেটিকা সাধন তোমার নিকট বলিতেছি। এই সাধন মনুষ্যের হিতার্থ ক্রোধরাজ বলিয়াছেন। এই সাধনে অলস, পাপকর্ম্মরত এবং আচার্য্য ও গুরুঘাতী ব্যক্তি ও ত্রিলোকের অধিপতি হয়। ক্রোধরাজের মন্ত্র জপ করিলে ভূতিনী, যক্ষিণী ও নাগকন্যাগণ দাসী হইয়া সাধকের নিকট থাকেন। যদি কেবল মন্ত্র জপে উক্ত দেবীগণ সিদ্ধা না হন তবে ক্রোধ মন্ত্রে পুটিত করিয়া জপ করিলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি হইবে ॥ ২ ॥

হালাহলং সমুদ্ধৃত্য রৌদ্রবীজমতঃপরং। কালবীজং ত্রিধা কটুদ্বয়ং হালাহলং পুনঃ। অমুকঞ্চ ত্রিধা ক্রোধবীজং তারং কলান্বিতং। অনেন সহিতং মন্ত্রং জপেদষ্টসহস্রকং। ভূতিন্যো দাস্যতাং যান্তি শীঘ্রমাগত্য

নান্যথা। অক্ষি মূর্দ্ধ্নি স্ফুটত্যাশু কুর্ব্বন্তি যদি নান্যথা। নশ্যন্তি সকলান্ গোত্রান্ ক্রোধরাজস্য জাপতঃ॥ ৩॥

ওঁ হ্রৌঁ ক্রুঁ ক্রুঁ ক্রুঁ কটু কটু ওঁ অমুকং ক্রুঁ ক্রুঁ ক্রুঁ ওঁ অঃ এই মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিলে ভূতিনীগণ দাসী হইয়া শীঘ্র আগমন করেন। আগমন না করিলে ভূতিনীগণের চক্ষু ও মস্তক স্ফুটিত হয়। ক্রোধরাজের মন্ত্র জপ করিলে সকল শত্রু বিনাশ হইয়া থাকে॥ ৩॥

গোরোচনেন সংলিখ্যা ভূতিনীপ্রতিমাং শুভাং আক্রম্য বামপাদেন জপেদষ্টসহস্রকং। হাহা হীহী মহাশব্দেনাগত্যাপি চ ভাষতে। ভোভো কিমাজ্ঞাপয়সি চেটী ত্বং ভবসধাকঃ। চেটীকর্ম্ম করোত্যেবং যাবদায়ুশ্চ ভূতিনী॥ ৪॥

গোরোচনাদ্বারা ভূতিনীর প্রতিমূর্ত্তি করিয়া বামপাদে আক্রমন করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিবে। ইহাতে ভূতিনীগণ হাহা হীহী ইত্যাদি মহাশব্দ করত আগমন করেন এবং সাধককে বলেন, অহে তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা কর। তখন সাধক বলিবে, তোমরা আমার দাসী হইয়া যাবজ্জীবন আমার নিকট থাক॥ ৪॥

গোরোচনেন সংলিখ্য ভূতিনী প্রতিমামিমাং। আক্রম্য বামপাদেন জপেদষ্টসহস্রকং। ক্ষণাদেব সমায়াতি যদি নায়াতি সংমুখে। সর্ষপৈস্তাড়য়েদুচ্চৈর্ম্মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ। তারং ভূতেশ্বরীবীজং ক্রোধবীজত্রয়ং ততঃ। মম শত্রূন্নিতিপদং মারয় দ্বয়মীরয়েৎ। বীজং প্রাথমিকং কূর্চ্চবীজমাদায় সংযুতং। এবমুচ্চারিতে তীব্রজবেনাক্রমিতা সতী। ম্রিয়তে ভূতিনী জীবেৎ মৃতাক্ষৌদ্রাভিষেচনাৎ। এবং সা জীবিতা দদ্যাদ্বস্ত্রালঙ্কারভোজনং। দাসীকর্ম্ম করোতেব্যং বজ্রপাণিপ্রসাদতঃ॥ ৫॥

গোরোচনাদ্বারা ভূতিনীর প্রতিমা অঙ্কিত করিয়া বামপাদদ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ জপ করিলে তৎক্ষণাৎ ভূতিনী সাধকের নিকট আগমন করেন। যদি উক্তরূপ জপে আগমন না করেন তবে ওঁ হ্রীঁ কুঁ কুঁ কুঁ মম শত্রূন্ মারয় মারয় হ্রীঁ হুঁ অঃ এই মন্ত্রে শ্বেতসর্ষপদ্বারা ভূতিনীকে তাড়ন করিবে। ইহাতে ভূতিনী অতি দ্রুতবেগে আগমন করেন। যদি উক্ত তাড়নাতে ভূতিনীর মৃত্যু হয় তবে মধুদ্বারা তাহার গাত্র সিঞ্চন করিবে তাহাতে ভূতিনী জীবিত হইয়া সাধকের দাসীকর্ম্ম করেন॥ ৫॥

বিহারদ্বারমাগত্য জপেদষ্টসহস্রকং। যামিন্যাং কুঞ্জরবতী ভূতিন্যায়াতি তোষিতা। বলিদানৈর্ব্বদেদ্বৎস কিমাজ্ঞাপয়সি স্ফুটং। সাধকেনাপি বক্তব্যং মাতৃবৎ পরিপালয়। অনৌপম্যানি বস্ত্রাণি ভোজ্যানি ভূষণানি চ। দদাতি কুঞ্জরবতী ম্রিয়তে শুষ্যতেঽন্যথা ॥ ৬ ॥

বিহারগৃহের দ্বারদেশে গমন করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপ সাধন করিলে রাত্রিতে ভূতিনী কুঞ্জরারোহণে আগমন করেন। তখন সাধক বেলিদানাদি প্রদান করিবে, ইহাতে ভূতিনী তুষ্টা হইয়া বলিবেন তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে, স্পষ্ট করিয়া বল, সাধক বলিবে, আমাকে মাতৃবৎ পালন কর। ইহাতে ভূতিনী সাধককে অনুপম বস্ত্র, বিবিধ ভোজন ও নানাপ্রকার ভূষণাদি প্রদান করেন। ইহার অন্যথা হইলে ভূতিনীর মৃত্যু অথবা দেহ শুষ্ক হয় ॥ ৬ ॥

ইতি ভূতডামরে চেটিকাসাধনবিধিরষ্টমঃ পটলঃ।

———:*:———

উন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

ব্যোমবক্ত্র মহাকায় স্থিত্যুৎপত্তিলয়াত্মক।
ভূতিনীসাধনং ব্রূহি কৃপা মে যদি বর্ত্ততে ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী উন্মত্ত ভৈরবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাকায়! তুমি স্থিতিস্থিতিপ্রলয়কারক, যদি আমার প্রতি তোমার কৃপা থাকে তবে ভূতিনীসাধন আমার নিকট বল ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরব উবাচ।

ভূতিনীসাধনং বক্ষ্যে ক্রোধরাজেন ভাষিতং।
দরিদ্রাণাং হিতার্থায় সংসারার্ণবতারকং ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিলেন, হে ভৈরবি! দরিদ্রদিগের হিতার্থ ক্রোধরাজের কথিত ভূতিনী-সাধন বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ভূতিনীসাধন সংসাররূপ সাগরের ত্রাণকারক ॥ ২ ॥

সা ভূতিনী কুণ্ডলধারিণা চ সিন্দুরিণী চাপ্যথ হারিণী চ। নটী তথা চাতিনটী চ চেটিকা কামেশ্বরী চাপি কুমারিকা চ। ভার্য্যাভ্রাতৃভগিন্যশ্চ স্বেচ্ছয়ৈব ভবন্তি হি ॥ ৩ ॥

ভূতিনীদেবী কুণ্ডলধারিণী, সিন্দুরিণী, হারিণী, নটী, অতিনটী, চেটিকা, কামেশ্বরী ও কুমারিকা ইত্যাদি নানারূপ ধারণ করিয়া সাধকের ইচ্ছানুসারে ভার্য্যা, মাতা বা ভগিনীরূপে সাক্ষাৎ হইয়া সাধকের অভিলাষ পূর্ণ করেন ॥ ৩ ॥

চম্পাবৃক্ষতলে রাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রকং। দিনানি ত্রীণি জাপান্তে উদারার্চ্চনমাচরেৎ। ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা পুনারাত্রৌ জপেন্মনুং। অর্দ্ধরাত্রিগতে দেবী সমাগচ্ছতি ভূতিনী। দদ্যাদ্গন্ধোদকেনার্ঘ্যং তুষ্টা মাত্রাদিকা ভবেৎ। মাতেত্যষ্টশতানাঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারভোজনং। ভগিনী চেত্তদা নারীং দূরাদাকৃষ্য সুন্দরীং। রসং রসাঞ্জনং দিব্যং বিধানঞ্চ প্রয়চ্ছতি। ভার্য্যা চ পৃষ্ঠমারোপ্য স্বর্গং নয়তি কামিতা। দীনারাণাং সহস্রাণি নিত্যং রসরসায়নং। ভোজনং কামিকং দেবী সাধকায় প্রয়চ্ছতি ॥ ৪ ॥

রাত্রিকালে চম্পাবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া অষ্টসহস্র ভূতিনীমন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ তিন দিবস জপ করিয়া মহাপূজা করিবে। তৎপরে গুগ্‌গুলুদ্বারা ধূপ প্রদান করত পুনর্ব্বার মন্ত্র জপ আরম্ভ করিতে হইবে। অর্দ্ধরাত্রি গত হইলে ভূতিনীদেবী আগমন করেন। ঐ সময় চন্দনোদক দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইহাতে ভূতিনীদেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের

ইচ্ছানুসারে মাতা, ভগিনী অথবা ভার্য্যা হইয়া থাকেন। মাতা হইলে অষ্টশত বস্ত্র অলঙ্কার ও ও ভোজন প্রদান করেন। ভগিনী হইলে দূর হইতে সুন্দরী কামিনী আনয়ন করিয়া সাধককে অর্পণ করেন এবং নানাবিধ রসায়ন ভোজ্যবস্তু প্রদান করেন। ভার্য্যা হইলে সাধককে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া স্বর্গপুরে লইয়া যান এবং প্রতিদিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও নানাবিধ রসান্বিত অভিলষিত ভোজনদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন॥৪॥

রাত্রৌ গত্বা শ্মশানে চ জপেদষ্টসহস্রকং। জপান্তে কুণ্ডলবতী সমাগচ্ছতি সন্নিধিং। রুধিরার্ঘ্যেণ সন্তুষ্টা মাতৃবৎ পালয়ত্যপি। পঞ্চবিংশতি দীনারং দদাতি ম্রিয়তেঽন্যথা ॥ ৫ ॥

রাত্রিকালে শ্মশানে গমন করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিবে। জপান্তে কুণ্ডলবতীভূতিনী সাধকের নিকট আগমন করেন। তৎকালে সাধক রুধির দ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া মাতার ন্যায় সাধককে প্রতিপালন করেন এবং পঞ্চবিংশতি সুবর্ণমুদ্রা অর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

শূন্যে দেবালয়ে রাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রকং। সিন্দূরিণী সমায়াতি ভার্য্যাকর্ম্ম করোতি চ। বস্ত্রাদি ভোজনং তুষ্টা দ্বাদশেঽহ্নি প্রয়চ্ছতি। পঞ্চবিংশতি দীনারং ভোজ্যঞ্চাপি রসায়নং ॥ ৬ ॥

শূন্য দেবালয়ে উপবেশন করিয়া রাত্রিকালে অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে সিন্দূরিণী দেবী আগমন করিয়া ভার্য্যাকর্ম্ম সম্পাদন করেন এবং দ্বাদশদিবসে তুষ্টা হইয়া বস্ত্রাদি, ভোজনীয়দ্রব্য ও পঞ্চবিংশতি সুবর্ণমুদ্রা অর্পণ করেন॥ ৬॥

গত্বৈকলিঙ্গং যামিন্যাং জপেদষ্টাযুতং ততঃ। হারিণী শীঘ্রমাগত্য ভাষতে কিং করোমি চ। সাধকেনাপি বক্তব্যং ভার্য্যা ভব সুশোভনে। কামিতার্ষ্টৌ দীনারাণি ভোজ্যং যচ্ছতি কামিনী॥ ৭ ॥

একটী শিবলিঙ্গের নিকট উপবেশন করিয়া রজনীযোগে অষ্ট অযুত (৮০০০০) মন্ত্র জপ করিবে। তাহাতে হারিণী দেবী শীঘ্র আগমন করিয়া সাধককে বলেন, তোমার কি করিব। তখন সাধক বলিবে, হে সুন্দরি! তুমি আমার ভার্য্যা হও। ভূতিনী তাহাতে সন্তুষ্টা হইয়া অষ্ট স্বর্ণমুদ্রা ও ভোজ্যবস্তু অর্পণ করিবে॥ ৭॥

বজ্রপাণিগৃহং গত্বা সন্নিধৌ প্রতিমাং লিখেৎ। দত্ত্বা পুষ্পং কারবীরং জপেদষ্টসহস্রকং। নট্যর্দ্ধরাত্রে আয়াতি সাধকস্যান্তিকে বশৎ। সরক্ত-চন্দনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা জ্ঞাপয়সীতি কিং। বক্তব্যং সাধকেনাপি কিঙ্করীতি ভবেতি চ। বস্ত্রালঙ্করণং ভোজ্যমন্বহং প্রতিযচ্ছতি। ব্যয়ং সর্ব্বং প্রক-র্ত্তব্যং ন কিঞ্চিদ্ধারয়েদ্‌গৃহে॥ ৮॥

বজ্রপাণি গৃহে গমন করিয়া প্রতিমূর্ত্তি লিখিবে। তৎপরে করবীর পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে জপ করিলে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে নটী দেবী সাধকের নিকট আগমন করেন। তৎপরে রক্তচন্দনদ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। তাহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে বলিবেন তোমার কি কার্য্য সম্পাদন করিব, সাধক বলিবে হে দেবি! তুমি আমার কিঙ্করী হইয়া থাক। তৎপরে দেবী সাধকের দাসী হইয়া প্রতিদিন বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভোজ্যবস্তু প্রদান করিয়া থাকেন প্রতিদিন ঐ সমস্ত ব্যয় করিবে ঘরে কিছুই রাখিবে না॥৮॥

নীচগাসঙ্গমং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। সপ্তমাহাবসানেষু পূজাং কুর্য্যা-দনুত্তমাং। তিরোভাবং গতে সূর্য্যে ধূপয়েচ্চন্দনেন চ। জপেদ্‌যাবদর্দ্ধ-রাত্রং সমায়াতি মহানটী। আগতা সা ভবেদ্ভার্য্যা নিত্যং স্বর্ণপলং শতং। প্রভাতে যাতি সন্ত্যজ্য সর্ব্বশেষং ব্যয়েদ্বুধঃ। তদ্ব্যয়াভাবতো-ভূয়ো ন দদাতি প্রকুপ্যতি॥ ৯॥

নদীসঙ্গমস্থলে গমন করিয়া অষ্টসহস্র মূলমন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ সপ্ত দিবস জপ করিয়া বিবিধ উপচারে দেবীর অর্চ্চনা করিতে হইবে। সূর্য্য অস্ত হইলে চন্দন দ্বারা ধূপদান করিবে। পরে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জপ করিলে মহানটী আগমন করিয়া থাকেন। সেই মহানটী ভার্য্যা হইয়া সাধককে প্রতিদিন শতপল স্বর্ণ প্রদান করিয়া প্রভাত কালে প্রতি গমন করেন। সাধক প্রতিদিন ঐ সমস্ত ব্যয় করিবেন। তাহা ব্যয় না করিলে পুনঃ আর প্রদান করেন না পরন্তু কুপিতা হন॥ ৯॥

যামিন্যাং স্বগৃহদ্বারে জপেদষ্টসহস্রকং। ত্র্যহং যাবজ্জপান্তেঽসৌ সমায়াত্যন্তিকে পুনঃ। চেটীকর্ম্ম করোত্যেবং গৃহসংস্কারকর্ম্ম চ। করোতি ক্ষেত্রজং কর্ম্ম বজ্রপাণিপ্রসাদতঃ॥ ১০॥

রাত্রিকালে নিজ গৃহের দ্বারদেশে উপবেশন করিয়া অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে তিন দিবস জপ করিলে সাধকের নিকটে আগমন করিয়া গৃহসংস্কার প্রভৃতি দাসী কর্ম্ম করিয়া থাকেন॥১০॥

গত্বা মাতৃগৃহং রাত্রৌ মৎস্যমাংসং প্রদাপয়েৎ। সহস্রন্তু জপেৎ কামেশ্বরীং সপ্তদিনাবধি। আগতা যদি চেত্তক্ত্যার্ঘ্যেণ সন্তোষিতা সতী। বদেৎ কিমাজ্ঞাপয়সি ভব ভার্য্যা প্রিয়া মম। আশাশ্চ পূরয়ত্যেবং রাজ্যং যচ্ছতি কামিতা ॥ ১১ ॥

রাত্রিকালে মাতৃগৃহে গমন করিয়া মৎস্য মাংস প্রদান পূর্ব্বক প্রতি দিন সহস্রসংখ্যক কামেশ্বরীর মন্ত্র জপ করিবে, এইরূপে সপ্ত দিবস জপ করিলে কামেশ্বরী আগমন করেন। তখন সাধক ভক্তিপূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান করিবে, ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে বলিবে যে, তুমি কি আজ্ঞা কর? সাধক বলিবে, তুমি আমার ভার্য্যা হও। দেবী তাহাতে সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের সকল আশা পরিপূর্ণ ও রাজ্য প্রদান করেন ॥ ১১ ॥

রাত্রৌ দেবগৃহং গত্বা শুভাং শয্যাং প্রকল্পয়েৎ। জাতীপুষ্পেণ বস্ত্রেণ সিতগন্ধেন পূজয়েৎ। ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। জপান্তে শীঘ্রগায়াতি চুম্বত্যালিঙ্গয়ত্যপি। সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তা সম্ভোগাদিসমন্বিতা। যচ্ছত্যষ্টৌ দীনারাণি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। বাসসী ভোজনং দিব্যং কামিকঞ্চ রসায়নং। কুবেরস্য গৃহাদেব দ্রব্যমাকৃষ্য যচ্ছতি। ইত্যাহ ভগবান্ ক্রোধভূপতিঃ স্বয়মেবহি ॥ ১২ ॥

রাত্রিকালে কোন দেবালয়ে গমন করিয়া উত্তম শয্যা রচনা করিয়া জাতীপুষ্প, বস্ত্র ও শ্বেতচন্দনদ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে গুগ্‌গুলুদ্বারা ধূপ প্রদান করত অষ্টসহস্র জপ করিবে। জপান্তে দেবী আগমন করিয়া সাধককে চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রদান করেন। নানা প্রকার অলঙ্কারে সুশোভিতা হইয়া ভার্য্যারূপে সম্ভোগাদি কার্য্যানন্তর সাধককে অষ্ট স্বর্ণ মুদ্রা বস্ত্রদ্বয়, মনোহর ভোজন দ্রব্য ও কুবেরগৃহ হইতে ধন আকর্ষণ করিয়া অর্পন করিয়া থাকেন। ক্রোধরাজ স্বয়ং এইরূপ ভূতিনী সাধন বলিয়াছেন ॥ ১২ ॥

ইতি ভূতডামরে ভূতিনীসাধনং নাম নবমঃ পটলঃ।

—:০:—

উন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

কালবক্ত্র মহাভীম প্রমথেশ ত্রিলোচন।
ব্রহ্মাদি মারণং ব্রূহি যদি তুষ্টোসি ভৈরব ॥ ১ ॥

উন্মত্ত ভৈরবী বলিতেছেন হে প্রমথেশ্বর ত্রিলোচন! তুমি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে আমার নিকট ব্রহ্মাদি মারণ বল ॥ ১ ॥

উম্মত্তভৈরব উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি অসাধ্যং যেন সিদ্ধ্যতি। মারণং ব্রহ্মমুখ্যানাং ভূতপ্রত্যয়কারকং। প্রালেয়ং হনযুগ্মঞ্চ সর্ব্বং মারয় মারয়। বজ্রজ্বালেন কূর্চ্চাস্ত্রময়ং মন্ত্রঃ সুরান্তকঃ। ত্রিংশৎসহস্রজাপেন বজ্রজ্বালাকুলা দিশঃ। অদূরে বহুশস্ত্রস্তোচ্চারাদ্ব্রহ্মাজশঙ্করাঃ। শক্রাদ্যা লৌকিকা দেবা যক্ষ-গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ। এষাং স্ত্রিয়ো বিনাশত্বং খণ্ডখণ্ডং সমাগতাঃ। বোধি-শত্বং মুহুঃ প্রাহুর্ব্বিস্মিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ। প্রণিপত্য সকৃদ্দেবানস্মাকং নিগ্রহং কুরু। বয়ং সিদ্ধি প্রয়চ্ছামো জম্বুদ্বীপে কলৌ যুগে। দুঃশীল-পাপযুক্তেভ্যোঽন্যথা জহি সুরান্তক। তথেত্যুক্ত্বা বজ্রপাণির্ভাষতে ভূতিনীমনুং ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন, আমি ব্রহ্মাদি মারণ মন্ত্র বলিতেছি ইহাদ্বারা অসাধ্য কার্য্য সিদ্ধ হয়। ওঁ হন হন সর্ব্বং মারয় মারয় বজ্রজ্বালেন হুঁ ফট্। এই মন্ত্র দেবতা সকলের অন্তক স্বরূপ। এই মন্ত্র ত্রিশ সহস্র জপ করিলে দিক্ সকল বজ্রজ্বালায় আকুল হয়, অস্ত্র সকল উচ্চারিত হয়। এবং ব্রহ্মা, মহাদেব, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ইহাদিগের স্ত্রীগণ সকলেই বিনাশ পায়। এইরূপ মন্ত্র কথিত হইলে দেবগণ বিস্মিত হইয়া ক্রোধরাজকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন আমরা কলিকালে জম্বুদ্বীপে সিদ্ধিপ্রদান করিব ॥ ২ ॥

প্রালেয়ং শ্রীশশীদেব্যা অনাদি শ্রীতিলোত্তমা। সানাদীং শ্রীং মনুং স্মৃত্য যুক্তং কাঞ্চনমালয়া। বিষং শ্রীবর্ম্মসংযুক্তমাভাষ্য কুলহারিণী।

তারং বর্ম্মসমাযুক্তাং রত্নমালেতি পঞ্চমী। তাং স ইতি রম্ভাখ্যাং বিষং শ্রীমুর্ব্বশী পরা। অনাদি বীজমাভাষ্য ভূষণীত্যুক্ত্বাপ্সরসঃ ক্রমাৎ। ক্রোধং নত্বা প্রবক্তব্যং যথা সংসিদ্ধি সাধনং ॥ ৩ ॥

ওঁ শ্রীঁ তিলোত্তমা। শ্রীঁ হ্রীঁ কাঞ্চনমালা। ওঁ শ্রীঁ হুঁ কুলহারিণী। ওঁ হুঁ রত্নমালা। ওঁ হুঁ রম্ভা। ওঁ শ্রীঁ উর্ব্বশী। ওঁ রমাভূষণী। ক্রোধভৈরবকে নমস্কার করিয়া এই সকল ভূতিনী সাধন মন্ত্র আমি বলিবাম ॥ ৩ ॥

শৈলশৃঙ্গং সমারুহ্য জপেল্লক্ষং সমাহিতঃ। পৌর্ণমাস্যাং সমভ্যর্চ্চ্য ঘৃতদীপং নিবেদয়েৎ। প্রজপেৎ সকলাং রাত্রিং আয়াতি রজনীক্ষয়ে। চন্দনার্ঘ্যেণ সন্তুষ্টা বরং বরয় ভাষতে। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা প্রয়চ্ছতি রসায়নং। সহস্রবৎসরং পাতি শশী দদ্যাদ্‌যথেপ্সিতং ॥ ৪ ॥

পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া লক্ষমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে পূর্ণিমা তিথিতে অর্চ্চনা করিয়া ঘৃত প্রদীপ নিবেদন করিবে। সকল রাত্রি জপ করিলে রাত্রিশেষে দেবী আগমন করেন। তৎকালে সাধক চন্দনদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিলে শশীদেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। শশীদেবী ভার্য্যা হইয়া ইচ্ছানুরূপ রসায়ন দ্রব্য প্রদান করেন এবং সহস্রবর্ষপর্য্যন্ত পালন করেন ॥ ৪ ॥

জপেদযুতমানন্তু ক্ষীরাশী সপ্তবাসরান্। চন্দনেন বিধায়াথ মণ্ডলে সপ্তমে দিনে। সংপূজ্য শক্তিতঃ শুক্লাষ্টম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি। প্রজপেৎ সকলাং রাত্রিং সমায়াতি নিশাক্ষয়ে। আগত্য পুরতস্তিষ্ঠেৎ স্মিতবক্ত্রো-ত্তমস্তনী। চুম্বত্যালিঙ্গয়ত্যাশু ভার্য্যা ভবতি কামিতা। রাজ্যং যচ্ছতি সন্তুষ্টা ত্রিদিবং দর্শয়ত্যপি। পঞ্চবর্ষসহস্রন্তু ভুক্ত্বা ভোগ মনুত্তমং। মৃতে রাজকুলে জন্মপ্রয়চ্ছতি তিলোত্তমা। অন্যথা ম্রিয়তে শীঘ্রং বিপ-রীতং কৃতে সতি ॥ ৫ ॥

সাধক দুগ্ধপান করিয়া সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত দশসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে সপ্তম দিবসে চন্দনদ্বারা মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া শক্তি অনুসারে পূজা করিবে। শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া জপ করিতে হইবে। সকল রাত্রি জপ করিলে রাত্রিশেষে দেবী আগমন করিয়া সাধকের সমীপে উপস্থিত হন। এবং সাধকের ভার্য্যা

হইয়া চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া রাজ্য প্রদান করেন। তৎপরে সাধককে স্বর্গপুর প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। সাধক এইরূপে পঞ্চসহস্র বৎসর বিবিধ ভোগ করিয়া মরণান্তর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে॥ ৫॥

নীচগাসঙ্গমং গত্বা মণ্ডলং চন্দনেন চ। ধূপং দত্ত্বাগুরুঞ্চৈব বলিঞ্চাপি প্রদাপয়েৎ। জপেদষ্টসহস্রন্তু নিত্যং সপ্তদিনাবধি। সপ্তমে দিবসে পূজাং কৃত্বা ধূপং প্রদাপয়েৎ। প্রজপেৎ সকলাং রাত্রিং সমায়াতি নিশাক্ষয়ে। চন্দনার্ঘ্যেণ সন্তুষ্টা বরং বরয় ভাষতে। সাধকেনাপি বক্তব্যং মাতৃবৎ পরিপালয়। বস্ত্রালঙ্করণং ভোজ্যং সাধকেভ্যঃ প্রয়চ্ছতি॥ ৬॥

কোন নদীসঙ্গমস্থলে গমন করিয়া চন্দনদ্বারা মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অগুরুদ্বারা ধূপ দিয়া বলি প্রদান করবে, তৎপরে সপ্তদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর সপ্তম দিবসে পূজা করিয়া ধূপ প্রদান করতঃ রাত্রিতে পুনর্ব্বার মন্ত্র জপ আরম্ভ করিতে হইবে। রাত্রি শেষে দেবী উপস্থিত হইলে চন্দনদ্বারা অর্ঘ্য দিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে বরগ্রহণ করিতে বলিবেন। তখন সাধক বলিবে, দেবি! আমাকে মাতৃবৎ পালন কর। তৎপরে দেবী সাধকদিগকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভোজ্যবস্তু প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৬॥

ন তিথি র্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে। নদীতীরং সমাস্থায়াযুতং মাসং জপেন্মনুং। ধূপং দত্ত্বা সমভ্যর্চ্চ্য পুনারাত্রৌ জপেত্ততঃ। অর্দ্ধরাত্রে সমায়াতি প্রাগ্বদর্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা প্রত্যহং সংপ্রয়চ্ছতি। দীনারাণাং লক্ষমেকং সিদ্ধিদ্রব্যং রসায়নং। দর্শয়েৎ পৃষ্ঠমারোপ্য ত্রিদিবং কুলহারিণী॥ ৭॥

কোন তিথিনক্ষত্র বিবেচনা না করিয়া নদী তীরে গমন পূর্ব্বক দশসহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে। এই সাধনাতে উপবাস করিতে হয় না। এইরূপে এক মাস পর্য্যন্ত জপ করিয়া ধূপ প্রদানকরত রাত্রিকালে পুনর্ব্বার জপ করিবে। এইরূপ অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জপ করিলে দেবী আগমন করেন, তৎক্ষণাৎ সাধক অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন এবং প্রতিদিন লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা ও নানাবিধ রসায়ন দ্রব্য প্রদান করিয়া পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া স্বর্গপুর প্রদর্শন করান॥ ৭॥

দেবতায়তনং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। মাসমেকন্তু মাসান্তে পৌর্ণমাস্যাং পুনর্জ্জপেৎ। সমভ্যর্চ্চার্দ্ধরাত্রে তু শ্রূয়তে নূপুরধ্বনিঃ। সমায়া ত্যন্তিকং দদ্যাৎ পুষ্পাসনমনুত্তমং। কিমিচ্ছসি বদ ত্বং মে ভব ভার্য্যেতি সাধকঃ। ভার্য্যাকর্ম্ম করোত্যেবং ভোজ্যং যচ্ছতি কামিকং। পাতি বর্ষসহস্রাণি রত্নমালা মনো রমা ॥ ৮ ॥

কোন দেবালয়ে গমন করিয়া অষ্টসহস্রবার জপ করিবে। এইরূপে এক মাস পর্য্যন্ত জপ করিয়া মাসান্তে পূর্ণিমাতিথিতে পুনর্ব্বার জপ আরম্ভ করিবে। তৎপরে বিবিধ উপচারে অর্চ্চনা করিলে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে নূপুরধ্বনি শ্রুত হয়। কিয়ৎকাল পরে দেবী সমীপে উপস্থিত হইলে সাধক পুষ্পাসন প্রদান করিবে। তাহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে বলিবেন তুমি কি ইচ্ছা কর? তখন সাধক বলিবে, তুমি আমার ভার্য্যা হও। এইরূপে সিদ্ধি হইলে দেবী ভার্য্যাকর্ম্ম করিতে থাকেন, এবং অভিলষিত ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করেন ও রত্নমালা দেবী সহস্র বর্ষপর্য্যন্ত সাধককে প্রতিপালন করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

প্রতিপত্তিথি মারভ্য কৃত্বা চন্দনমণ্ডলং। ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং দত্ত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। ত্রিসন্ধ্যং পৌর্ণমাস্যান্তু পূজাং কৃত্বা সুশোভনাং। প্রজপেৎ সকলাং রাত্রিং সমায়াতি নিশাক্ষয়ে। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা ত্বন্যথা ম্রিয়তে ধ্রুবং। দদাতি কামিকং দ্রব্যং ভোজ্যদ্রব্যং রসায়নং। দশবর্ষসহস্রাণি জীবত্যন্তে মৃতে পুনঃ। জন্ম রাজকুলে দদ্যাৎ রম্ভা ক্রোধপ্রসাদতঃ ॥ ৯ ॥

প্রতিপত্তিথিতে চন্দনদ্বারা মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া গুগ্গুলুদ্বারা ধূপ প্রদানপূর্ব্বক অষ্টসহস্র পূর্ব্বোক্ত রম্ভামন্ত্র জপ করিবে। প্রতিপৎ হইতে হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত এইরূপ জপ করিয়া পূর্ণিমাতে বিবিধ উপচার দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা তিনবার পূজা করিয়া সকল রাত্রি মন্ত্র জপ করিবে। রাত্রি শেষে দেবী আগমন করিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন এবং সাধকের অভিলষিত দ্রব্য ও বিবিধ রসপূর্ণ ভোজনীয় বস্তু প্রদান করেন। এইরূপে সিদ্ধি হইলে সাধক দশ সহস্র বর্ষ জীবিত থাকিয়া রম্ভাদেবীর প্রসাদে মরণান্তর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

রাত্রৌ দেবগৃহং গত্বা চন্দনেন চ মণ্ডলং। কৃত্বা ধূপং ততোদত্বাযুতং মাসং জপেন্মনুং। মাসান্তে মহতীং পূজাং কৃত্বা রাত্রৌ জপঞ্চরেৎ। নিশা-

ত্যয়ে সমায়াতি প্রদদ্যাৎ কুসুমাসনং। কৃতে চ স্বাগতে প্রশ্নে কিমিচ্ছসি চ ভাষতে। সাধকঃ প্রাহ ভার্য্যা ত্বং ভব যচ্ছ রসায়নং। পাতি বর্ষসহস্রাণি অপ্সরাঃ স্বয়মূর্ব্বশী। পরস্ত্রীং বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বামন্যথা ম্রিয়তে ধ্রুবং ॥ ১০ ॥

রাত্রিকালে কোন দেবালয়ে গমনানন্তর চন্দনদ্বারা মণ্ডল করিয়া ধূপ প্রদানপূর্ব্বক উর্ব্বশীর মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিবে। এইরূপে একমাস পর্য্যন্ত জপ করিয়া মাসান্তে মহতী পূজাপূর্ব্বক রাত্রিতে জপ করিবে। সমস্ত রাত্রি এইরূপে জপ করিলে রাত্রিশেষে দেবী আগমন করিয়া থাকেন। তখন সাধক পুষ্পাসন প্রদান করিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিবেন, তুমি কি অভিলাষ করিতেছ? তখন সাধক বলিবে, হে দেবি! তুমি আমার ভার্য্যা হও এবং বিবিধ রস বিশিষ্ট ভোজ্য দ্রব্য আমাকে অর্পণ কর। এই প্রকারে মন্ত্রসিদ্ধি হইলে উর্ব্বশী অপ্সরা সাধককে সহস্র বর্ষ পালন করিয়া থাকেন। এই দেবতা সিদ্ধ হইলে সাধকের অন্য স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ সাধকের মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

একাকী শয়নে স্থিত্বা শুচী রাত্রৌ চ কুঙ্কুমৈঃ। লিখিত্বা ভূষণীং ভূর্জ্জে চন্দনেন তু ধূপয়েৎ। জপেদষ্টসহস্রন্তু মাসং যাবৎ প্রযত্নতঃ। মাসান্তে তু সমভ্যর্চ্চ্য জপেদষ্টসহস্রকং। রাত্র্যর্দ্ধেঽন্তিকমায়াতি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। সিদ্ধিদ্রব্যং হিরণ্যঞ্চ তুষ্টা যচ্ছতি ভূষণা ॥ ১১ ॥

রাত্রিকালে শুচি হইয়া একাকী শয্যাতে উপবেশন করিয়া ভূর্জপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা ভূষণীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া চন্দনদ্বারা ধূপ প্রদানপূর্ব্বক ভূষণীর মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। একমাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন এইরূপ জপ করিয়া মাসান্তে দেবীর অর্চ্চনা করিয়া পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। ইহাতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে দেবী আগমন করিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন এবং সাধকের প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া নানাবিধ অভিলষিত দ্রব্য ও হিরণ্য প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

ক্রোধরাজঃ পুনঃপ্রাহ যদি নায়াতি সাধিতা। অনেন ক্রোধযোগেন জপেদপ্সরসাং মনুং। বিষং প্রাথমিকং বীজমুদ্ধরেত কটুদ্বয়ং। অমুকীং ক্রোধবীজঞ্চ রতিমাদরসংযুতং। জপেদস্ত্র সমুদ্ধৃত্য মন্ত্রমষ্টসহস্রকং।

ম্রিয়তে শীর্য্যতে মূর্দ্ধ্নি প্রস্ফুটত্যপ্সরেতি চ। বন্ধয়েদপ্সারাবৃন্দং মন্ত্রেণা-নেন সাধকঃ। বিষং বন্ধদ্বয়ং প্রোক্ত্বা হনযুগ্মমুদীরয়েৎ। অমুকীং ক্রোধমন্ত্রাদ্যমপ্সরাবন্ধকো মনুঃ॥ ১২॥

পুনর্ব্বার ক্রোধরাজ বলিতেছেন, যদি উক্তরূপ সাধনাতে ও দেবীগণ আগমন না করেন, তবে ওঁ কটু কটু অমুকী হুঁ ফট্ এই মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। ইহাতে ও পূর্ব্বোক্ত দেবী-গণ আগমন না করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের মস্তক স্ফুটিত হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে। তৎপরে ওঁ বন্ধ বন্ধ হন হন অমুকীং হুং এই মন্ত্রে অপ্সরাগণকে বন্ধ করিবে॥ ১২॥

অথ বক্ষ্যেঽপ্সরোবশ্যকারকং মনুমুত্তমং। বিষং চলদ্বয়ং প্রোক্ত্বা অমুকীং বশমানয়। সকূর্চ্চাস্ত্রং জপেদেবাপ্সরোবশ্যমিয়াৎ পুনঃ॥ ১৩॥

এইক্ষণ অপ্সরাগণের বশীকারক মন্ত্র কথিত হইতেছে। ওঁ চল চল অমুকীং বশমানয় হুঁ ফট্ এই মন্ত্র জপ করিলে অপ্সরাগণ বশীভূতা হইয়া থাকে॥ ১৩॥

অথাতঃ ক্রোধভূপেন মর্ত্ত্যানামুপকারকং। যদুক্তং তদহং বক্ষ্যে অষ্টাপ্সরসসাধনং। অনেনৈব বিধানেন মুদ্রামন্ত্রপ্রভাবতঃ। জননী ভগিনী ভার্য্যা চেটী ভবতি ভূতিনী॥ ১৪॥

অদনন্তর ক্রোধভূপতি মনুষ্যের উপকারার্থ যে অপ্সরাসাধন বলিয়াছেন তাহা কথিত হইতেছে। এই বিধানক্রমে মুদ্রা বন্ধনাদি করিয়া সাধন করিলে অপ্সরাগণ জননী, ভগিনী, ভার্য্যা কিম্বা দাসী হইয়া মনুষ্যের বশীভূতা হইয়া থাকেন॥ ১৪॥

অন্যোন্যমুষ্টিযোগেন পদ্মাবর্ত্তৌ করাবুভৌ।
মধ্যঙ্গুলীং শুচিং কৃত্বা মুদ্রা দুঃখবিনাশিনী॥ ১৫॥

মুদ্রাবন্ধন প্রণালী এই—উভয় হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া পদ্মাবৃত্ত করিবে এবং মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় শুচির আকারে রাখিবে; এই মুদ্রা দুঃখ বিনাশ করে॥ ১৫॥

উভৌ খড়্গাকৃতী কৃত্বা পাণ্যপ্সরবশঙ্করী। সান্নিধ্যকারিণী মুদ্রা

সর্ব্বাপ্সরসসাধিনী। মুদ্রাবন্ধনমাত্রেণ বশীভবতি তৎক্ষণাৎ। পদ্মাবর্ত্তৌ বুভৌ হস্তৌ কৃত্বাপ্সরসসাধিনী ॥ ১৬ ॥

উভয় হস্ত খড়্গাকার করিয়া রাখিবে। এই মুদ্রার নাম সান্নিধ্যকারিণী এই মুদ্রা বন্ধন-মাত্রে সকল অপ্সরা তৎক্ষণাৎ বশীভূতা হন। উভয় হস্ত পদ্মাবৃত্ত করিয়া রাখিলেও অপ্সরা সাধন মুদ্রা হয় ॥ ১৬ ॥

বক্ষ্যাম্যাহ্বানমন্ত্রস্তু যথা ক্রোধেন ভাষিতং। বিষবীজং সমুদ্ধৃত্য সর্ব্বাপ্সরঃ পদন্ততঃ। আগচ্ছদ্বয়মাভাষ্য কূর্চ্চদ্বয়মতঃপরং। তারমাদর-সংযুক্তং বিদ্যাদাহ্বান পূর্ব্বকং ॥ ১৭ ॥

অনন্তর ক্রোধরাজোক্ত আহ্বান মন্ত্র কথিত হইতেছে। ওঁ সর্ব্বাপ্সর আগচ্ছ আগচ্ছ হূঁ হূঁ ওঁ ফট্ এই মন্ত্রে আহ্বান করিলে তৎক্ষণাৎ অপ্সরাগণের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

তারং সর্ব্বপদং সিদ্ধিপদাদ্ যোগেশ্বরীপদং। কূর্চ্চাদস্ত্র সমুদ্ধৃত্যাপ্সরঃ সান্নিধ্যকারকং। বিষং কামপ্রিয়ে চেতি শিবোঽভিমুখকারকং। বিষং বাং প্রাং সমুদ্ধৃত্য ক্রোধবীজদ্বয়ং পুনঃ। বায়ুঃ কালান্বিতো মন্ত্রঃ সর্ব্বাপ্সরসমোহনঃ ॥ ১৮ ॥

ওঁ সর্ব্বসিদ্ধি যোগেশ্বরী হূঁ ফট এই মন্ত্র অপ্সরাদিগের সন্নিধি কারক। ওঁ ক্লীং স্বাহা এই মন্ত্রে অপ্সরাদিগকে অভিমুখ করিতে পারা যায়। ওঁ বাং প্রাং হূঁ হূঁ যং হৌং এই মন্ত্র অপ্সরা-গণের মোহনকারক ॥ ১৮ ॥

ইতি ভূতডামরে অপ্সরঃ সাধনং নাম দশমঃ পটলঃ।

—:*:—
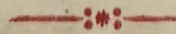
শ্রীউন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

সমস্তদুষ্টশমন সুরাসুরনমস্কৃত।
সন্তুষ্টো যদি দেবেশ যক্ষিণীসাধনং বদ॥ ১॥

উন্মত্তভৈরবী বলিতেছেন, হে দুষ্টান্তকারক সুরাসুর নমস্কৃত ভৈরব! যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক তবে যক্ষিণীসাধন আমার নিকট বল॥ ১॥

শ্রীউন্মত্তভৈরব উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যক্ষিণীসিদ্ধিসাধনং। ক্রোধাধিপং নমস্কৃত্যোৎপত্তিস্থিতিলয়াত্মকং। যক্ষিণ্যোঽষ্টৌ সমাখ্যাতা যাস্তাসাং সিদ্ধিসাধনং। মনুং তমপি বক্ষ্যামি বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কং॥ ২॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন হে দেবি, আমি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী ক্রোধপতিকে নমস্কার করিয়া যক্ষিণীসাধন তোমার নিকট বলিতেছি। যক্ষিণী অষ্টপ্রকার বিখ্যাত আছে, তাহাদিগের সিদ্ধিসাধন ও মন্ত্র বলিতেছি। এই প্রণালীতে যক্ষিণীসাধন করিলে অভিলষিত ফল পাওয়া যায়॥ ২॥

আদিবীজং সমুদ্ধৃত্য আগচ্ছ সুরসুন্দরি। শক্তিবীজং শিবৌ যুক্তমুদ্ধরেদ্বহ্নিসুন্দরীং। সৃষ্টিঃ সর্ব্বমনোহারিণীপদস্থিতি সমুদ্ধরেৎ। আদিবীজং শিবে যুক্তঃ সর্ব্বমনোহারিণীমনুঃ। ব্রহ্মবীজং সমুদ্ধৃত্য ততঃ কনকবত্যপি। মৈথুনপ্রিয়ে আভাষ্য রৌদ্রাদ্বহ্নিবধূস্ততঃ। খ্যাতা কনকবত্যেষা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী। বিষং মাতরাগচ্ছ কামেশ্বর্য্যনলপ্রিয়া। কামেশ্বরীমনুরসৌ বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী। বিষং ভূতেশ্বরীবীজং ক্ষতজার্ণমতঃপরং। রৌরবং রতিসংযুক্তং প্রিয়ে জ্বলনবল্লভা। রতিপ্রিয়ামনুঃ-প্রোক্তো বাঞ্ছিতার্থপ্রদানকৃৎ। বিষং প্রাথমিকং বীজং পদ্মিনীজ্বলনপ্রিয়া। অভীষ্টার্থপ্রদো নৃণামিত্যুক্তঃ পদ্মিনীমনুঃ। আদিবীজাচ্চ ভূতেশীং নটীতোঽপি মহানটীং। স্বর্ণাভ্ররূপবতীং পশ্চাৎ শিবোঽন্তোসৌ

নটীমনুঃ। অনাদিরদ্রিজাবীজং উচ্চরেদনুরাগিণীং। মৈথুনপ্রিয় আভাষ্য দ্বিঠান্তোক্তানুরাগিণী ॥ ৩॥

ওঁ আগচ্ছ সুরসুন্দরি হ্রীঁ হোঁ স্বাহা এই মন্ত্রে সুরসুন্দরীর আরাধনা করিবে, ওঁ সর্ব্বমনোহারিণী ওঁ হোঁ। মনোহারিণীর সাধনাতে এই মন্ত্র জানিবে। ওঁ কনকবতি মৈথুনপ্রিয়ে হোঁ স্বাহা। এই কনকবতীর মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। ওঁ মাতরাগচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহা। এই কামেশ্বরীমন্ত্র বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করে। ওঁ হ্রীঁ রতিপ্রিয়ে স্বাহা॥ এই রতিপ্রিয়ামন্ত্র কথিত হইল, এই মন্ত্র বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করে। ওঁ পদ্মিনী স্বাহা, এই পদ্মিনী মন্ত্র মনুষ্যের অভীষ্টার্থ প্রদান করে। ওঁ হ্রীঁ নটী মহানটী স্বর্ণ রূপবতী হোঁ, এই মহানটী মন্ত্র কথিত হইল। ওঁ হ্রীঁ অনুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা, এই মন্ত্রে অনুরাগিণীর আরাধনা করিবে। অষ্টযক্ষিণীর এই অষ্ট মন্ত্র কথিত হইল॥ ৩॥

অথাসাং সাধনং বক্ষ্যে একৈকং ক্রোধভাষিতং। বজ্রপাণিগৃহং গত্বা দত্বা ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং। জপেত্ত্রিসন্ধ্যং মাসান্তে আয়াতি সুরসুন্দরী। জননী ভগিনী ভার্য্যা স্বেচ্ছয়া কামিতা ভবেৎ॥ রাজ্যং দীনারলক্ষঞ্চ রসঞ্চাপি রসায়নং। মাতা ভূত্বা মহাযক্ষী মাতৃবৎ পরিপালয়েৎ। যদি স্যাদ্ভগিনী দিব্যাং কন্যামানীয় যচ্ছতি। রসং রসায়নং সিদ্ধদ্রব্যং ভার্য্যা ভবেদ্ যদি। সর্ব্বাশাঃ পূরয়ত্যেবং মহাধনপতির্ভবেৎ॥ ৪॥

এইক্ষণ উক্ত অষ্ট যক্ষিণীর সাধন পদ্ধতি যাহা ক্রোধরাজ বলিয়াছেন, তাহা পৃথক্ রূপে কথিত হইতেছে। বজ্রপাণির গৃহে গমন করিয়া গুগ্‌গুলুদ্বারা ধূপ প্রদান করত প্রতিদিন তিন সন্ধ্যা পূর্ব্বোক্ত সুরসুন্দরীর মন্ত্র জপ করিবে। একমাস এইরূপ জপ করিলে মাসান্তে দেবী আগমন করেন এবং সাধকের ইচ্ছানুসারে জননী, ভগিনী কিম্বা ভার্য্যা হইয়া থাকেন। যক্ষিণী আগমন করিলে যদি সাধক তাহাকে মাতৃসম্বোধন করে, তবে দেবী তাহাকে রাজ্য, লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা এবং নানাবিধ রসায়ন দ্রব্য প্রদান করিয়া মাতৃবৎ পালন করেন। যক্ষিণীকে ভগিনীভাবে আরাধনা করিলে দিব্য কন্যা, নানাপ্রকার রসায়ন দ্রব্য দিয়া থাকেন এবং ভার্য্যারূপে সাধন করিলে সাধকের সর্ব্বপ্রকার আশা পূর্ণ হয় ও সাধক মহাধনপতি হইয়া থাকে॥ ৪॥

গত্বা সরিত্তটং কৃত্বা চন্দনেন চ গুগ্গুলং। পূজাং বিধায় মহতীং

দত্ত্বা ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং । আসপ্তদিবসং মন্ত্রং জপেদযুতসংখ্যকং । সপ্তমে দিবসে রাত্রৌ কৃত্বা পূজাং মনোরমাং প্রজপেদর্দ্ধরাত্রে তু শীঘ্রমায়াতি যক্ষিণী । সাধকং কিং করোমীতি বদেচ্চেট্যাহ সাধকঃ । শতাষ্টপরিবারাঢ্যা বাঞ্ছিতার্থঞ্চ যচ্ছতি । শতমেকঞ্চ দীনারং সাবশেষং ব্যয়েদ্বুধঃ । তদ্ব্যয়াভাবতো ভূয়ো ন দদাতি প্রকুপ্যতি । ন দদাতি ন চায়াতি ম্রিয়তে সা মনোহরা ॥ ৫ ॥

নদীতটে গমন করিয়া চন্দনদ্বারা মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মহাপূজা করিবে। এবং গুগ্‌গুলুদ্বারা ধূপ প্রদান করত পূর্ব্বকথিত মনোহারিণীর মন্ত্র দশসহস্র জপ করিবে। সপ্তদিবস এইরূপে পূজা ও মন্ত্র জপ করিয়া সপ্তমদিবসে রাত্রিকালে মহতী পূজা করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে মনোহারিণী যক্ষিণী আগমন করিয়া সাধককে বলিবেন, তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে ? তখন সাধক বলিবে, তুমি আমার চেটিকা হইয়া থাক। যক্ষিণী তাহাতে বশীভূতা হইয়া অষ্টোত্তর শত পরিবারের সহিত সাধকের কার্য্য করিতে থাকেন এবং অভিলষিত বস্তু, শত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। সাধক সেই সকল দ্রব্য অবশিষ্ট না রাখিয়া সমুদায় ব্যয় করিবেন। সমুদয় ব্যয় না করিলে দেবী কুপিতা হইয়া পুনর্ব্বার আর তাহা প্রদান করেন না এবং আর সেই দেবীর সাক্ষাৎ হয় না ॥ ৫ ॥

বটবৃক্ষতলং গত্বা মৎস্যমাংসাদি দাপয়েৎ । উচ্ছিষ্টেন স্বয়ং রাত্রৌ সহস্রং সপ্তবাসরান্‌ । প্রজপেৎ সপ্তমেঽহ্ন্যর্দ্ধরাত্রেঽভ্যর্চ্চ্য সুগন্ধিভিঃ । সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তা সর্ব্বাবয়বসুন্দরী । শতাষ্টপরিবারাঢ্যা ধ্যাতা গচ্ছতি সন্নিধিং । অন্বহং দ্বাদশানাঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারভোজনং । দদ্যাদষ্টৌ দীনারাণি ভার্য্যা ভবতি কামিতা । দেবী কনকবত্যেষা সিদ্ধ্যত্যেবং নচান্যথা ॥ ৬ ॥

বটবৃক্ষতলে গমন করিয়া মৎস্য মাংসাদি প্রদান করিবে এবং সেই উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের সহিত রাত্রিতে পূর্ব্ব কথিত কনকবতী মন্ত্র সহস্রবার জপ করিতে হইবে। এইরূপে সপ্তদিবস জপ করিয়া সপ্তমদিবসে অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। ইহাতে সন্তুষ্টা হইয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কনকবতী সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া একশত অষ্টপরিবারের সহিত সাধকের নিকট আগমন করেন এবং দ্বাদশ প্রকার বস্ত্র- অলঙ্কার, ভোজ্যদ্রব্য ও অষ্ট সুবর্ণমুদ্রা

প্রদান করিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন। এইরূপে আরাধনা করিলে দেবী কনকবতী সিদ্ধা হন ইহার অন্যথা হয় না ॥ ৬ ॥

গোরোচনেন প্রতিমাং ভূর্জ্জপত্রে বিধায় চ। শয্যামারুহ্য একাকী সহস্রং প্রজপেন্মনুং। মাসান্তে মহতীং পূজাং কৃত্বা রাত্রৌ পুনর্জ্জপেৎ। ততোঽর্দ্ধরাত্রে আয়াতি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দিব্যালঙ্করণং ত্যক্ত্বা শয়নে প্রত্যহং ব্রজেৎ। পরস্ত্রীগমনত্যাগোঽন্যথা মৃত্যুরনুব্রতঃ। ইয়ং কামেশ্বরী দেবী বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী চিন্তয়েত্তাং স্বর্ণবর্ণাং দিব্যালঙ্কারভূষিতাং। সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাং শক্তিং সর্ব্বজ্ঞামভয়প্রদাং। জাতী-প্রভৃতিভিঃ পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য ধৃতোৎপলাং। এবং প্রসাধিতে মন্ত্রে মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৭ ॥

ভূর্জপত্রে গোরোচনাদ্বারা প্রতিমা অঙ্কিত করিয়া রাত্রিকালে একাকী শয্যাতে বসিয়া পূর্ব্ব কথিত কামেশ্বরীমন্ত্র সহস্রবার জপ করিবে। এই প্রকারে একমাস মন্ত্র জপ করিয়া মাসান্তে দেবীর পূজা করিয়া রাত্রিতে পুনর্ব্বার মন্ত্র জপ আরম্ভ করিবে। ইহাতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে কামেশ্বরী আগমন করিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন এবং সাধকের সহিত রাত্রি জাপন করিয়া শয্যাতে দিব্য অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করেন। এই দেবতা সিদ্ধ হইলে অন্য স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করিতে হয়, অন্যথা শীঘ্রই সাধকের মৃত্যু হইয়া থাকে। এই কামেশ্বরী দেবী অভিলষিত অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। সেই কাঞ্চনবর্ণা দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা সর্ব্বঅভীষ্টদায়িনী সর্ব্বজ্ঞা অভয়দাত্রী শক্তিরূপিণী উৎপলধারিণী কামেশ্বরী দেবীকে জাতী প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া ধ্যান করিবে। এইরূপে আরাধনা করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং দত্ত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। আসপ্তদিবসং সপ্তদিবসান্তে চ বৈষ্ণবীং। পূজাং বিধায় যত্নেন ঘৃতদীপং বিধায় চ। প্রজপেদর্দ্ধ-রাত্রেঽসৌ সমায়াতি রতিপ্রিয়া। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা দিব্যং ভোজ্যং রসায়নং। পঞ্চবিংশতি দীনারং বস্ত্রালঙ্করণানি চ। আশাশ্চ পূরয়ত্যাশু সিদ্ধিদ্রব্যং প্রয়চ্ছতি ॥ ৮ ॥

গুগ্গুলুদ্বারা ধূপ প্রদান করত পূর্ব্বোক্ত রতিপ্রিয়া মন্ত্র অষ্টসহস্র বার জপ করিবে। সপ্তদিবস এইরূপ জপ করিয়া সপ্তদিবসান্তে যত্নপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিবে এবং রাত্রিকালে

ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে রতিপ্রিয়া যক্ষিণী আগমন করিয়া থাকেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া দিব্য রসায়ন ভোজ্যদ্রব্য, পঞ্চবিংশতি স্বর্ণ মুদ্রা ও বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া সকল প্রকার আশা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

স্বগৃহে বা শিবস্থানে মণ্ডলং চন্দনাত্মকং। কৃত্বা গুগ্‌গুলু ধূপঞ্চ দত্ত্বাভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ। জপেদষ্টসহস্রন্তু মাসমেকং নিরন্তরং। পৌর্ণমাস্যাং সমভ্যর্চ্চ্য যথাবিভবতোনিশি। প্রজপেদর্দ্ধরাত্রে তু সমাগচ্ছতি পদ্মিনী। সর্ব্বাশাঃ পূরয়েত্তেষা ভার্য্যা ভবতি কামিতা। রসং রসায়নদ্রব্যং সিদ্ধিদ্রব্যং প্রয়চ্ছতি ॥ ৯ ॥

স্বগৃহে কিম্বা শিবালয়ে গমন করিয়া চন্দনদ্বারা মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক গুগ্‌গুলুদ্বারা ধূপপ্রদান করত বিধানক্রমে পদ্মিনী দেবীর অর্চ্চনা করিবে এবং একমাস পর্য্যন্ত নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত পদ্মিনী মন্ত্র অষ্টসহস্র বার জপ করিতে হইবে। তৎপরে পূর্ণিমার রাত্রিতে আপনার বিভবানুসারে পূজা করিয়া জপ করিতে থাকিবে। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে পদ্মিনী আগমন করিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন এবং নানাবিধ অভিলষিত রসায়ন দ্রব্য প্রদান করিয়া সাধকের সকল আশা পরিপূর্ণ করেন ॥ ৯ ॥

অশোকবৃক্ষমাগত্য মৎস্যমাংসং প্রদাপয়েৎ। ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। মাসান্তে মহতীং পূজাং কৃত্বা প্রাগ্বজ্জপেন্নিশি। অর্দ্ধরাত্রে সমায়াতি জননী ভগিনী বধূঃ। স্বেচ্ছয়া জননী ভূত্বা ভোজ্যং যচ্ছতি বাসসী। ভগিনী চেত্তদা কাম্যং ভোজ্যালঙ্করণাদিকং। সহস্রযোজনাদ্দিব্যাং স্ত্রিয়মানীয় যচ্ছতি। ভার্য্যা চেৎ পূরয়ত্যাশা রসঞ্চৈব রসায়নং। দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি প্রত্যহং পরিতোষিতা ॥ ১০ ॥

অশোক বৃক্ষের নিকট গমন করিয়া মৎস্য মাংস প্রদান করিবে এবং গুগ্‌গুলুদ্বারা ধূপ প্রদান করত পূর্ব্বোক্ত মহানটী যক্ষিণীর মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। এক মাস এই প্রকার জপ করিয়া মাসান্তে মহতী পূজা পূর্ব্বক রাত্রিতে পূর্ব্ববৎ মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে যক্ষিণী আগমন করিয়া সাধকের ইচ্ছানুসারে জননী ভগিনী, কিম্বা ভার্য্যা হইয়া থাকেন। সাধকের জননী হইলে ভোজ্যদ্রব্য ও বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করেন। ভগিনী হইলে অভিলষিত ভোজ্যদ্রব্য ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া সহস্র যোজন হইতে দিব্য কামিনী আনিয়া

দিয়া থাকেন। ভার্য্যা হইলে সকল প্রকার আশা পূরণ করেন এবং নানাবিধ রসায়ন দ্রব্য ও অষ্ট স্বর্ণ মুদ্রা প্রতিদিন দিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

কুঙ্কুমেন সমালিখ্য যক্ষিণীং ভূর্জ্জপত্রকে। প্রতিপত্তিথিমারভ্য প্রত্যহং পরিপূজয়েৎ। ধূপাদ্যৈঃ প্রজপেদষ্টসহস্রমনুরাগিণীং। পৌর্ণমাস্যাং পুনারাত্রৌ ঘৃতদীপং প্রকল্পয়েৎ। পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ সকলাং প্রজপেন্নিশাং। প্রভাতেঽসৌ সমায়াতি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। মুদ্রাসহস্রং ভোজ্যঞ্চ রসঞ্চাপি রসায়নং। প্রয়চ্ছতি চ বস্ত্রাণি জীবেদ্বর্ষসহস্রকং। যদি কালমতিক্রামে না গচ্ছতি ন সিদ্ধ্যতি। বিষং ক্রোধাস্ত্রযুক্ প্রোক্ত্বামুকীযক্ষিণ্যতঃপরং। ভূতেশীং সাদরং যুগ্মং দ্বয়ং ক্রোধাস্ত্রসংযুতং। ক্রোধেনানেন চাক্রম্য জপেদষ্টসহস্রকং। তথাকৃতে সমায়াতি বাঞ্ছিতার্থং প্রয়চ্ছতি। যদি নায়াতি ম্রিয়তে অক্ষিমূর্দ্ধ্নি স্ফুটত্যপি। রৌরবে নরকে ঘোরে পাতয়েৎ ক্রোধভূপতিঃ ॥ ১১ ॥

ভূর্জপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা যক্ষিণীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা ধূপদীপাদি বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া এবং রাত্রিকালে অষ্ট সহস্র অনুরাগিণীমন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে প্রত্যহ পূজা ও জপ করিয়া পূর্ণিমার রাত্রিতে ঘৃত প্রদীপ দিবে। এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি নানাপ্রকার উপকরণদ্বারা পূজা করিয়া সকলরাত্রি মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে প্রভাত সময়ে দেবী আগমন করেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া অভিলাষপূর্ণ করিয়া থাকেন। অপর, সাধককে সহস্র মুদ্রা, নানা রসযুক্ত ভোজনীয় দ্রব্য ও বস্ত্রাদি প্রদান করেন। এই দেবতা সিদ্ধি হইলে সাধক সহস্রবর্ষ জীবিত থাকে। যদি উক্তপ্রকার সাধনা করিলে যথাসময়ে দেবী আগমন না করেন, তবে আগমন কাল অতীত হইলে ওঁ হুঁ ফট্ ফট্ অমুক যক্ষিণী হ্রীঁ যঃ যঃ হুঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে দেবী আগমন করিয়া অভিলষিত অর্থ প্রদান করেন। ইহাতেও যক্ষিণী আগমন না করিলে চক্ষু ও মস্তক স্ফুটিত হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে এবং ক্রোধভূপতি তাহাকে ঘোরতর নরকে পাতিত করেন ॥ ১১ ॥

মুষ্টিমধ্যোঽন্যমাস্থায় কনিষ্ঠে বেষ্টয়েদ্ভূতে। প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েত্তর্জ্জন্যৌ

কার্য্যৌ তারঙ্কুশাকৃতী। ইয়ং ক্রোধাঙ্কুশী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণক্ষমা॥ ১২॥

অনন্তর যক্ষিণীমুদ্রা কথিত হইতেছে। উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিবে। তৎপরে তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া অঙ্কুশাকৃতী করিবে। ইহার নাম ক্রোধাঙ্কুশী মুদ্রা। এই মুদ্রাদ্বারা ত্রিভুবন আকর্ষণ করিতে পারা যায়॥ ১২॥

পাণী সমৌ বিধায়াথ বিপরীতমধ্যমাদ্বয়ং। কৃত্বা তির্য্যগনামান্তে বাহ্যতঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ। তর্জ্জন্যাভিনিবিষ্টেন কনিষ্ঠা গর্ভসংস্থিতা। জ্যেষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেনাহ্বয়েদ্ যক্ষিণীং সর্ব্বাং হি মুদ্রয়া॥ ১৩॥

যক্ষিণীর মুদ্রান্তর কথিত হইতেছে। হস্তদ্বয় সমান করিয়া বিপরীত মধ্যমাদ্বয় তির্য্যক্ ভাবে অনামিকার প্রান্তে স্থাপন করিবে। তৎপরে তর্জ্জনীদ্বারা আকৃষ্ট কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয়কে হস্তগর্ভে রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা আহ্বান করিবে॥ ১৩॥

বিষবীজং সমুদ্ধৃত্য বীজং প্রাথমিকং ততঃ। আভাষ্য তামনীং গচ্ছ সংযুক্তাং দ্বিঃ সমুদ্ধরেৎ। যক্ষিণ্যগ্নিপ্রিয়ান্তোঽয়ং যক্ষিণ্যাহ্বানকৃন্মনুঃ। আহ্বানমুদ্রয়া বামাঙ্গুষ্ঠেনাপি বিসর্জ্জয়েৎ। যক্ষিণীমনুনানেন বক্ষ্যমাণেন পূজিতা। প্রালেয়ং রৌদ্রীয়ং বীজং গচ্ছদ্বয়সমন্বিতং। অমুকযক্ষিণ্যুদ্ধৃত্য পুনরাগমনায় চ। দ্বিঠান্তমুদ্ধরেন্মন্ত্রং যক্ষিণীনাং বিসর্জ্জয়েৎ॥ ১৪॥

ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছাগচ্ছ অমুক যক্ষিণি স্বাহা এই মন্ত্রে যক্ষিণীর আহ্বান করিবে। যক্ষিণী দেবী পূজার মন্ত্র পরে কথিত হইবে আহ্বানমুদ্রা কিম্বা বামাঙ্গুষ্ঠদ্বারা ওঁ হ্রীঁ গচ্ছ গচ্ছ অমুক যক্ষিণী পুনরাগমনায় স্বাহা এই মন্ত্রে যক্ষিণীকে বিসর্জ্জন করিবে॥ ১৪॥

কৃত্বান্যোঽন্যমুভে মুষ্টিপ্রসার্য্য মধ্যমাদ্বয়ং। সংমুখীকরণী মুদ্রা যক্ষিণীনাং প্রদর্শয়েৎ। বিষং মহাযক্ষিণীতি উদ্ধরেন্মৈথুনপ্রিয়ে। বহ্নিজায়াং তথোক্তোঽয়ং সংমুখী করণো মনুঃ॥ ১৫॥

উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় প্রসারিত করিবে, ইহার নাম সংমুখীকরণ মুদ্রা। যক্ষিণীর আবাহন করিয়া এই সংমুখীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ওঁ মহাযক্ষিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা। সংমুখীকরণে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়॥ ১৫॥

অন্যোঽন্য মুষ্টিমাস্থায় প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েদুভে। কনিষ্ঠে চাপি মুদ্রেয়ং সান্নিধ্যকারিণী স্মৃতা। বিষং কামপদাদ্ ভোগেশ্বরী স্বাহেতি সংযুতা॥ ১৬॥

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় প্রসারিত করিয়া আকুঞ্চিত করিবে। ইহার নাম সান্নিধ্যকারিণী মুদ্রা, ওঁ কাম ভোগেশ্বরি স্বাহা এই মন্ত্র সান্নিধ্যকরণে প্রশস্ত॥১৬॥

কৃত্বা মুষ্টিং ততোঽন্যোঽন্যং সাধকানাং হৃদি ন্যসেৎ। বক্ষ্যমাণেন মনুনা মুদ্রাস্থাপনকর্ম্মণি। বিষং বীজং সমুদ্ধৃত্য ত্রৈলোক্যগ্রসনাত্মকং। সংযুক্তং ধূম্রভৈরব্যা নাদবিন্দুসমন্বিতং। হৃদয়ায় শিরোন্তোঽয়ং হৃদি সংস্থাপয়েন্মনুং॥ ১৭॥

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া ওঁ ক্ষ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ এই মন্ত্রে ঐ মুষ্টিদ্বয় বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিবে। যক্ষিণীর এই মন্ত্র ও মুদ্রা ত্রিভুবন গ্রাস করিতে পারে॥ ১৭॥

কৃত্বা মুষ্টিং ততোঽন্যোঽন্যং তর্জ্জনীমপি মধ্যমাং। প্রসার্য্য প্রমুখী বেদ্যা মুদ্রা মন্ত্রসমন্বিতা। বিষং সর্ব্বমনোহারিণী দ্বিঠান্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ। পঞ্চোপচারমুদ্রায়া মনুরেষ উদাহৃতঃ॥ ১৮॥

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীকে প্রসারিত করিবে। ইহার নাম প্রমুখী মুদ্রা, এই মুদ্রাদ্বারা ওঁ সর্ব্ব মনোহারিণী স্বাহা এই মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারে যক্ষিণীর পূজা করিবে॥১৮॥

ইতি ভূতডামরে যক্ষিণীসাধনং নাম একাদশঃ পটলঃ।

---:*:---

উন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

সুরাসুরজগত্রাণদায়ক প্রমথাধিপ।
কালবজ্র বদ ত্বং মে নাগিনীসিদ্ধিসাধনং ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী উন্মত্তভৈরবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রমথেশ্বর তুমি সুরাসুরাদি ত্রিজগতের ত্রাণকর্ত্তা এইক্ষণ আমার নিকট নাগিনী সাধন বল ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরব উবাচ।

অথাষ্টনাগরাজানাং সিদ্ধিসাধনমুচ্যতে। পরিবন্মণ্ডলং নত্বা ক্রোধরাজং সুরেশ্বরং। মনুমাসাং প্রবক্ষ্যামি যথা ক্রোধেন ভাষিতং ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন আমি সুরেশ্বর ক্রোধরাজকে নমস্কার করিয়া তোমার নিকট নাগিনীসাধন এবং ক্রোধরাজোক্ত নাগিনামন্ত্র বলিতেছি ॥ ২ ॥

পঞ্চরশ্মেঃ পূর্ব্বমনুনা প্রোক্তোনন্তমুখীমনুঃ। বিষবীজাৎ পূঃ কর্কোটমুখীপ্রোক্তো মহামনুঃ। প্রালেয়াৎ পাদ্মনাপূঃ স্যাৎ পদ্মিণীমনুরারিতঃ। প্রালেয়াৎ কালজিহ্বাপূশ্চতুর্থো মনুরীরিতঃ। বিষান্মহাপদ্মিনী পূরুক্তেয়ং পাদ্মিনীপুরা। প্রালেয়াদ্বাসুকী প্রোক্তো মুখী পূর্ব্বমুখী মুখী। তারাৎ কূর্চ্চদ্বয়াদ্ভূপ মুখী পূর্ব্বপরো মনুঃ। প্রালেয়াৎ শঙ্খিনীং গৃহ্য ততো বায়ুমুখী পদং। কূর্চ্চদ্বয়ান্তমুদ্ধৃত্য শঙ্খিনীমনুরারিতঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর অষ্টনাগিনীর অষ্টপ্রকার মন্ত্র কথিত হইতেছে। ওঁ পূঃ অনন্তমুখী স্বাহা এই মন্ত্রে অনন্তমুখী নাগিনীর আরাধনা করিবে। ওঁ পূঃ কর্কোটমুখী স্বাহা এই মন্ত্রে কর্কোটমুখী নাগিনীর পূজাদি করিতে হয়। ওঁ পূঃ পদ্মিনীমুখী স্বাহা, পদ্মিনীমুখী নাগিনীর এই মন্ত্র। ওঁ কালজিহ্বা পূঃ স্বাহা, এই মন্ত্রে তক্ষকমুখী নাগিনীর আরাধনা করিবে। ওঁ মহাপদ্মিনী স্বাহা, এই মন্ত্রে মহাপদ্মমুখী নাগিনীর পূজাদি করিতে হয়। ওঁ বাসুকীমুখী স্বাহা, এই মন্ত্রে বাসুকীমুখী নাগিনীর উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ওঁ হূঁ হূঁ পূর্ব্বভূপ মুখী স্বাহা, কুলীরমুখী নাগিনীর এই মন্ত্র। ওঁ শঙ্খিনী বায়ুমুখী হূঁ হূঁ এই মন্ত্রে শঙ্খিনী নাগিনীর আরাধনাদি করিবে ॥ ৩ ॥

গত্বা তু নাগভুবনং লক্ষমেকং জপেন্মনুং।
তুষ্টা ভবন্তি নাগিন্যো অনয়া পূর্ব্বসেবয়া ॥ ৪ ॥

নাগলোকে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নাগিনী মন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে। এইরূপ জপ করিলে অষ্টনাগিনী সন্তুষ্টা হন ॥ ৪ ॥

গত্বা নাগভুবং শুক্লপঞ্চম্যাং দাপয়েদ্বলিং। যথোক্তগন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ পূজয়িত্বা জপঞ্চরেৎ। সহস্রং শীঘ্রমায়াতি নাগকন্যান্তিকং স্বয়ং। ক্ষীরেণার্ঘ্যং নিবেদ্যাথ বক্তব্যং স্বাগতং পুনঃ। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা চাষ্টৌ মুদ্রা প্রযচ্ছতি ॥ ৫ ॥

নাগলোকে গমন করিয়া শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতিথিতে বলিদান করিবে। তৎপরে গন্ধ পুষ্পাদি উপচারদ্বারা পূজা করিয়া জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ জপ সময়ে সহস্র নাগকন্যা আগমন করেন। তখন সাধক ক্ষীরদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিবে। এইরূপে সাধন করিলে নাগিনী ভার্য্যা হইয়া অভিলাষ পূর্ণ করিয়া সাধককে অষ্ট মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

নীচগাসঙ্গমং গত্বা ক্ষীরাহারী জপঞ্চরেৎ। সহস্রমন্বহং দিব্যা নাগিন্যায়াতি সন্নিধিং। চন্দনেন নিবেদ্যার্ঘ্যং ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দীনারমন্বহং পঞ্চ ভোজ্যং যচ্ছতি কামিকং ॥ ৬ ॥

কোন নদীর সঙ্গমস্থলে গমন করিয়া ক্ষীরাশন করত নাগিনী মন্ত্র জপ করিবে॥ এইরূপ জপ করিলে প্রতিদিন সহস্র নাগকন্যা সাধকের নিকট আগমন করেন। তখন সাধক চন্দন-দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইহাতে সেই নাগকন্যা সাধকের ভার্য্যা হইয়া সাধককে পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা ও নানাবিধ ভোজনদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

নাগস্থানে নিশি স্থিত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। নাগিন্যায়াতি পূজান্তে শিরোরোগেণ সংযুতা। কিং করোমি বদেদ্বৎস ভবমাতেতি সাধকঃ। বস্ত্রালঙ্করণং ভোজ্যং মানঞ্চাপি প্রযচ্ছতি। তদ্বৎ পঞ্চ দীনারাণি

ব্যয়িতব্যানি শেষতঃ। তদ্ব্যয়াভাবতো ভূয়ো ন দদাতি প্রকুপ্যতি ॥ ৭ ॥

নাগলোকে বসিয়া রাত্রিতে নাগিনী মন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। এইরূপ জপ করিলে নাগিনী শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া সাধকের নিকট আগমন পূর্ব্বক সাধককে বলিবেন যে, তোমার কি কার্য্য করিব। তখন সাধক বলিবে তুমি আমার মাতা হইয়া থাক। তৎকালে নাগিনী সন্তুষ্টা হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, মনোভিলষিত ভোজ্যদ্রব্য সম্মান ও পঞ্চস্বুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করেন। সাধক সেই মুদ্রা অবশিষ্ট না রাখিয়া সমুদায় ব্যয় করিবে। সমুদায়:ব্যয় না করিলে দেবী পুনর্ব্বার তাহা প্রদান করেন না বরং কুপিতা হইয়া থাকেন॥ ৭ ॥

রাত্রৌ সরোবরং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। নাগিন্যায়াতি জাপান্তে ভার্য্যা ভবতি কামিতা। যদ্‌যদ্দাতি দ্রব্যাণি ব্যয়ং কুর্য্যাদশেষতঃ। ব্যয়াভাবেন সা ভূয়ো ন দদাতি প্রকুপ্যতি ॥ ৮ ॥

রাত্রিকালে সরোবরে গমন করিয়া নাগিনীমন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। জপের অবসানে নাগিনী আগমন করিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন। সাধক ঐ সকল দ্রব্য প্রতিদিন অবশেষ না রাখিয়া সমুদায় ব্যয় করিবে। সমুদায় ব্যয় না করিলে নাগিনী কুপিতা হন এবং পুনর্ব্বার কোন দ্রব্য প্রদান করেন না॥ ৮ ॥

নীচাগসঙ্গমং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। নাগকন্যা সমায়াতি জপান্তে সাধকান্তিকং। সূর্য্যবর্ণাসনং দত্বা বক্তব্যং স্বাগতং পুনঃ। ভার্য্যা ভূত্বাম্বহং স্বর্ণং দদাতি চ শতং পলং ॥ ৯ ॥

কোন নদীসঙ্গমস্থলে গমন করিয়া নাগিনীমন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। জপের শেষ হইলে নাগকন্যাগণ সাধকের নিকট আগমন করিয়া থাকেন। তৎকালে সাধক নাগিনীকে সূর্য্যবর্ণ আসন প্রদান করিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিবে। ইহাতে নাগিনী সাধকের ভার্য্যা হইয়া প্রতি দিন শতপল স্বর্ণ প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৯ ॥

রাত্রৌ সরোবরং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। জপান্তেঽন্তিকমায়াতি

নাগকন্যা মনোহরা। অষ্টহং ভগিনী ভূত্বা দীনারং বাসসী পুনঃ। তুষ্টা যচ্ছতি যামিন্যাং সাধকায়োরগাত্মজা ॥ ১০ ॥

রাত্রিকালে সরোবরে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নাগিনীমন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। জপান্তে মনোহরা নাগকন্যা সাধকের নিকট আগমন করিয়া থাকেন এবং সাধকের ভগিনী হইয়া প্রতিদিন সুবর্ণমুদ্রা ও বস্ত্র দ্বয় প্রদান করেন এবং সাধকের প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া রাত্রিযোগে নাগকন্যা আনিয়া সাধকের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

গত্বা নাগভুবং নাভিজলাদুত্তীর্য্য সাধকঃ। জপেদষ্টসহস্রন্তু জপান্তে নাগকন্যকাঃ। স্বয়মন্তিকমায়াতি সপুষ্পং মূর্দ্ধ্নি দাপয়েৎ। দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। কামিকং ভোজনদ্রব্যমন্বহং সা প্রয়চ্ছতি ॥ ১১ ॥

নাগলোকে গমন পূর্ব্বক নাভিপরিমিত জল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নাগিনীমন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। জপান্তে নাগকন্যাগণ সাধকের নিকট আগমন করিয়া থাকেন। তখন সাধক তাহাদের মস্তকে পুষ্পপ্রদান করিবে। ইহাতে নাগকন্যা সাধকের ভার্য্যা হইয়া অষ্টসুবর্ণ মুদ্রা ও অভিলষিত ভোজনদ্রব্য প্রতিদিন প্রদান করিতে থাকেন ॥ ১১ ॥

রাত্রৌ নাগভুবং গত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। ভূয়শ্চ সকলাং রাত্রিং জপেৎ প্রয়তমানসঃ। সাধকান্তিকমায়াতি সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা। পুষ্প-চন্দনতোয়ার্ঘ্যং দত্ত্বা স্বাগতমাচরেৎ। কামিতা সা ভবেদ্ভার্য্যা সিদ্ধিদ্রব্যং প্রযচ্ছতি। রসং রসায়নং রাজ্যং ভোজ্যং যচ্ছতি নিত্যশঃ ॥ ১২ ॥

রজনীযোগে নাগলোকে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নাগিনীমন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার সংযতচিত্ত হইয়া রাত্রিকালে জপ আরম্ভ করিবে। তৎকালে নাগিনী সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া সাধকের নিকট আগমন করেন। সাধক পুষ্প, চন্দন, গন্ধ ও জলদ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিবে। নাগিনী সাধকের ভার্য্যা হইয়া তাহার অভিলষিত বস্তু, নানারসপূর্ণ ভোজনীয় দ্রব্য, রাজ্য ও ধন প্রভৃতি প্রতিদিন প্রদান করিতে থাকেন ॥ ১২ ॥

গত্বা নাগস্তুবং রাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রকং। জপান্তে নাগকন্যা চ যাতি সাধকসন্নিধিং। কামিতা সা ভবেদ্ ভার্য্যা সর্ব্বাশাঃ পূরয়ত্যপি। দীনারং কামিকং ভোজ্যং নিত্যং যচ্ছতি বাসসী॥ ১৩॥

সাধক রজনীযোগে নাগলোকে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নাগিনীমন্ত্র অষ্টসহস্র জপ করিবে। জপসমাপনমাত্রেই নাগকন্যা সাধকের নিকটে আগমন করেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া তাহার সকল আশা পরিপূরণ করেন ও প্রত্যহ সাধককে দিব্যবস্ত্র, ভোজনদ্রব্য ও স্বুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন॥ ১৩॥

গত্বা নাগান্তিকং রাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রকম্। জপান্তে নাগকন্যাসৌ ঝটিত্যায়াতি সন্নিধিং। দদ্যাচ্ছিরসি পুষ্পাণি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দিব্যবস্ত্রাণ্যলঙ্কারং ভোজনাদীনি যচ্ছতি॥ ১৪॥

সাধক রাত্রিকালে নাগলোকে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নাগিনীমন্ত্র আট হাজার জপ করিবে। জপশেষে নাগকন্যা সাধকের সমীপে শীঘ্র আগমন করেন। তখন সাধক নাগকন্যার মস্তকে পুষ্পপ্রদান করিবে। নাগকন্যা তাহার ভার্য্যা হইয়া তাহাকে উত্তম বসন, অলঙ্কার ও ভোজনদ্রব্য প্রভৃতি প্রদান করেন॥ ১৪॥

নাগিনীসময়মন্ত্রাণি নিরূপ্যন্তে পুনর্যথা। প্রালেয়ং তামসীং চণ্ডং রুদ্রদংষ্ট্রাকপর্দ্দিনং। বিদার্য্যালিঙ্গিতং গৃহ্য নাগিনী চ কপর্দ্দিনং। বিদারীমণ্ডিতং প্রাথম্নাগিন্যাহ্বানকৃন্মনুঃ। তরণীপূর্ব্বমুর্গন্ধপুষ্পাদীনামুদীরীতা। বিষং পূঃ সারদা কালী ভৈরবী চার্য্যকর্ম্মণি। তামসী পূঃ কূজনী পূঃ কূর্চ্চপূর্ন্নাগিনী চ পূঃ। সর্ব্বানাগাঙ্গনানাঞ্চ সময়স্তু মনুঃ স্মৃতঃ। কপর্দ্দী তালজঙ্ঘাঢ্যস্তামসী গচ্ছ শীঘ্রকম্। পুনরাগমনায়েতি শিবোঽহন্তো মনুরীরিতঃ॥ ১৫॥

পুনর্ব্বার নাগিনীসাধন কথিত হইতেছে। ওঁ দ্রাঁ হুঁ খ্রীঁ হুঁ নাগিনি খ্রীঃ দ্রাঃ এইটি নাগিনীর আবাহন মন্ত্র। ওঁ পূঃ তরণী মুখী স্বাহা, এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি দান করিবে। ওঁ পূঃ সারদা মুখী স্বাহা। ওঁ পূঃ কালী মুখী স্বাহা। ওঁ পূঃ ভৈরবী মুখী স্বাহা অর্ঘ্য স্থাপনে এই মন্ত্র জানিবে। ওঁ পূঃ তামসী মুখী স্বাহা। ওঁ পূঃ কুজনী মুখী স্বাহা। ওঁ পূঃ হুঁ নাগিনী স্বাহা। ইহা সমস্ত নাগ কন্যাদিগের সাধন মন্ত্র কথিত হইল। দ্রাঃ হূঁ দ্রাঁ শীঘ্রং গচ্ছ পুনরাগমনায় হৌঁ এই মন্ত্র কথিত হইল॥১৫॥

উচ্ছ্রায়াঽধোঙ্গুলীশৃঙ্গং তর্জ্জনীমুখসঙ্গতা। অঙ্গুষ্ঠাম্মুদ্রিতা মুদ্রা নাগিনীবশকারিণী। বামদক্ষকরৌ মুষ্টী কনিষ্ঠানখমাক্রমেৎ। অঙ্গুষ্ঠেন প্রসার্য্যান্যো নাগিনীবশকারিণী ॥ ১৬ ॥

নাগিনীসাধনের মুদ্রা এই—উভয় হস্তে অঞ্জলি যোজনপূর্ব্বক অঙ্গুলীর অগ্রভাগসকল ঊর্দ্ধমুখে রাখিয়া তর্জ্জনীর অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ সংযোজিত করিবে। এই মুদ্রাতে নাগিনী বশীভূতা হয়। নাগিনীবশীকরণের অপর মুদ্রা এই—উভয়হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বারা কনিষ্ঠার নখভাগ আক্রমণপূর্ব্বক অপরাঙ্গুলীসকল প্রসারিত করিবে। এই মুদ্রাদ্বারাও নাগিনী বশীভূতা হয় ॥ ১৬ ॥

তথাপি সময়ং তিষ্ঠেন্নাগত্য কুরুতে বচঃ। অনেন ক্রোধযোগেন জপেদষ্টসহস্রকম্। প্রালেয়ং ভীষণপদং বজ্রপ্রাথমিকান্বিতম্। উচ্চার্য্যামুকনাগিনীমাকর্ষয়সমন্বিতম্। ক্রোধবীজদ্বয়ঞ্চাস্ত্রং নাগিনীমারণাত্মকম্। অস্মিন্ ভাষিতমাত্রে তু ক্রোধবজ্রেণ মূর্দ্ধনি। শীর্য্যন্তে বা ম্রিয়ন্তে বা শিরোরোগেণ মূর্চ্ছিতাঃ। অষ্টৌ পতন্তি নরকে শুচৌ বজ্রানলাকুলে। ইত্যাহ নাগিনীসিদ্ধিসাধনং ক্রোধভূপতিঃ ॥ ১৭ ॥

যদি উক্তরূপ সাধনা ও মুদ্রাদ্বারা নাগিনী বশীভূতা না হয়, তাহা হইলে ওঁ হ্রীঁ বজ্রভীষণ অমুকনাগিনীমাকর্ষয় হুঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্র অষ্টসহস্র বার জপ করিবে। উক্ত মন্ত্র উচ্চারণমাত্র নাগিনীর মস্তকে ক্রোধ বজ্রপাত হয়। নাগিনী শিরোরোগে মূর্চ্ছিতা হইয়া শীর্ণা হয়, কিম্বা তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয় এবং বজ্রাগ্নিসমাকুল নরকে অষ্টনাগিনীর পতন হইয়াথাকে। ক্রোধভূপতি এই প্রকারে নাগিনীসিদ্ধিসাধন বলিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্ররাজে অষ্টনাগিনীসিদ্ধিসাধনং নাম দ্বাদশঃ পটলঃ।

———:o:———

শ্রীমত্যুন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

ভিন্নাঞ্জনচয়প্রখ্য রবীন্দ্বগ্নিবিলোচন।
করালবদন ব্রূহি কিন্নরাসিদ্ধিসাধনম্ ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী বলিলেন,—উন্মত্তভৈরব! আপনার তিন চক্ষুতে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি বিরাজিত আছে, আপনার মুখ অতিভীষণ ও দেহ দলিত অঞ্জনসদৃশ, আপনি আমাকে কিন্নরীসাধন বলুন ॥ ১ ॥

শ্রীমদুন্মত্তভৈরব উবাচ।

গুহ্যকাধিপতিং ক্রোধরাজোবাচ মহেশ্বরঃ। কিন্নরীঃ সাধয়িষ্যামি মারয়িষ্যামি দেবতাঃ। ত্রৈধাতুকং মহারাজ্যং দাস্যামি ত্বয়ি নান্যথা। অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি কিন্নরীসিদ্ধিসাধনম্। যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ লভ্যন্তে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ২ ॥

উন্মত্তভৈরব বলিলেন,—ক্রোধাধিপতি মহাদেব গুহ্যকরাজ কুবেরকে যে কিন্নরীসাধন কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমি তোমাকে বলিতেছি। এই কিন্নরীসাধনদ্বারা দেবতাগণকেও বিনষ্ট করিতে পারা যায়, ত্রিভুবনের অধিপতিত্ব লাভ হয় এবং সকল অভিলষিত সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

মন্ত্রমাসাং প্রবক্ষ্যামি ক্রোধভূপপ্রসাদতঃ। হালহলাম্মনোহারিণি শিরোহন্তং মন্ত্রমুদ্ধরেৎ। প্রালেয়াৎ সুভগে বহ্নিপ্রিয়ান্তমপরো মনুঃ। বিষাদ্বিশালনেত্রেঽগ্নিবল্লভান্তস্তৃতীয়কঃ। পঞ্চরশ্মিং সমুদ্ধৃত্য তদন্তে সুরতপ্রিয়ে। বহ্নিজায়ান্ত উক্তোঽসৌ চতুর্থঃ কিন্নরীমনুঃ। বিষবীজং সমুদ্ধৃত্য সুমুখ্যগ্রে দ্বিঠো মনুঃ। সৃষ্টির্দ্দিবাকরমুখি শিরোহন্তশ্চাপরো মনুঃ ॥ ৩ ॥

ক্রোধভূপতির প্রসাদে কিন্নরীগণের মন্ত্র বলিতেছি।—ওঁ মনোহারিণী হৌঁ ॥১॥ ওঁ সুভগে স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ বিশালনেত্রে স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ সুরতপ্রিয়ে স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ সুমুখি স্বাহা ॥ ৫ ॥ ও দিবাকরমুখি স্বাহা ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

অথ মনোহারিণীসাধনম্।

শৈলমূর্দ্ধ্নি সমাস্থায় জপেদষ্টসহস্রকম্। জপান্তে মহতীং পূজাং গোমাংসেন প্রকল্পয়েৎ। ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং দত্ত্বা যামিন্যাং জপমাচরেৎ। অর্দ্ধরাত্রে সমায়াতি ন ভেতব্যং কদাচন। বদেৎ কিমাজ্ঞাপয়সি ভব ভার্য্যেতি সাধকঃ। ত্রিদিবং পৃষ্ঠমারোপ্য দর্শয়ত্যপি যচ্ছতি। কামিকং ভোজনং স্বর্গং সিদ্ধিদ্রব্যং প্রযচ্ছতি ॥ ১ ॥ ৪ ॥

প্রথমে মনোহারিণীসাধন কথিত হইতেছে,—রাত্রিযোগে সাধক পর্ব্বতশিখরে অবস্থানপূর্ব্বক ওঁ মনোহারিণী হৌঁ এই মন্ত্র অষ্টসহস্রবার জপ করিবে। জপ সমাপন হইলে, গোমাংসদ্বারা মহতী পূজা করিবে। তৎপরে গুগগুলু ধূপ প্রদান করিয়া জপ আচরণ করিবে। অর্দ্ধরাত্রে কিন্নরী সাধকের নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে দেখিয়া সাধক কদাপি ভীত হইবে না। "কি আজ্ঞা করিতেছ,"—এই কথা কিন্নরী জিজ্ঞাসা করিলে, সাধক বলিবে,—"তুমি আমার ভার্য্যা হও।" সাধককে কিন্নরী পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া স্বর্গলোক দর্শন করান এবং ভোজ্য ও অভিলষিত দ্রব্য প্রভৃতি প্রদান করেন ॥ ১। ৪ ॥

অথ সুভগাসাধনম্।

পর্ব্বতে বা বনে বাপি বিহারে বাযুতং জপেৎ। নিরাহারোঽপি জাপান্তে দিব্যনীরজপাণিনা। উপচারয়তি সা তুষ্টা ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি প্রত্যহং পরিতোষিতা ॥ ২ ॥ ৫ ॥

অনন্তর সুভগাসাধন কথিত হইতেছে,—সাধক উপবাস করিয়া পর্ব্বতে- বনে বা দেবমন্দিরে গমন করিয়া ওঁ সুভগে স্বাহা এই মন্ত্র দশসহস্রবার জপ করিবে। জপের শেষ হইলেই কিন্নরী আসিয়া থাকেন, সাধকের প্রতি পরিতুষ্টা হইয়া সুন্দরপদ্মহস্তদ্বারা সেবা করেন এবং ভার্য্যা হয়েন। তৎপরে প্রত্যহ সাধককে অষ্টসুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন ॥ ২। ৫ ॥

অথ বিশালনেত্রাসাধনম্।

নীচগাতটমাসাদ্য জপেদযুতসংখ্যকম্। প্রপূজ্য সকলাং রাত্রিং

প্রজপেদ্রজনীক্ষয়ে । কিন্নরী শীঘ্রমায়াতি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি প্রত্যহং পরিতোষিতা ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

তৎপরে বিশালনেত্রাসাধন কথিত হইতেছে,—রজনীযোগে সাধক নদীর তটে গমন করিয়া ওঁ বিশালনেত্রে স্বাহা এই মন্ত্র দশসহস্রবার জপ করিবে, এবং কিন্নরীর পূজা করিয়া সমস্ত রাত্রি উক্ত কিন্নরীমন্ত্র জপ করিবে, রজনীশেষে কিন্নরী সাধকের নিকটে আগমন করিয়া তাহার ভার্য্যা হয়েন এবং পরিতুষ্টা হইয়া প্রত্যহ অষ্ট সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন ॥ ৩ । ৬ ।

অথ সুরতপ্রিয়াসাধনম্ ।

নীচগাসঙ্গমে রাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রকম্। জপান্তে শীঘ্রমায়াতি চাত্মানং দর্শয়ত্যপি। স্থিত্বা পুরো দ্বিতীয়েঽহ্নি বচনং ভাষিতং পুনঃ। তৃতীয়ে দিবসে প্রাপ্তে ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি প্রত্যহং দিব্যবাসসী ॥ ৪ ॥ ৭ ॥

পরে সুরতিপ্রিয়াসাধন কথিত হইতেছে,—সাধক রাত্রিযোগে নদীর সঙ্গমস্থলে গমনপূর্ব্বক ওঁ সুরতপ্রিয়ে স্বাহা এই মন্ত্র আটহাজারবার জপ করিবে। প্রথমদিবসে জপশেষে এই সুরত-প্রিয়ানাম্নী কিন্নরী শীঘ্র আসিয়া আপনার দিব্যমূর্ত্তি দর্শন দিয়া থাকেন। দ্বিতীয় দিবসে ঐরূপ সাধকের জপ শেষসময়ে কিন্নরী পুনর্ব্বার আগমনপূর্ব্বক সম্মুখে থাকিয়া কথা কহেন এবং তৃতীয় দিবসে ঐরূপ জপ শেষে আসিয়া ভার্য্যা হয়েন। অনন্তর প্রতিদিন দিব্যবস্ত্র ও অষ্টসুবর্ণ-মুদ্রা প্রদান করেন ॥ ৪ । ৭ ॥

অথ সুমুখীসাধনম্ ।

শৈলমূর্দ্ধন্যহং মাংসাহারেণাযুতকং জপেৎ। জপান্তে পুরতঃ স্থিত্বা চুম্বত্যালিঙ্গয়ত্যপি । তুষ্ণীম্ভাবেন সন্তুষ্টা ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি দিব্যং কামিকভোজনম্ ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

তদনন্তর সুমুখীসাধন কথিত হইতেছে, —সাধক প্রতিদিন পর্ব্বত শিখরে গমনপূর্ব্বক মাংসা-হার প্রদান করিয়া ওঁ সুমুখি স্বাহা এই মন্ত্র দশসহস্রবার জপ করিবে। জপ-শেষে কিন্নরী সাধকের সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া মৌনভাবেই তাহাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করেন এবং সন্তুষ্টা হইয়া তাহার ভার্য্যা হয়েন। তৎপরে প্রত্যহ উত্তম ভোজনসামগ্রী ও অষ্ট সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন ॥ ৫ । ৮ ॥

অথ দিবাকরমুখীসাধনম্।

শৈলমূর্দ্ধ্নি সমাস্থায় জপেদযুতসংখ্যকম্। রাত্রাবভ্যর্চ্চ্য প্রজপেন্মন্ত্র-মষ্টসহস্রকম্। কিন্নর্য্যন্তিকমায়াতি বাঞ্ছিতার্থং প্রযচ্ছতি। দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি ভার্য্যা ভবতি কামিতা। রসং রসায়নং সিদ্ধিদ্রব্যং ভোজ্যং প্রযচ্ছতি ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

অনন্তর দিবাকরমুখীসাধন কথিত হইতেছে,—সাধক রাত্রিযোগে পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থানপূর্ব্বক ওঁ দিবাকরমুখী স্বাহা এই মন্ত্র দশসহস্রবার জপ করিবে এবং উত্তমরূপে দিবা-করমুখীর পূজা করিয়া পরে পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্র অষ্টসহস্রবার জপ করিবে। জপান্তে সাধকের নিকটে কিন্নরী আগমন করিয়া বাঞ্ছিত অর্থ প্রদান করেন ও ভার্য্যা হয়েন। তৎপরে প্রত্যহ যে কোন অভিলষিত দ্রব্য, অষ্টসুবর্ণ মুদ্রা ও নানারসপূর্ণ ভোজনদ্রব্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৬। ৯।

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্ররাজে কিন্নরীসিদ্ধি-সাধনং
নাম ত্রয়োদশঃ পটলঃ।

——*:o:*——

শ্রীমত্যুন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

ব্যোমকেশ মহাকাল প্রলয়ানলবিগ্রহ। পরিষন্মণ্ডলং ব্রূহি ক্রোধ-ধ্যানং সুরেশ্বর। উন্মত্তভৈরবং নত্বা পপ্রচ্ছোন্মত্তভৈরবী। পরিষন্মণ্ডলং ব্রূহি যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী উন্মত্তভৈরবকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! ব্যোমকেশ! হে মহাকাল! আপনি প্রলয়কালীন বহ্নিতুল্য শরীরসম্পন্ন ও দেবতাদিগের ঈশ্বর, যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে পরিষণ্মণ্ডলস্থ ক্রোধদেবের ধ্যান আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

শ্রীমতুন্মত্তভৈরব উবাচ।

পরিষন্মণ্ডলং বক্ষ্যে দেবি তে অবধারয়। দুষ্টাত্মশমনং প্রোক্তং ক্রোধরাজেন যৎ পুরা। মহাদেবায় কথিতং বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কম্ ॥ ২॥

উন্মত্তভৈরব বলিলেন;—দেবি! তোমাকে পরিষণ্মণ্ডলস্থ ক্রোধধ্যান বলিতেছি, অবধারণ কর। ইহা পূর্ব্বে ক্রোধরাজ মহাদেবকে বলিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা দুষ্টাত্মাদিগের দণ্ড হয় ও অভীষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

চতুরস্রং চতুর্দ্বারং চতুস্তোরণভূষিতম্। ভাগৈঃ ষোড়শভির্যুক্তং বজ্রপ্রকারশোভিতম্। তন্মধ্যে তু মহাভীমং বজ্রক্রোধং চতুর্ভুজম্। জ্বালামালাকুলাদাপ্তং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভম্। ভিন্নাঞ্জনমহাকায়ং কপাল কৃতভূষণম্। অট্টহাসং মহারৌদ্রং ত্রিলোকেষু ভয়ঙ্করম্। দক্ষিণোর্দ্ধ-করে বজ্রং তর্জনীং বামপাণিনা। ক্রোধমুদ্রাঞ্চ তদধঃপাণিভ্যাং ধারণং ভজে। শশাঙ্কশেখরং ত্র্যক্ষং মহাগোক্ষীরপাণ্ডুরম্। মহাদেবং চতুর্ব্বাহুং শূলচামরধারিণম্। চাপশক্তিসমাযুক্তং ক্রোধদক্ষে বৃষাসনম্। শঙ্খ-চক্রগদাচামরাঢ্যং বামে খগাসনম্। পৃষ্ঠভাগে তথা শক্রং সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতম্। পীতবস্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ হস্তিস্থং চামরান্বিতং। পুরতঃ কার্ত্তি-কেয়ঞ্চ ময়ূরস্থং বিচিন্তয়েৎ। চামরব্যগ্রহস্তাগ্রং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভম্। আগ্নেয়াদীশপর্য্যন্তং দ্বে দ্বে শক্তী চ কোণগে। সিংহধ্বজান্বিতামগ্নৌ মহাভূতিন্যপি ক্রমাৎ। নৈঋতে সুরপূর্ব্বাঞ্চ হাস্নিণীং দৈত্যনাশিনীম্। রত্নেশ্বরীং ভূষণীঞ্চ বায়ুকোণে ন্যসেৎ পুনঃ। ন্যসেদীশে জগৎপালিনীঞ্চ পদ্মাবতীং পুনঃ। শ্বেতামাদ্যাং পরাং গৌরীমেবমষ্টৌ ক্রমোদিতাঃ। ভূষিতা নীলবস্ত্রেণ মাল্যাদিভিরলঙ্কৃতা। বেষ্টিতা নীলবস্ত্রেণ হুঁ কৃত্যারীন্ বিনাশয়েৎ ॥ ৩ ॥

চতুষ্কোণ, চারিটিদ্বারবিশিষ্ট, চারিটি তোরণে অলঙ্কৃত, ষোলটি অংশযুক্ত এবং বজ্র ও প্রাকারে সুশোভিত পরিষণ্মণ্ডলের মধ্যে ক্রোধদেব অবস্থান করিতেছেন, মহাভয়ঙ্কর ক্রোধ দেবের মূর্ত্তি অগ্নিশিখার মালাসমূহে উদ্দীপ্ত, যুগপ্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট,

দলিত-অঞ্জন সদৃশ মহাশরীরবিশিষ্ট, মহারৌদ্র ও ত্রিভুবনের ভয়ানক। ক্রোধদেব নরকপাল-ময় অলঙ্কার ধারণ করিয়া আছেন ও সর্ব্বদা অট্টহাস করিতেছেন। ইঁহার চারিহস্ত, ইনি দক্ষিণদিকের উর্দ্ধহস্তে বজ্র ও বামদিকের উর্দ্ধহস্তে তর্জ্জনীমুদ্রা এবং দক্ষিণ ও বামদিকের নিম্ন দুই হস্তে ক্রোধমুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই ক্রোধদেবের দক্ষিণদিকে মহাদেব বৃষভআসনে উপবিষ্ট আছেন। মহাদেব চারিটি হস্তে শূল, চামর, ধনুঃ ও শক্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহার তিনটী চক্ষুঃ আছে, কিরীটে চন্দ্রকলা সুশোভিত এবং দেহ গোদুগ্ধের ন্যায় মহাপাণ্ডুরবর্ণ। ক্রোধদেবের বামপার্শ্বে বিষ্ণু গরুড় আসনে বসিয়া আছেন। ইঁহার চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও চামর বিরাজিত আছে। বজ্রক্রোধদেবের পৃষ্ঠের দিকে ইন্দ্র সকলভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া হস্তীর পৃষ্ঠে আসীন রহিয়াছেন। ইঁহার তিনটি চক্ষুঃ ও হস্তে চামর আছে। ইনি পীতবসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। ক্রোধরাজের সম্মুখভাগে কার্ত্তিকের ময়ূরবাহনে আরূঢ় হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহার দেহ হিম, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ-কান্তিবিশিষ্ট এবং হস্তে চামর ধারণ করিয়া আছেন, এজন্য হস্তের অগ্রভাগ কিঞ্চিদ্‌ব্যস্ত রহিয়াছে। ক্রোধদেবের চারিদিকে মহাদেব, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও কার্ত্তিক এই চারিটি দেবতাই ক্রোধরাজকে চামরহস্তে করিয়া ব্যজন করিতেছেন। ক্রোধরাজের অগ্নি-অবধি ঈশান কোণ পর্য্যন্ত প্রতিকোণে দুই দুইটি করিয়া আটটি শক্তি আছেন। অগ্নিকোণে সিংহধ্বজা ও মহাভূতিনী, নৈঋর্তকোণে সুরহারিণী ও দৈত্যনাশিনী, বায়ুকোণে রত্নেশ্বরী ও ভূষণী এবং ঈশানকোণে জগৎপালিনী ও পদ্মাবতী এই আটটি শক্তি আছেন। ঐ দুই দুই শক্তির মধ্যে প্রথমটি শ্বেতবর্ণা ও দ্বিতীয়া গৌরবর্ণা এবং নীলবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। শক্তিগণের সমস্ত শরীর নীলবসনে পরিবেষ্টিত ও মাল্যাদিদ্বারা পরিভূষিত। ইঁহারা হুঁকারদ্বারা শত্রুসমূহকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন॥ ৩॥

নাগিন্যোঽপ্সরসো যক্ষকামিন্যো নাগকন্যকাঃ। ভূতিন্যশ্চাম্বিকাঃ ক্রোধমন্ত্রোচ্চারাৎ প্রণশ্যতি। ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ মন্ত্রোচ্চা-রাদ্বিনশ্যতি॥ ৪॥

এই ক্রোধমন্ত্রের উচ্চারণ মাত্রেই নাগিনী, নাগকন্যা, অপ্সরা, যক্ষিণী, ভূতিনী, ভূত, প্রেত ও পিশাচ প্রভৃতি সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৪॥

প্রালেয়ং বীজমুদ্ধৃত্য ক্রোধবীজত্রয়ং পুনঃ। অস্ত্রত্রয়াদ্বজ্রগদং ক্রোধদীপ্তমহাপদম্। ক্রোধং জ্বলদ্বয়ং বায়ুং সাদরং মারদ্বয়ম্। ক্রোধবীজত্রয়াদস্ত্রত্রয়াস্তমুদ্ধরেন্মনুম্॥ ৫॥

বজ্রক্রোধদেবের মন্ত্র—ওঁ হুঁ হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ বজ্র ক্রোধ দীপ্ত মহাক্রোধ জলজ্বল মারয় মারয়। হুঁ হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ ফট্॥ ৫॥

অস্য ভাষিতমাত্রেণ ম্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ।
পতন্তি নরকে ঘোরে শুষ্যন্তি প্রস্ফুটন্ত্যপি ॥ ৬ ॥

এই মন্ত্রের উচ্চারণমাত্র সকলদেবতা শুষ্ক, বিদীর্ণ ও মৃত হইয়া থাকেন এবং শেষে ঘোর নরকে পতিত হয় ॥ ৬ ॥

উদ্ধরেৎ প্রথমং ক্রোধং মহাকালং নিরঞ্জনম্ । শস্ত্রমায়ুধমস্ত্রঞ্চ ক্রোধমন্ত্রোঽয়মীরিতঃ । ক্রোধমুদ্রাং বিধায়েত্থ মন্ত্রং শিষ্যায় কীর্ত্তয়েৎ । প্রালেয়াৎ প্রবিশ ক্রোধ ক্রোধ বীজান্তমুদ্ধরেৎ । জ্বালামালাকুলং ধ্যায়ন্ দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ সুরান্তকঃ ॥ ৭ ॥

হুঁ হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ ইহার নাম ক্রোধমন্ত্র। ক্রোধমুদ্রা করিয়া এই মন্ত্র শিষ্যকে প্রদান করিবে। ওঁ প্রবিশ হুঁ হুঁ এই দ্বিতীয় ক্রোধমন্ত্র, ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র জপ করিলে দেবগণকে ও বিনাশ করিতে পারা যায় ॥ ৭ ॥

অথ তস্যাঙ্গদেবেভ্যো যাস্তাং মন্ত্রং বদাম্যহম্ । বিশাচ্চক্ষুঃ পদং গৃহ্য শ্রীসিংহধ্বজকারিণী । কূর্চ্চং ভূতেশ্বরীবীজং সাদরং ক্রোধপূর্ব্বতঃ । বিশাদ্ ভূতেশ্বরং রৌদ্রং ক্রোধাৎ পদ্মাবতীপদম্ । ধনুর্ব্বাণপদং গৃহ্য ধারিণীকূর্চ্চসংযুতম্ । ক্রোধস্য পৃষ্ঠতোঽস্যস্য দক্ষভাগে পুনর্ন্যসেৎ। বিষং নিরঞ্জনং রৌদ্রং বীজং গৃহ্য বিভূতিনীং । ততোঽঙ্কুশধারিণী কূর্চ্চং গৃহ্য বায়ুকলান্বিতম্ । ক্রোধবামে ন্যসেদেবং বিষবীজং নিরঞ্জনম্ । বহুরূপিণীমাভাষ্য কপালিন্যা দশান্বিতা । সুরতো হারিণী চিন্তামণিধ্বজপদং ততঃ । নাসিনীতি পদং চোক্ত্বা কূর্চ্চান্তং মনুমুদ্ধরেৎ । বিষাদ্বরপদাজ্জালিনী পদমুদীরয়েৎ । * * * জ্বরপদাদ্ধারিণী পদমুদ্ধরেৎ । পুষ্পহস্তে পরকাপি ঈশানেশ নিরঞ্জনম্ । বিষং রত্নেশ্বরীবীজং ধূপহস্তে নিরঞ্জনম্ । আগ্নেয়ে বিন্যসেদ্দেবীং ধূপহস্তাং সুশোভনাম । বিন্যসেন্নৈর্ঋতে ভাগে প্রালেয়াৎ শ্রীবিভূষণী । গন্ধহস্তে

মহাকালো বীজং জ্বলনবল্লভা। বায়ব্যে শ্রীজগৎপালিনীপদং সমুদীরয়েৎ। দীপহস্তে পদাৎ কালভৈরীং সাদরং পুনঃ ॥ ৮ ॥

অনন্তর ক্রোধ ভৈরবের যে সকল অঙ্গদেবতা উক্ত আছে, তাহাদের মন্ত্র কথিত হইতেছে। ওঁ হুঁ চক্ষুঃ শ্রীসিংহধ্বজাধারিণী হুঁ। ওঁ হুঁ হুঁ পদ্মাবতী ধনুর্ব্বাণধারিণী হুঁ; এই দুই মন্ত্রে ক্রোধরাজের পৃষ্ঠদেশে অর্চ্চনা করিয়া ওঁ হুঁ হুঁ বিভূতিনী অঙ্কুশধারিণী হুঁ-এই মন্ত্রে দক্ষিণভাগে পূজা করিবে। ওঁ হুঁ বহুরূপিণী কপালিনী ধ্বজবাসিনী হুঁ এই মন্ত্রে ক্রোধরাজের বামভাগে অর্চ্চনা করিতে হইবে। ওঁ বরজ্বালিনী জরহারিণী হুঁ এই মন্ত্রে ঈশানকোণে অর্চ্চনা করিবে। ওঁ ধূপহস্তে হুঁ এই মন্ত্রে অগ্নিকোণে, ওঁ শ্রীবিভূষণী গন্ধহস্তে স্বাহা এই মন্ত্রে নৈঋত কোণে এবং শ্রীজগৎপালিনীদীপহস্তে হুঁ, এই মন্ত্রে বায়ুকোণে পূজা করিবে ॥৮ ॥

মুদ্রা সিংহধ্বজাখ্যেয়ং ক্রোধভূপেন ভাষিতা।
মুষ্টিমন্যোহন্যমাস্থায় তর্জ্জনীঞ্চাপি বেষ্টয়েৎ ॥ ৯ ॥

অনন্তর মুদ্রাবিধান কথিত হইতেছে। উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিবে। ইহার নাম সিংহধ্বজা মুদ্রা, এই মুদ্রা স্বয়ং ক্রোধরাজ বলিয়াছেন ॥ ৯ ॥

অস্যা বামকরস্যাপি মুষ্টিং কটিতটে ন্যসেৎ। প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েদ্দক্ষতর্জ্জনীমঙ্কুশাত্মিকাম ॥১০॥

বামহস্তের মুষ্টি কটিতটে সংস্থাপন পূর্ব্বক দক্ষিণহস্ত প্রথমত প্রসারিত করিয়া পরে সঙ্কুচিত করিবে, কিন্তু তর্জ্জনীকে অঙ্কুশাকার করিয়া রাখিবে ॥ ১০ ॥

কৃত্বা তু মুষ্টিমন্যোহন্যং বেষ্টয়েত্তর্জনীদ্বয়ম্।
প্রসারয়েদুভে বাহুমূলে ধূপাত্মিকং ন্যসেৎ ॥ ১১ ॥

উভয়হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয়কে পরস্পর বেষ্টন করিবে এবং উভয় বাহু প্রসারণ করিবে ॥ ১১ ॥

মুষ্টিং কৃত্বা ততোহন্যোন্যং প্রসার্য্য তর্জনীদ্বয়ং।
বাহুমূলে উভে স্থাপ্য গন্ধমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১২ ॥

উভয় হস্তে মুষ্টি বন্ধনপূর্ব্বক তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া বাহুমূলে স্থাপন করিবে। ইহার নাম গন্ধমুদ্রা ॥ ১২ ॥

কৃত্বাধো দক্ষিণাং মুষ্টিং মধ্যমাঞ্চ প্রসারয়েৎ।
দীপমুদ্রেতি বিখ্যাতা বজ্রপাণিবিনির্ম্মিতা॥ ১৩॥

দক্ষিণহস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলীকে অধোমুখে প্রসারিত করিবে। ইহার নাম দীপ-মুদ্রা এই মুদ্রা বজ্রপাণিকর্তৃক কথিত হইয়াছে॥ ১৩॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্ররাজে পরিষম্মণ্ডলক্রোধ ধ্যানবিধির্নাম
চতুর্দ্দশঃ পটলঃ।

শ্রীমত্যুন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

অশেষদুষ্টদলনসিদ্ধগন্ধর্ব্ববন্দিত।
প্রসন্নোঽসি যদা নাথ যক্ষসিদ্ধিং তদা বদ॥ ১॥

উন্মত্তভৈরবী উন্মত্তভৈরবকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে নাথ। তুমি সমস্ত দুষ্টদলনকারী ও সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত। যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে যক্ষসাধন আমা নিকট বল॥ ১॥

শ্রীমদুন্মত্তভৈরব উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ভূতানাং সিদ্ধিসাধনম্। যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ লভ্যতে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ। মনুমেষাং প্রবক্ষ্যামি যথাবদবধারয়॥ ২॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন, আমি ভূতসিদ্ধির উপায় বলিব। এই সিদ্ধিবিধান জানিলে সর্ব্ব-সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর॥ ২॥

বিষং ভূতেশ্বরীবীজং বাতমাদরসংযুতম্। অপরাজিতমাখ্যাতং ভূতানামধিদৈবতম্। অনাদিবীজং ভূতেশং গৃহ্য তারকলাম্বিতম্।

পবনোঽসৌ সমাখ্যাতো বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কঃ। বিষং নিরঞ্জনং বায়ুং সাদরং পাশমুদ্ধরেৎ। প্রণবঞ্চ ততো বাতং কলয়া সমলঙ্কৃতম্। শ্মশানাধিপতের্মন্ত্রং ক্রোধরাজেন ভাষিতম্। প্রালেয়াজ্জ্বালিনীং গৃহ্য যঃ কুলেশ্বর ঈরিতঃ। বিষাদমন্তঃ সকলো বায়ুর্ভূতেশ্বরঃ স্মৃতঃ। সৃষ্টেরনন্তঃ সকলস্তারাত্মকিন্নরোত্তমঃ ॥ ৩ ॥

ওঁ হুঁ যং এই অপরাজিতমন্ত্র ভূতদিগের দেবতা স্বরূপ। ওঁ হুঁ ওঁ পবনাখ্য এই মন্ত্র বাঞ্ছিতার্থপ্রদ। ওঁ হুঁ যং আং ওঁ যং শ্মশানাধিপতি ভূতের এই মন্ত্র ক্রোধরাজ বলিয়াছেন। ওঁ হুঁ হুঁ যং ইহা অনন্ত সৃষ্টির সকল বায়ুভূতেশ্বর কিন্নরোত্তমের সাধন মন্ত্র কথিত হইল।

বজ্রস্য পুরতঃ স্থিত্বা জপেল্লক্ষং পুরস্কৃতঃ। অথাতঃ পৌর্ণমাস্যান্তু সমভ্যর্চ্চ্য যথা বলিং। সিতৌদনং ঘৃতং ক্ষীরমৈক্ষবং পায়সং পুনঃ। ধূপয়েদ্ গুগ্গুলুং ধূপং সকলাং যামিনীং জপেৎ। প্রভাতেঽস্তিকমায়াতি বদেদাজ্ঞাং প্রযচ্ছ মে। সাধকেনাপি বক্তব্যং ভব ত্বং কিঙ্করো মম। ততোঽসৌ কিঙ্করো ভূত্বা রাজ্যং যচ্ছতি কামিকম্। করোতি নিগ্রহং শত্রোর্নারীমানীয় যচ্ছতি। সাধকঃ সপ্তকল্পানি জীবত্যেব ন সংশয়ঃ। যথেষ্টং লভতে মন্ত্রী সাধয়িত্বাঽপরাজিতং। এবমন্যোঽপি সাধ্যন্তে পবনাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসকলের সাধন প্রণালী কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ পুরশ্চরণ করিয়া এক-লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে পূর্ণিমার রাত্রিতে যথাবিধি পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে। তৎপরে সিততণ্ডুল ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষু পায়স নিবেদন করিয়া গুগ্গুলুদ্বারা ধূপ দিবে এবং সকল রাত্রি মন্ত্র জপ করিবে। প্রভাতকালে দেব আগমন করিয়া সাধককে বলেন, তুমি কি আজ্ঞা কর। তখন সাধক বলিবে তুমি আমার ভৃত্য হইয়া থাক। তৎপরে অপরাজিত দেব সাধকের ভৃত্য হইয়া রাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন এবং সাধকের শত্রু বিনাশ করিয়া অভিলষিত কামিনী আনিয়া সাধককে অর্পণ করেন। এইরূপ সাধন করিয়া সিদ্ধি হইলে সাধক সপ্তকল্প জীবিত থাকে। অপরাজিতসাধনে অভিলষিত দ্রব্য লাভ হয় ॥ ৪ ॥

গুরুচরণসরোজাজ্জাপ্যমন্ত্রস্য রূপং মুখহৃদয়দৃশাবাপ্যাকৃতির্লক্ষ্য

সম্যক্। যদি নিগদিতদেশধ্যানমুদ্রাবিধিজ্ঞো জপতি ফলতি সিদ্ধির্নান্যথা ক্রোধবাক্যম্ ॥ ৫ ॥

সাধক গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া একচিত্তে লক্ষসংখ্যক জপ করিবে। ধ্যান মুদ্রা ও পূজাবিধি জানিয়া জপ করিলে নিশ্চয় মন্ত্র সিদ্ধি হয়, ইহার অন্যথা হয় না এইটি ক্রোধরাজের বাক্য ॥ ৫ ॥

তপসোগ্রেণ তুষ্টেন ভক্ত্যা ক্রোধনৃপেণ যৎ। গদিতঃ শাম্ভবং জ্ঞানং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্। কষ্টেন মহতা লব্ধং তদহং ভৈরবাননে। বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু প্রকাশ্যন্তেঽপ্রকাশিতম। কিঙ্করাস্ত্রিদশা যেন দাস্য এষাং বরাঙ্গনাঃ। মোক্ষপ্রভৃতয়ো যেন লভ্যন্তে ত্রিষু দুর্লভাঃ। ভবস্থিতিলয়া যেন ত্রিদশানাং নৃণামপি। পূজ্যন্তে ত্রিষু লোকেষু নশ্যন্তে নারকং তমঃ। ন মৃতে বিষয়ো দেয়ো মৃতে বাসো গরীয়সী। * * ঽপি ত্বয়া দেয়ো * * শ্বাসোদরায় মে। ভক্তিহীনে দুরাচারে হিংসাব্রতপরায়ণে। অলসে দুর্জ্জনে দুষ্টে গুরুভক্তিবিবর্জ্জিতে। অন্যথা বাদিবিজ্ঞানং যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্। অন্যথা ক্রোধবজ্রেণ বিনাশো জায়তে ধ্রুবম্। উন্মত্তভৈরবঃ প্রাহ ভৈরবীং সিদ্ধিপদ্ধতিম্। তন্ত্রচূড়ামণৌ দিব্যে তন্ত্রেঽস্মিন্ ভূতডামরে ॥ ৬—৭ ॥

ক্রোধরাজ কোন সাধকের উগ্রতপস্যাতে সন্তুষ্ট হইয়া এই ভক্তিমুক্তিপ্রদ শাম্ভব বিজ্ঞান বলিয়াছেন। এই সাধন ত্রিলোক বিখ্যাত। এই সাধনবলে দেবগণ ভৃত্য ও দেবীগণ দাসী হইয়া থাকেন এবং এই সাধনপ্রসাদে ত্রিলোকদুর্লভ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহার বলে দেবতা ও মনুষ্যের সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় হয়। ভক্তিহীন, দুরাচাররত, হিংসক, অলস, দুর্জ্জন, দুষ্টচিত্ত, গুরুভক্তিবিবর্জ্জিত, এই সকল লোকের নিকট এই সাধন ও মন্ত্র প্রকাশ করিবে না। যে ভক্তিহীনাদি ব্যক্তির নিকট এই ভূতডামরোক্ত সাধন প্রকাশ করে, ক্রোধরাজ তাহাকে বিনাশ করেন। উন্মত্তভৈরব উন্মত্ত ভৈরবীকে যে যে বিষয় বলিয়াছেন সেই সমুদয় তন্ত্রচূড়ামণি নামক তন্ত্রে সবিশেষ উক্ত আছে ॥ ৬—৭ ॥

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্ররাজে অপরাজিতাদিমুখ যক্ষ সিদ্ধি সাধনবিধির্নাম পঞ্চদশঃ পটলঃ।

শ্রীমত্যুন্মত্তভৈরব্যুবাচ।

ভূতেশ পরমেশান রবীন্দ্বগ্নিবিলোচন।
যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ যোগিনীসাধনং বদ ॥ ১ ॥

উন্মত্তভৈরবী বলিতেছেন হে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিলোচন ভূতেশ্বর! যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে যোগিনী সাধন আমার নিকট বল ॥ ১ ॥

শ্রীমদুন্মত্তভৈরব উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনীসাধনোত্তমম্। সর্ব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্। অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপিদুর্ল্লভা। যাসামভ্যর্চ্চনং কৃত্বা যক্ষেশো ভুবনাধিপঃ। তাসামাদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সুরাণাং সুন্দরীং প্রিয়ে। যস্যাশ্চাভ্যর্চ্চনেনৈব রাজত্বং লভতে নরঃ ॥২॥

উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন হে দেবি! অনন্তর যোগিনীসাধন বলিব। এই সাধনে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। ইহা অতি গোপনীয় এবং দেবতাদিগের ও দুর্ল্লভ। যাহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া যক্ষেশ্বর ত্রিভুবনের অধিপতি হইয়াছেন এবং যাহাদের আরাধনাতে রাজত্বলাভ হয়, তাহাদের সাধনপ্রণালী বলিব ॥ ২ ॥

অথ প্রাতঃ সমুত্থায় কৃত্বা স্নানাদিকং শুভম্। প্রাসাদঞ্চ সমাসাদ্য কুর্য্যাদাচমনং ততঃ। প্রণবান্তে সহস্রারং হুং ফট্ দিগ্বন্ধনং চরেৎ। প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যান্মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ। ষড়ঙ্গং মায়য়া কুর্য্যাৎ পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ। তস্মিন্ পদ্মে তথা মন্ত্রী জীবন্যাসং সমাচরেৎ। পীঠে দেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য ধ্যায়েদ্দেবীং জগৎপ্রিয়াম্। ওঁ পূর্ণচন্দ্রনিভাং দেবীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং। পীনোত্তুঙ্গকুচাং বামাং সর্ব্বজ্ঞামভয়প্রদাং। ইতিধ্যাত্বা চ মূলেন দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভং। পুনর্ধূপং নিবেদ্যৈব নৈবেদ্যং মূলমন্ত্রতঃ। গন্ধচন্দনতাম্বূলং সকর্পূরং সুশোভনং ॥ ৩ ॥

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান সন্ধ্যাদি করিয়া হ্রৌ এই মন্ত্রে আচমন করিবে। সহস্রারং হুঁ ফট্ এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে। হ্রীঁ এই মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। ঐ পদ্মমধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পীঠপূজা পূর্ব্বক দেবীর ধ্যান করিবে। দেবী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আভাবিশিষ্টা এবং বিচিত্র বস্ত্র পরিধায়িনী, দেবীর স্তনদ্বয় স্থূল ও তুঙ্গ, ইনি সর্ব্বজ্ঞা ও বরাভয়প্রদা। এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিবে। এইরূপে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পাদ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পুনর্ব্বার মূলমন্ত্রে ধূপ নিবেদন করিয়া নৈবেদ্য প্রদান করিবে। তৎপরে গন্ধ, চন্দন ও কর্পূরাদিসুবাসিত তাম্বূল প্রদান. করিবে॥ ৩॥

প্রণবাদ্যন্তে ভুবনেশি আগচ্ছ সুরসুন্দরি। বহ্নের্জ্জায়া জপেন্মন্ত্রং ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ দিনে দিনে। সহস্রৈকপ্রমাণেন ধ্যাত্বা দেবীং সদা বুধঃ। মাসান্ত-দিবসং প্রাপ্য বলিপূজাং সুশোভনাং। কৃত্বা চ প্রজপেন্মন্ত্রং নিশীথে যাতি সুন্দরি। সুদৃঢ়ং সাধকং জ্ঞাত্বা যাতি সা সাধকালয়ে। সুপ্রেম্না সাধকাগ্রে সা সদা স্মেরমুখী ততঃ। দৃষ্ট্বা দেবীং সাধকেন্দ্রো দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভং। সচন্দনং সুমনসো দত্ত্বাভিলষিতং বদেৎ। মাতরং ভগিনীং বাথ ভার্য্যাং বা ভক্তিভাবতঃ। যদি মাতা তদা বিত্তং দ্রব্যঞ্চ সুমনোহরং। নৃপতিত্বং প্রার্থিতং যত্তদ্দদাতি দিনে দিনে। পুত্রবৎ পালয়েল্লোকে সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতং। স্ব সা দদাদি দ্রব্যঞ্চ দিব্যং বস্ত্রং তথৈব চ। দিব্যকন্যাং সমানীয় নাগকন্যাং দিনে দিনে। যদ্যদ্ ভবতি ভূতঞ্চ ভবিষ্যতীতি তৎ পুনঃ। তৎসর্ব্বং সাধকেন্দ্রায় নিবেদয়তি নিশ্চিতং। যদ্যৎ প্রার্থয়তে সর্ব্বং দদাতি সা দিনে দিনে। ভ্রাতৃবৎ পালিতং লোকে কামনাভির্মনোগতৈঃ। ভার্য্যা বা যদি সা দেবী সাধকস্য মনোহরা। রাজেন্দ্রঃ সর্ব্বরাজানাং সংসারে সাধকোত্তমঃ। স্বর্গে লোকে চ পাতালে গতিঃ সর্ব্বত্র নিশ্চিতা। যদ্যদ্দদাতি সা দেবী কথিতুং নৈব শক্যতে। তয়া সার্দ্ধঞ্চ সম্ভোগং করোতি সাধকোত্তমঃ। অন্যস্ত্রীগমনং ত্যাজ্যমন্যথা নশ্যতি ধ্রুবং॥ ৪॥

ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ সুরসুন্দরি স্বাহা এই মূলমন্ত্র প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা দেবীর ধ্যান করিয়া এক-সহস্র করিয়া জপ করিবে। এইরূপ একমাসপর্য্যন্ত জপ করিয়া মাসান্ত দিবসে পূজা করিয়া

বলিপ্রদান করিবে। তৎপরে একচিত্তে জপ করিতে থাকিবে। নিশীথসময়ে দেবী সাধককে দৃঢ় ভক্তিযুক্ত জানিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া থাকেন এবং দেবী সদা হাস্যমুখী ও প্রেমবিশিষ্টা হইয়া সাধকের নিকটে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তখন সাধক দেবীকে দেখিয়া পাদ্যাদি প্রদান করিবে। তৎপরে সচন্দন পুষ্প প্রদান করিয়া মনোগত অভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলিবে। অর্থাৎ সাধক দেবীকে মাতা, ভগিনী, অথবা ভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিবে। যদি সাধক দেবীকে মাতৃসম্বোধন করে, তাহা হইলে দেবী বিত্ত, উত্তমদ্রব্য, রাজত্ব এবং যাহা যাহা প্রার্থনা করে তাহাই দেবী প্রদান করিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন। ভগিনী সম্বোধন করিলে নানাবিধ দ্রব্য ও দিব্যবস্ত্র প্রদান করিয়া দিব্যকন্যা আনিয়া দেন। সাধক এই সাধনবলে ভূতভবিষ্যৎ বলিতে পারে এবং যাহা প্রার্থনা করে, দেবী তৎসমুদায় প্রতিদিবস প্রদান করিয়া থাকেন। যদি দেবী সাধকের ভার্য্যা হন, তবে সাধক সর্ব্বরাজপ্রধান হয় এবং স্বর্গে ও পাতালে গমন করিতে পারে। এই সাধনে দেবী যে যে দ্রব্য প্রদান করেন, তাহা বর্ণন করিবার শক্তি নাই। অন্য স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া এই দেবীর সহিত সম্ভোগ করিতে হয়। অন্য স্ত্রীসম্ভোগ করিলে ক্রোধ রাজ তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

ততোঽন্যং সাধনং বক্ষ্যে নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা। নদীতীরং সমাসাদ্য কুর্য্যাৎ স্নান্যাদিকং ততঃ। পূর্ব্ববৎ সকলং কার্য্যং চন্দনৈর্ম্মণ্ডলং লিখেৎ। স্বমন্ত্রং তত্র সংলিখ্যাবাহ্য ধ্যায়েন্মনোহরাম্। কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দুবক্ত্রাং বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাম্। চীনাংশুকাং পীনকুচাং মনোজ্ঞাং শ্যামাং সদা কামদুদাং বিচিত্রাম্। এবং ধ্যাত্বা যজেদ্দেবীম-গুরুধূপদীপকৈঃ। গন্ধপুষ্পৈঃ রসৈশ্চৈব তাম্বুলাদীংশ্চ মূলতঃ। তারং মায়া আগচ্ছ মনোহরে পাবকবল্লভা। কৃত্বাযুতং প্রতিদিনং জপেন্মন্ত্রং প্রসন্নধীঃ। মাসান্তদিবসং প্রাপ্য কুর্য্যাচ্চ জপমুত্তমম্। আনিশীথং জপেন্মন্ত্রং জ্ঞাত্বা চ সাধকং দৃঢ়ম্। গত্বা চ সাধকাভ্যাসে সুপ্রসন্না মনোহরা। বরং বরয় শীঘ্রং ত্বং যত্তে মনসি বর্ত্ততে। সাধকেন্দ্রোঽপি তাং ভক্ত্যা পাদ্যাদ্যৈরর্চ্চয়েন্মুদা। প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ মায়য়া চ সমা-চরেৎ। সদ্যোমাংসং বলিং দত্ত্বা পূজয়েচ্চ সমাহিতঃ। চন্দনোদক-পুষ্পেণ ফলেন চ মনোহরা। ততোঽর্চ্চিতা প্রসন্না সা পুষ্ণাতি প্রার্থি-তঞ্চ যৎ। স্বর্ণশতং সাধকায় দদাতি সা দিনে দিনে। নাবশেষং ব্যয়ং কুর্য্যাৎ স্থিতে তত্র ন দাস্যতি। অন্যস্ত্রীগমনং তস্য ন ভবেৎ সত্যগীরি-

তম্। অব্যাহতগতিস্তস্য ভবতীতি ন সংশয়ঃ। ইতি তে কথিতা বিদ্যা সুগোপ্যা চ সুরাসুরৈঃ। তব স্নেহেন ভক্ত্যা চ বক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ॥ ৫ ॥

অনন্তর অন্য সাধন কথিত হইতেছে। এই সাধন পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা বলিয়াছেন। নদীতীরে গমন করিয়া স্নানসন্ধ্যাদি করিবে এবং পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া চন্দনদ্বারা মণ্ডল লিখিবে। সেই মণ্ডলমধ্যে স্বীয়মন্ত্র লিখিয়া আবাহন করিয়া মনোহরাকে ধ্যান করিবে। দেবীর আকার এইরূপ—হরিণের ন্যায় নয়ন, শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল ও বিম্বফলের ন্যায় অধর, সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধ চন্দনদ্বারা অনুলিপ্ত, পট্টবস্ত্র পরিধান, স্তন অতিস্থূল, মূর্ত্তি অতিমনোহর এবং শ্যামবর্ণা। ইনি সাধকের অভিলাষ পূর্ণ করেন। এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া অগুরু ধূপ এবং দীপদ্বারা দেবীর অর্চনা করিবে। মূলমন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি ও তাম্বূল নিবেদন করিবে। মূলমন্ত্র এই, ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ মনোহরে স্বাহা, এই মন্ত্র প্রতিদিন দশসহস্র জপ করিবে। এইরূপে একমাস পর্য্যন্ত জপ করিয়া মাসান্তদিবসে নিশীথসময়পর্য্যন্ত জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে মনোহরা সাধককে নিতান্ত অনুরক্ত জানিয়া তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক বলিবেন, তুমি শীঘ্র অভিলষিত বর গ্রহণ কর। তখন সাধক ভক্তিপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিবে এবং হ্রীঁ এই মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া সদ্যোমাংস বলি প্রদানপূর্ব্বক সংযত হইয়া পূজা করিবে। চন্দনোদক, পুষ্প ও ফলদ্বারা অর্চনা করিলে মনোহরা সাধকের প্রতি প্রসন্না হইয়া তাহার প্রার্থিত বর প্রদান করেন এবং প্রতিদিন শত সুবর্ণ দান করিতে থাকেন। ঐ সুবর্ণ কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট না রাখিয়া সমুদয় ব্যয় করিবে। ব্যয় না করিয়া রাখিলে দেবী আর দান করেন না। এই সাধনাতে অন্যস্ত্রী সম্ভোগ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সাধনবলে সাধকের গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত থাকে। হে ভৈরবি! এই বিদ্যা অতি গোপনীয়া। কেবল তোমার স্নেহ ও ভক্তিতে প্রকাশ করিলাম ॥ ৫ ॥

ততো বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে। গত্বা বটতলং দেবীং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ। প্রাণায়াম ষড়ঙ্গঞ্চ মায়য়াথ সমাচরেৎ। সদ্যোমাংসং বলিং দত্ত্বা পূজয়েত্তাং সমাহিতঃ। অর্ঘ্যমুচ্ছিষ্টরক্তেন দদ্যাত্তস্যৈ দিনে দিনে। প্রচণ্ডবদনাং গৌরীং পক্কবিম্বাধরাং প্রিয়াম্। রক্তাম্বরধরাং বামাং সর্ব্বকামপ্রদাং শুভাম্। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রমযুতং

সাধকোত্তমঃ। সপ্তদিনং সমভ্যর্চ্চ্য চাষ্টমে দিবসেঽর্চ্চয়েৎ। কায়েন মনসা বাচা পূজয়েচ্চ দিনে দিনে। তারং মায়াং তথা কূর্চ্চং রক্ষকর্ম্মণি তদ্বহিঃ। আগচ্ছ কনকান্তে চ বহিঃ স্বাহা মহামনুঃ। আনিশীথং জপেন্মন্ত্রং বলিং দত্ত্বা মনোহরম্। সাধকেন্দ্রং দৃঢ়ং মত্ত্বা প্রয়াতি সাধকালয়ে। সাধকেন্দ্রোঽপি তাং দৃষ্টা দদ্যাদর্ঘ্যাদিকং ততঃ। ততঃ সপরিবারেণ ভার্য্যা স্যাৎ কামভোজনৈঃ। বস্ত্রভূষাদিকং দত্ত্বা যাতি সা নিজমন্দিরম্। এবং ভার্য্যা ভবেন্নিত্যং সাধকাজ্ঞানুরূপতঃ। আত্মভার্য্যাং পরিত্যজ্য ভজেত্তাঞ্চ বিচক্ষণঃ॥ ৬॥

অনন্তর মহাবিদ্যা সাধন বলিতেছি একচিত্তে শ্রবণ কর। সাধক বটবৃক্ষের তলে গমন করিয়া দেবীর পূজা করিবে। হ্রীঁ এই মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া সদ্যোমাংস বলিপ্রদান পূর্ব্বক সংযত হইয়া দেবীর পূজা করিবে। এইরূপে প্রত্যহ পূজা ও উচ্ছিষ্ট রক্তদ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। দেবীর আকার এইরূপ -বদন অতি প্রচণ্ড, গৌরবর্ণা, পক্কবিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ অধর, রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান। ইনি সাধকের সর্ব্বপ্রকার কামনা পূর্ণ করেন। এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া সাধক দশ সহস্র মূলমন্ত্র জপ করিবে। সপ্তদিবস পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিয়া অষ্টমদিবসে অর্চ্চনা করিবে। দেবীর মূলমন্ত্র এই ওঁ হ্রীঁ হূঁ রক্ষ কর্ম্মাণি আগচ্ছ কনকান্তে স্বাহা। উত্তম বলিপ্রদান করিয়া নিশীথ সময় পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। তখন দেবী সাধককে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জানিয়া তাহার নিকটে আগমন করিয়া থাকেন। তখন সাধক পাদ্য অর্ঘ্যাদিদ্বারা দেবীকে অর্চ্চনা করিবে। ইহাতে দেবী সপরিবারে সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন এবং সাধককে বস্ত্র ও ভূষণাদি প্রদান করিয়া নিজ মন্দিরে গমন করেন। সাধক এইরূপ ভার্য্যা পাইয়া আপন ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিবে॥ ৬॥

ততঃ কামেশ্বরীং বক্ষ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদাম্। প্রণবং ভুবনেশানীং আগচ্ছ কামেশ্বরি ততঃ। বহ্নের্ভার্য্যা মহামন্ত্রং সাধকানাং সুখাবহং। পূর্ব্ববৎ সকলং কৃত্বা ভূর্জ্জপত্রে সুশোভনে। গোরোচনাভিঃ প্রতিমাং বিনির্ম্মিতামলঙ্কৃতাং। শয্যামারুহ্য প্রজপেন্মন্ত্রমেকমনাস্ততঃ। সহস্রৈকপ্রমাণেন মাসমেকং জপেদ্বুধঃ। ঘৃতেন মধুনা দীপং দদ্যাচ্চ সুসমাহিতঃ। কামেশ্বরীং শশাঙ্কাস্যাং চলৎখঞ্জনলোচনাং। সদা লোলগতিং কান্তাং কুসুমাস্ত্রশিলীমুখাং। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং নিশীথে যাতি

সা সদা। দৃষ্টা চ সাধকশ্রেষ্ঠমাজ্ঞাং দেহীতি তং বদেৎ। গত্বা চ সাধকাভ্যর্ণে আজ্ঞাং দেহীতি তং বদেৎ। স্ত্রীভাবেন মুদা তস্যৈ দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং ততঃ। সুপ্রসন্না মহাদেবী সাধকং সাধয়েৎ সদা। অন্নাদ্যৈরতিভোগেন পতিবৎ পালয়েৎ সদা। নীত্বা রাত্রিং সুখৈশ্বর্য্যৈর্দত্বা চ বিপুলং ধনং। বস্ত্রালঙ্কারদ্রব্যাণি প্রভাতে যাতি নিশ্চিতং। এবং প্রতিদিনং তস্য সিদ্ধিং স্যাৎ কামরূপতঃ॥ ৭॥

অনন্তর সর্ব্বকামফলপ্রদা কামেশ্বরীমন্ত্র ও তৎসাধন কথিত হইতেছে। ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহা এই মন্ত্র সাধকের সুখপ্রদ। পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা সুশোভনদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া শয্যাতে বসিয়া একচিত্তে মন্ত্রজপ করিতে থাকিবে। প্রতিদিন একসহস্র করিয়া একমাস উক্ত মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে ঘৃত ও মধুদ্বারা প্রদীপ প্রদান করিয়া ধ্যান করিবে। দেবীর আকার এইরূপ। কামেশ্বরী চন্দ্রবদনা, খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চললোচন এবং চঞ্চলগতি, ইহার হস্তে কুসুম ও ভ্রমর এই দুইটি অস্ত্র আছে। এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া নিশীথসময়ে মন্ত্র জপ করিবে। তখন দেবী সাধকের নিকট আগমন করিয়া বলেন, তুমি আজ্ঞা প্রদান কর। তখন সাধক স্ত্রীভাবে দেবীকে পাদ্য প্রভৃতি প্রদান করিবে। ইহাতে দেবী সাধকের প্রতি প্রসন্না হইয়া তাহার কার্য্য সাধন করিতে থাকেন এবং অন্নাদি বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া সর্ব্বদা পতিবৎ পালন করেন। বিবিধ সুখে রাত্রি যাপন করিয়া সাধককে বিপুল ধন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক প্রভাত কালে প্রতিগমন করেন। এইরূপে প্রতিদিন ইচ্ছানুসারী সিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৭॥

ততঃ পত্রে বিনির্ম্মায় পুত্তলীং ধ্যানরূপতঃ। সুবর্ণবর্ণাং গৌরাঙ্গীং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং। নূপুরাঙ্গদহারাঢ্যাং রম্যাঞ্চ পুষ্করেক্ষণাং। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং দদ্যাচ্চ পাদ্যমুত্তমং। সচন্দনেন পুষ্পেণ জাতীপুষ্পেণ যত্নতঃ। গুগ্গুলুধূপদীপঞ্চ দদ্যাম্মূলেন সাধকঃ। তারং মায়া তথাগচ্ছ রতিসুন্দরি পদং ততঃ। বহ্নিজায়াষ্টসাহস্রং জপেন্মন্ত্রং দিনে দিনে। মাসান্তদিবসং প্রাপ্য কুর্য্যাৎ পূজাদিকং শুভং। ঘৃতদীপং তথা গন্ধং পুষ্পং তাম্বূলমেব চ। তাবন্মন্ত্রং জপেদ্বিদ্বান্ যাবদায়াতি সুন্দরী। জ্ঞাত্বা দৃঢ়ং সাধকেন্দ্রং নিশীথে যাতি নিশ্চিতং। ততস্তামর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা জাতীকুসুমমালয়া। সন্তুষ্টা সা সাধকেন্দ্রং তোষয়েৎ প্রীতিভোজনৈঃ।

ভুক্ত্বা ভার্য্যা চ সা তস্মৈ দদাতি বাঞ্ছিতং বরং। ভূষাদিকং পতিত্যজ্য প্রভাতে যাতি নিশ্চিতং। সাধকাজ্ঞানুরূপেণ প্রয়াতি সা দিনে দিনে। নির্জ্জনে প্রান্তরে দেবি সিদ্ধঃ স্যান্মাত্র সংশয়ঃ। ত্যক্ত্বা ভার্য্যাং ভজেত্তাঞ্চ অন্যথা নশ্যতিধ্রুবং ॥ ৮ ॥

ভূর্জ্জপত্রে ধ্যানানুসারে একটী পুত্তলিকা করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে। দেবী সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণা এবং নূপুরাদি সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিতা। ইহার মূর্ত্তি অতি মনোহরা ও পদ্মের ন্যায় নয়নদ্বয়। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে এবং পাদ্য, উত্তম চন্দন, পুষ্প, বিশেষতঃ জাতীপুষ্প, গুগ্‌গুলু, ও ধূপ দীপ মূলমন্ত্রে প্রদান করিবে। মূলমন্ত্র এই —ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ রতিসুন্দরি স্বাহা। এই মন্ত্রএক মাস প্রতিদিন একসহস্র করিয়া জপ করিবে। মাসান্তদিবসে পূজা করিয়া ঘৃতপ্রদীপ, গন্ধ, পুষ্প ও তাম্বুল নিবেদন করিয়া মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। তখন সুন্দরী সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়া নিশীথসময়ে সাধকের নিকট আগমন করেন। সাধক সেই সময়ে জাতীপুষ্পমালাদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া প্রীতিপ্রদ ভোজনদ্রব্যদ্বারা সাধককে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া অভিলষিত বরপ্রদানপূর্ব্বক ভূষণাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রভাতকালে সাধকের আজ্ঞানুসারে চলিয়া যান। সাধক নির্জনস্থানে কিম্বা প্রান্তরে এইরূপ সিদ্ধ হইয়া স্বীয় ভার্য্যা পরিত্যাগ করিবে ইহার অন্যথা করিলে সাধক বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

ততোহন্যৎ সাধনং বক্ষ্যে স্বগৃহে শিবসন্নিধৌ। বেদাদ্যং ভুবনেশীঞ্চ আগচ্ছ পদ্মিনী শুভা। পাবকশ্চ মহামন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ সকলং ততঃ। মণ্ডলং চন্দনৈঃ কৃত্বা মূলমন্ত্রং লিখেত্ততঃ। পদ্মাননাং শ্যামবর্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাং। কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং রক্তোৎপলদলেক্ষণাং। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সহস্রঞ্চ দিনে দিনে। মাসান্তে পূর্ণিমাং প্রাপ্য বিধিবৎ পূজয়েন্মদা। আনিশীথং জপং কুর্য্যাদ্দৃঢ়াভ্যাসেন সাধকঃ। সর্ব্বত্র কুশলং দৃষ্ট্বা যাতি সা সাধকালয়ং। ভুক্ত্বা ভার্য্যা সাধকং হি তোষয়েদ্বিবিধৈরপি। ভোগ্যদ্রব্যৈর্ভূষণাদ্যৈঃ পদ্মিনী সা দিনে দিনে। পতিবৎ পালিতং লোকে নিত্যং স্বর্গে চ সর্ব্বদা। ত্যক্ত্বা ভার্য্যাং ভজেত্তাঞ্চ সাধকেন্দ্রঃ সদা প্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥

অনন্তর অন্য প্রকার সাধন কথিত হইতেছে। সাধক স্বগৃহে অথবা শিবসন্নিধানে ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ পদ্মিনী স্বাহা, এই মন্ত্র জপ করিবে। পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া রক্তচন্দন দ্বারা উক্ত মন্ত্র লিখিবে। তৎপরে ধ্যান করিবে। দেবীর আকার এইরূপ—দেবী পদ্মাননা ও শ্যামবর্ণা ইহার স্তনদ্বয় অতিস্থূল ও উচ্চ, শরীর অতি কোমল, বদন হাস্যপূর্ণ এবং রক্তোৎপলের ন্যায় নয়নদ্বয়। এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া একমনে প্রতিদিন একসহস্র করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। মাসান্তদিবসে পূর্ণিমা তিথিতে বিধিবৎ পূজা করিয়া নিশীথপর্য্যন্ত দৃঢ়াভ্যাসের সহিত জপ করিতে থাকিবে। নিশীথসময়ে দেবী সাধকের নিকট আগমন করিয়া তাহার ভার্য্যা হইয়া বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ও ভূষণাদিদ্বারা সাধককে সন্তুষ্ট করেন। পদ্মিনী এইরূপ প্রতিদিন পতিবৎ পালন করিয়া সাধককে স্বর্গে লইয়া যান। সাধক স্বীয় ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া পদ্মিনীকে ভজনা করতঃ তাঁহার প্রিয় হইয়া থাকেন॥ ৯ ॥

ততো বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। জ্ঞাত্বা যা সাধিতা বিদ্যা বলা চাতিবলা প্রিয়ে। প্রণবান্তে মহামায়া নটিনী পাবকপ্রিয়া। মহাবিদ্যেহ কথিতা গোপনীয়া প্রযত্নতঃ। অশোকস্য তটং গত্বা স্নানং বিধিবদাচরেৎ। মূলমন্ত্রেণ সকলং কুর্য্যাচ্চ সুসমাহিতঃ। ত্রৈলোক্যমোহিনীং গৌরীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং। বিচিত্রালঙ্কৃতাং রম্যাং নর্ত্তকীবেশধারিণীং। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সহস্রঞ্চ দিনে দিনে। মাংসোপহারৈঃ সংপূজ্য ধূপদীপৌ নিবেদয়েৎ। গন্ধচন্দনতাম্বূলং দদ্যাত্তস্যৈ সদা বুধঃ। মাসমেকন্তু তাং ভক্ত্যা পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ। মাসান্তদিবসং প্রাপ্য কুর্য্যাচ্চ পূজনং মহৎ। অর্দ্ধরাত্রৌ ভয়ং দত্ত্বা কিঞ্চিৎ সাধকসত্তমে। সুদৃঢ়ং সাধকং মত্বা যাতি সা সাধকালয়ং। বিদ্যাভিঃ সকলাভিশ্চ কিঞ্চিৎ স্মেরমুখী ততঃ। বরং বরয় শীঘ্রং ত্বং যত্তে মনসি বর্ত্ততে। তচ্ছ্রুত্বা সাধকশ্রেষ্ঠো ভাবয়েন্মনসা ধিয়া। মাতরং ভগিনীং বাপি ভার্য্যাং বা প্রীতিভাবতঃ। কৃতাসক্তো বদেদ্ভক্ত্যা নটিনী তৎ করোত্যলং। মাতা স্যাদ্ যদি সা দেবী পুত্রবৎ পালয়েৎসদা। অন্নাদ্যৈরুপহারৈশ্চ দদাতি চারুভোজনং। স্বর্ণশতং সিদ্ধিদ্রব্যং দদাতি সা দিনে দিনে। ভগিনী যদি সা কন্যাং দেবস্য নাগকন্যকাং। রাজকন্যাং সমানীয় দদাতি সা দিনে দিনে। অতীতানাগতাং বার্ত্তাং সর্ব্বং জানাতি সাধকঃ। ভার্য্যা স্যাদ্ যদি সা দেবী দদাতি বিপুলং ধনং। অন্নাদ্যৈরুপহারৈশ্চ দদাতি কামভোজনং।

স্বর্ণশতং সদা তস্মৈ দদাতি সা ধ্রুবং প্রিয়ে। যদ্যদ্বাঞ্ছতি তৎ সর্ব্বং দদাতি নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তর বলা ও অতিবলা সাধন কথিত হইতেছে। বিশ্বামিত্র এই মহাবিদ্যার সাধন করিয়াছিলেন। ওঁ হ্রীঁ নটিনী স্বাহা। এই বিদ্যা অতি গোপনীয়। অশোক তরুতলে গমন করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান করিবে। স্নানাদি সমস্ত কার্য্য মূলমন্ত্রে করিতে হইবে। এই দেবী ত্রিভুবনমোহনকারিণী, গৌরবর্ণা, বিচিত্র বস্ত্রপরিধায়িনী, বিবিধঅলঙ্কারে বিভূষিতা, মনোহরা এবং নর্ত্তকীর বেশ ধারিণী। এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া প্রতিদিন এক সহস্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিবে এবং মাংস উপহারদ্বারা দেবীর পূজা করিয়া ধূপ দীপ, গন্ধ, চন্দন ও তাম্বূল নিবেদন করিবে। এই প্রকারে একমাস পূজা করিয়া মাসান্ত দিবসে মহৎ পূজা করিবে। এইরূপ অর্চ্চনা করিয়া জপ করিলে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে দেবী কিঞ্চিৎ ভয় প্রদর্শন করাইয়া সাধকের নিকট আগমন করেন এবং হাঁসিতে হাঁসিতে সাধককে বলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, এইরূপ বর প্রার্থনা কর। সাধক দেবীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া মাতা, ভগিনী অথবা ভার্য্যা বলিয়া দেবীকে সম্বোধন করিবে। সাধক যেরূপ সম্বোধন করিবে দেবী তদনুরূপ আচরণ করিয়া সাধককে সন্তুষ্ট করেন। মাতৃসম্বোধন করিলে দেবী অন্নাদি ভোজন দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া সাধককে পুত্রবৎ পালন করেন। এবং প্রতিদিন শত সুবর্ণ ও নানাবিধ অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। ভগিনী-সম্বোধন করিলে দেবকন্যা, নাগকন্যা ও রাজকন্যা আনিয়া প্রদান করেন। ইহাতে সাধক ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বিষয় জানিতে পারে। ভার্য্যাসম্বোধন করিলে বিপুল ধন ও অন্নাদি অভিলষিত ভোজনদ্রব্য ও শতসুবর্ণ প্রদান করেন ॥ ১০ ॥

মহাবিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়। কুঙ্কুমেন সমালিখ্য ভূর্জ্জ পত্রে স্ত্রিয়ং মুদা। ততোঽষ্টদলমালিখ্য কুর্য্যান্ন্যাসাদিকং প্রিয়ে। জীবন্যাসং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েত্তত্র প্রসন্নধীঃ। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং নানারত্নবিভূষিতাং। মঞ্জীরহারকেয়ূররত্নকুণ্ডলমণ্ডিতাং। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সহস্রন্তু দিনে দিনে। প্রতিপদি সমারভ্য পূজয়েৎ কুসুমাদিভিঃ। ধূপদীপবিধানৈশ্চ ত্রিসন্ধ্যাং পূজয়েন্মুদা। পূর্ণিমাং প্রাপ্য গন্ধাদ্যৈঃ পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ। ঘৃতদীপং তথা ধূপং নৈবেদ্যঞ্চ মনোহরং। রাত্রৌ চ দিবসে জাপং কুর্য্যাচ্চ সুসমাহিতঃ। প্রভাতসময়ে যাতি সাধকস্যান্তিকং ধ্রুবং। প্রসন্ন-বদনা ভূত্বা তোষয়েদ্রতিভোজনৈঃ। দেবদানবগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরগযক্ষরক্ষসাং।

কন্যাভী রত্নভূষাভিঃ সাধকেন্দ্রং মুহুর্মুহুঃ। চর্ব্ব্যচোষ্যাদিকং সর্ব্বং দ্রব্যং দদাতি সা ধ্রুবম্। স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে যদ্বস্তু বিদ্যতে প্রিয়ে। আনীয় দীয়তে সাপি সাধকাজ্ঞানুরূপতঃ। স্বর্ণশতং সদা তস্মৈ দদাতি সা দিনে দিনে। সাধকায় বরং দত্ত্বা যাতি সা নিজমন্দিরম্। তস্যা বরপ্রদানেন চিরজীবী নিরাময়ঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সুন্দরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বেশোভবতি ধ্রুবম্। যেন সার্দ্ধং তয়া দেবি সাধকেন্দ্রো দিনে দিনে। তারং মায়াং তথাগচ্ছানুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে। বহ্নের্ভার্য্যা মনুঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ। এষা মধুমতী তুল্যা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা প্রিয়ে। গুহ্যাদ্ গুহ্যতরা বিদ্যা তব স্নেহাৎ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১১ ॥

অনন্তর অন্য মহাবিদ্যা সাধন কথিত হইতেছে। ভূর্জপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা স্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়া অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তৎপরে ন্যাসাদি করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ধ্যান করিবে। শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় দেহকান্তি, নানাপ্রকার রত্নে বিভূষিতা নূপুর, হার, কেয়ূর ও রত্নকুণ্ডলাদি দ্বারা মণ্ডিতা, এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া প্রতিদিন একসহস্র করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। প্রতিপৎ তিথিতে আরম্ভ করিয়া পুষ্প, ধূপাদি বিবিধ উপহারে ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিবে। পূর্ণিমা তিথিতে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া ঘৃতপ্রদীপ, ধূপ ও মনোহর নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। এই রূপ অর্চ্চনা করিয়া সমস্ত দিবারাত্রি মূলমন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। প্রভাত সময়ে দেবী সাধকের নিকট আগমন করেন এবং সাধকের প্রতি প্রসন্না হইয়া রতি ও ভোজ্যদ্রব্যদ্বারা পরিতুষ্ট করেন। দেবকন্যা, দানবকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা! বিদ্যাধরকন্যা, যক্ষকন্যা, রাক্ষসকন্যা ইহারা চর্ব্ব্যচোষ্যাদি নানাপ্রকার দ্রব্য আনিয়া প্রদান করিয়া থাকেন। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে যে সকল বস্তু বিদ্যমান আছে, সাধকের আজ্ঞানুসারে সেই সকল দ্রব্য আনিয়া দেন। প্রতিদিন শত সুবর্ণ সাধককে প্রদান করিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক নিজমন্দিরে প্রস্থান করেন। এই বর-প্রসাদে সাধক চিরজীবী, নীরোগ, শ্রীমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সুন্দর ও :সকলের অধিপতি হয়। ওঁ হ্রীঁ গচ্ছানুরাগিণী মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা। এই মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। মধুমতী মন্ত্র সাধন প্রণালীবৎ এই মন্ত্র সাধন করিবে। এই মন্ত্র অতি গোপনীয়, তোমার স্নেহে প্রকাশিত হইল ॥ ১১ ॥

দেব্যুবাচ। শ্রুতঞ্চ সাধনং পুণ্যং যক্ষিণীনাং সুখপ্রদম্। কস্মিন্ কালে প্রকর্ত্তব্যং বিধিনা কেন বা প্রভো। অত্রাধিকারিণঃ কো বা সমাসেন বদস্ব মে।

ঈশ্বর উবাচ। বসন্তে সাধয়েদ্ধীমান্ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। সদা ধ্যানপরো ভূত্বা তদ্দর্শনমহোৎসুকঃ। উজ্জটে প্রান্তরে বাপি কামরূপে বিশেষতঃ। স্থানেষ্বেকতমং প্রাপ্য সাধয়েৎ সুসমাহিতঃ। অনেন বিধিনা সাক্ষাত্তবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। দেবাশ্চ সেবকাঃ সর্ব্বে পঞ্চরাত্রাধি-কারিণঃ। তারকো ব্রাহ্মণো ভূত্যং বিনাপ্যত্রাধিকারিণঃ।

ভৈরবী বলিলেন, সুখপ্রদ যক্ষিণীসাধন শুনিয়াছি, ঐ সকল সাধন কোন সময়ে এবং কি বিধানে করিতে হইবে ও কিরূপ ব্যক্তি এই সাধন কার্য্যের যথার্থ অধিকারী তাহা আমার নিকট বলুন। ভৈরব বলিতেছেন হে দেবি! ধীমান্ সাধক হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বসন্তকালে এই সাধন করিবে। সদাকাল ধ্যানপরায়ণ ও দেবীর দর্শনে সমুৎসুক হইয়া চত্বর, প্রান্তর অথবা কামরূপ ইহার কোন একস্থানে সংযত হইয়া এই সাধন করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কার্য্য করিলে নিশ্চয় দেবীর সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যাহারা দেবীর সেবক তাহারাই এই কার্য্যের অধিকারী। যাহারা পরংব্রহ্মের উপাসক তাহাদের এই সাধনাতে অধিকার নাই।

ইতি ভূতডামরে মহাতন্ত্ররাজে যোগিনীসাধনং নাম
ষোড়শঃ পটলঃ সমাপ্তঃ।